শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের রহস্য

হৃদয়ানন্দ দাস

॥ জয় গুরু শ্রীগুরু ॥

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের রহস্য

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্মপূর্ত্তি উপলক্ষে
নামরহস্য প্রকাশ)

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

বৈষ্ণবদাসানুদাস
হৃদয়ানন্দ দাস

। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ ।

প্রকাশক :

শ্রীহৃদয়ানন্দ দাস বাবাজী

পাঠবাড়ী আশ্রম

কলিকাতা ৭০০০৩৫

মুদ্রক :

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ভিস প্রিণ্টার্স

৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড

কলিকাতা ৭০০০৫০

ভিক্ষা— ১৫৲ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা ক

শ্রীশ্রীঅষ্টপ্রহর নামযজ্ঞের নিয়মাবলী

জয়গুরু শ্রীগুরু বন্দনা ১১

অথ জপ-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ ২০

অথ গীত-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ ২১

অথ স্তব-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ ২১

অথ বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের জপ্যতা নির্ণয় ২২

অথ মহামন্ত্র জপে শ্রীমুখ-আজ্ঞা ২৯

অথ নরোত্তম ঠাকুরের প্রতি লোকনাথ গোস্বামীর আজ্ঞা ৩২

অথ শিষ্যগণ প্রতি পুনঃ নরোত্তম ঠাকুরের আজ্ঞা ৩২

আদৌ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্র যাজন ৩৩

অথ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মহামন্ত্র যাজন ৩৬

অথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন ৩৭

অথ ষড় গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন ৩৯

পুনশ্চ শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন ৩৯

পুনশ্চ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন ৪০

অথ বাণীনাথের মহামন্ত্র যাজন ৪০

অথ মাধবাচার্য্যের মহামন্ত্র যাজন ৪০

অথ জগাই মাধাইয়ের মহামন্ত্র যাজন ৪২

অথ দস্যুবৃত্তিত্যাগী বৈষ্ণবগণের মহামন্ত্র যাজন ৪১

অথ বেশ্যাবৃত্তিত্যাগিনী বৈষ্ণবীর মহামন্ত্র যাজন ৪২

অথ নরোত্তম ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন ৪২

অথ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহামন্ত্র যাজন ৪৩

অথ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন ৪৩

সূচীপত্র

অথ রূপনারায়ণ চক্রবর্তীর মহামন্ত্র যাজন ৪৩

অথ শ্রীচৈতন্যদাসের মহামন্ত্র যাজন ৪৩

অথ রাজা বীর হাম্বিরের মহামন্ত্র যাজন ৪৪

অথ আচার্য্য শিস্যগণের মহামন্ত্র যাজন ৪৪

অথ শিলাপিল্লাসেবি কন্যাদ্বয়ের মহামন্ত্র যাজন ৪৭

তথাহি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়ে ৪৮

অথ পড়ুয়াগণ সঙ্গে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৪৯

অথ ব্যাসপূজায় নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫০

অথ শ্রীবাসালয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫১

অথ শ্রীহরিবাসরে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫২

অথ প্রভুর লক্ষ্মীভাব নর্ত্তনে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫২

অথ কাজীদলনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫২

অথ নবদ্বীপবাসীগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৩

অথ প্রভুর সন্ন্যাসকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৫

অথ প্রভুর রাঢ়দেশ ভ্রমণে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৫

অথ প্রভুর শান্তিপুর আগমনে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৫

অথ প্রভুর নীলাচল গমনে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৬

অথ প্রভুর ভুবনেশ্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৬

অথ আলালনাথে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৭

অথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৭

অথ জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৯

অথ রথাগ্রে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৫৯

অথ রামকেলী গমনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ৬০

অথ প্রভুর কাশীবাসে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৬০

অথ প্রভুর শেষলীলায় কৃত সঙ্কীর্ত্তন ৬০

সূচীপত্র

অথ শ্রীজীব গোস্বামী আদেশে বৃন্দাবনে নাম সঙ্কীর্ত্তন ৬২

অথ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন প্রচার ৬৬

অথ নীলাচলগামী গৌড়ীয়াগণের চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন ৬৬

অথ নীলাচলে চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন ৬৭

অথ গৌর, কৃষ্ণ, নামে সমবায় সঙ্কীর্ত্তন ৬৯

শাস্ত্রে ভবিষ্যৎ-বাণী ৭২

চতুর্যুগের তারকব্রহ্ম নাম ৭৬

শ্রীশ্রীহরিনামতত্ত্ব ৭৮

শ্রীহরিনামার্থ দীপিকা ৮০

ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা ৮৩

নামমালা ৮৮

স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন ৯১

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন ১০৩

ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের উত্থান কীর্ত্তন ১২৫

শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের উত্থান কীর্ত্তন ১২৫

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন ১২৬

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন ১২৬

প্রাভাতিক কীর্ত্তন ১২৭

শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন পূর্ণ ১৩২

শ্রীসন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন ১৩৫

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন ১৩৫

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-জীউর সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন ১৩৬

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীতুলসী দেবীর সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন ১৩৮

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা ১৩৯

নিতাই গৌর নামের রহস্য ১৪০

ভোগারতি কীর্ত্তন ১৬৭

শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন ১৭৪

শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তনান্তে স্বমন্দিরে প্রত্যাগমন কীর্ত্তন ২১৪

শ্রীশ্রীরাধা দামোদর কীর্ত্তন ২৩১

নিয়ম সেবায় রাধে রাধে কীর্ত্তন ২৩২

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ২৩৪

চৌষট্টি মহান্ত ভোগমালা

॥ শ্রীগুরু রাম ॥

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

ভূমিকা

আজ এই নামযজ্ঞ ও নাম সম্বন্ধে লিখতে বসে মনে বড় ভয়। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ পড়ে যায় মহাবাদ। হয়তো কেউ মনে করতে পারে এরা অন্যান্য নামকে কঠাক্ষ করে নিতাই গৌর নামকে শ্রেষ্ঠ করতে চায়। কিন্তু তা নয়, কারণ যার যার গুরুদত্ত নাম তা তার কাছে শ্রেষ্ঠ বা সাধ্য। কিন্তু একটি বাক্য আছে—

যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম ॥

যারা গুরুপদাশ্রয় করেছেন ও গুরুদত্ত নাম পেয়ে জপ কীর্ত্তন করছেন, তাদের পক্ষে কিছু করণীয় না থাকলেও আছে। কারণ যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম ইত্যাদি। আমার আন্তরিক বাসনা, এই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্ববাসী সকলেই পরতত্ত্ব-সীমা ও সর্বসাধ্য গৌরকে জানুক, বুঝুক, ভজুক। কেবল তাই নয় কলিযুগে উপাস্য যে গৌরহরি সেই নাম ছেড়ে জীব কেন অন্য নাম করবে ? কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

কৃষ্ণনামে করে অপরাধের বিচার,
নিতাই চৈতন্য নামে নাই অপরাধের বিচার।
নাম লইলে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার ॥

বিশেষ করে কলিযুগে অবতার সেই অনাদি আদি শ্রীগোবিন্দ,

রাধাভাবকান্তি ধারণ করে গৌরস্বরূপে এসেছেন ও সর্ব অবতার সার গৌর অবতার সর্বশ্রাস্ত্র ও ভাগবত প্রমাণিত। একমাত্র কলিযুগের উপাস্য বা সাধ্য শ্রীগৌরহরি, এ কথা কেবল গ্রন্থে বা ভাষাতে থাকবে, তার কাজ কিছু হবে না? আমরা মুখে বলব এক, কাজ করব আর এক তা কেন হবে। আজ দেশ, কাল, পাত্র, উপাস্য, উপাসনা, নাম, সাধ্য, সাধন নির্ণয় এক হোক বা হওয়া উচিত। যদি বলেন ভিন্ন রুচি লোক, বিভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা, এক হওয়া কি এত সহজ। এটা ঠিক, অনাদিকালের জীবের বিপথে গতিশীল মনকে ঠিক পথে লাগান বড় কঠিন। তবে একটা ক্ষণ আছে, যেমন শীতের দিনে ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সকলেই শীত ভোগ করে, গরম সময়ে সকলেই গরম ভোগ করে। তেমনি আজ পৃথিবীর একটি শুভক্ষণ এসেছে, এই ক্ষণে ইচ্ছা না থাকলেও বিশেষ ভোগ করিয়ে নেবে। যেমন বৃষ্টি হচ্ছে, একটু বাইরে দাঁড়ালে ভিজবেই। বাইরে দাঁড়ান মানেই সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। আজ যদি দ্বেষাদ্বেষ ভেদাভেদ নিজের স্বার্থ ভুলে এক প্রাণে এক মনে এই বিশ্ববাসী ভাইবোন মিলে সেই বিশ্বম্ভর গৌরহরির নাম করি তা হলে যেন মনে হয়, বিশ্বের কল্যাণ ও বিশ্ববাসীর কেবল নয় সমগ্র জীব ও প্রাণীর কল্যাণ হবেই হবে।

এখন পঞ্চশত জন্মবার্ষিক পালন নয় তাঁর অহেতুক কৃপা পাওয়ার সময়। যেমন কোন বড়লোক বা রাজাদের জন্মদিনে আনন্দে দান করেন নানা রত্ন বা খাদ্যদ্রব্য, অন্যদিন থেকে বিশেষ বা প্রচুর। আজ সেই রকম রাজা মহারাজা নয়, সর্ব জীবের যিনি পালনকর্তা, সর্ব বিশ্বের যিনি পালন পোষণ কর্তা অনাদি আদি শ্রীগোবিন্দ স্বরূপের পূর্ণ অবস্থা, রাই-কানু মিলিত শ্রীগৌরহরি বিশ্বম্ভর গৌরসুন্দরের পঞ্চশত জন্ম বার্ষিকীতে, আজ যে আনন্দ মনে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ভক্তি দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, এ সুযোগ এইদিন হারালে চলবে না।

তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

নিতাই গৌরাঙ্গ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া।

এখানে এই প্রশ্ন আসতে পারে আবার নিতাই কেন? গৌর না হয় জানলাম রাই-কানু-মিলিত-বিগ্রহ ষড়-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান, সর্ব-অবতার-সার ভজা কর্তব্য। তাঁর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কেন? তবে বলি একে একে— স্মৃতি বাক্য আছে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান রস বৈ সঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রস, গৌর রস। কৃষ্ণ যে রস তার পাত্র শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্য অন্যে বিলসই রস আস্বাদন করি॥

একটি রস একটি পাত্র, একটি আশ্রয়তত্ত্ব একটি বিষয়তত্ত্ব; আশ্রয় ছাড়া বিষয় পাওয়া যায় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন শ্রীরাধিকার চরণ আশ্রয় যে করে সে মহাশয় অনায়াসে পাবে গিরিধারী। আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন—

কিশোরী দাস মুঁই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটী কল্প যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥

এতে বোঝা গেল রাধাকৃপা ছাড়া কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। নবদ্বীপেও তাই শ্রীগৌর রস, নিতাই পাত্র; গৌর বিষয়তত্ত্ব, নিতাই আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগৌরহরি নিজ মুখে বলেছেন—

তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দের দ্বেষ যার রয়।
সে জন ভজিলে কভু আমার প্রিয় নয়॥

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে নিতাই কেন আশ্রয়তত্ত্ব হবেন, গদাধর পণ্ডিত হবেন না কেন? সেখানে যেমন রাধা আশ্রয়তত্ত্ব, সেই রাধা তো গদাধর? বড় কঠিন—

অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সেই জানিতে পারে॥

যদিও নিতাই গূঢ়তত্ত্ব 'সে কে' ও 'জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছেন, তবে এখানে সামান্য বলি—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্য অন্যে বিলসই রস আস্বাদন করি॥

এক তত্ত্ব এক বস্তু দুই ভাগ তাই কৃষ্ণের অষ্টমীতে জন্ম, রাধারও অষ্টমীতে জন্ম। যখন দুইজন আস্বাদিতে এক হলেন অর্থাৎ অষ্টমী অষ্টমী ও রাধা কৃষ্ণ মিলনে গৌরস্বরূপে পূর্ণ হয়ে পূর্ণিমাতে জন্ম বা উদয় হলেন, এখানে আশ্রয়তত্ত্ব কে হবেন ? কারণ আধসের মাল আধসের বাটখারা সমান ওজনে ঠিক। যখনিই আধসের মাল ও আধসের বাটখারা মিলে একসের বা এককিলো হয়ে গেল একদিকে, অন্যদিকে একসের বা এককিলো বাটখারা চাই, তবেই তো ওজনে সমান হবে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত রাধা বটে, কিন্তু যুগল নয়। কারণ রাধার মনে বাসনা জেগেছিল আমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মিলে যে এক হলো, এই মিলিত মাধুরী গৌরস্বরূপকে পৃথক স্বরূপে আস্বাদন করব। তখনই শ্রীরাধার অঙ্গ থেকে আস্বাদন স্বরূপ পৃথক হয়ে রাধাতত্ত্ব গদাধরের উৎপত্তি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে রাধাকৃষ্ণ মিলিত গৌর হলো, আবার রাধা কোথা থেকে এলো ? এ বড় বিচিত্র, অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব সব পূর্ণ ও নিত্য। রাধা কৃষ্ণ মিলে গৌর হলো বলে কি ব্রজলীলা লুপ্ত হয়ে গেল ? তা নয়, ব্রজলীলাও নিত্য, গৌরলীলাও নিত্য। নিত্য বস্তু থেকে যত বস্তু বের হোক না কেন এরাও নিত্য। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বের হলে পূর্ণ থাকে, এই হলো ঈশ্বরতত্ত্ব বা নিত্যসত্য অন্তরঙ্গস্বরূপ চিন্ময় খেলা। যখনই রাধা কৃষ্ণ মিলে গৌরবিষয়স্বরূপ হলো, তখনই অভিন্নকলেবর মূল আশ্রয়তত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভুর উদয় হলো। তাই লোচন ঠাকুর বলেছেন—

'অভিন্ন চৈতন্য তনু ঠাকুর অবধূত।'

অভিন্ন বলতে রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি, রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ।

এক স্বরূপে রস,	এক স্বরূপে পাত্র,
একজন আশ্রয়তত্ত্ব,	একজন বিষয়তত্ত্ব,
একজন রসভোক্তা,	একজন রসদাতা,
একজন সেব্য,	একজন সেবক।

যুগল না হলে যুগলকে সুখ দিতে পারে না। তাই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর লিখেছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

যাঁরা গৌড়দেশ রূপ পূর্ব্ব-পর্ব্বতে (উদয়াচলে) যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যরূপে উদিত হয়েছেন, যাঁরা চিত্ররূপী ও কল্যাণপ্রদ সেই অজ্ঞান-তিমির-হারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

এইখানে প্রশ্ন আসতে পারে এক কালে গৌর সূর্য্য ও নিত্যানন্দ চন্দ্র উদয় কি করে হল? কারণ একজনের জন্ম রাঢ় দেশে ১২ বর্ষ পূর্বে, একজনের জন্ম নবদ্বীপে ১২ বর্ষ পরে, তবে সহ-উদিত কি করে হল? উদিত বটে, যখনি নিত্যলীলায় রাই কানু মিলিত গৌরস্বরূপের প্রকাশ হয়েছেন, শ্রীনিত্যনন্দ প্রভুও তখনি প্রকাশ। এখানে লোকনয়নগোচর ১২ বর্ষ ব্যবধানে হয়েছেন মাত্র। এখানে আর এক চলতি প্রথায় বললে যেন আরও সহজ হয়। সহ-উদিত, এক সঙ্গে গৌরমণ্ডলে নিতাই চন্দ্র ও গৌর সূর্য্য উদয় হলেন বটে, কখন? যখন দুই জনের গুণ প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ে জন্ম নিয়েছেন বটে কিন্তু পূর্ণ প্রকাশ হয় নি। তার ১২ বর্ষ পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে উদয় হয়েছেন, তাও পূর্ণ প্রকাশ বা বিকাশ হয় নি। এই দুই স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ বা বিকাশ হল, জগাই মাধাই উদ্ধার সময় উদয় হলে। অবতারের দুইটি কারণ, রস আস্বাদন

বা রাধাপ্রেম আস্বাদন ও সেই প্রেম বিতরণ বা জীব উদ্ধার। এই জীব উদ্ধার পতিতপাবনলীলা আরম্ভ হল জগাই মাধাই উদ্ধার থেকে। নিতাইচাঁদকে মাধাই মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন, রক্ত পড়ে যাচ্ছে তথাপি করুণামূর্ত্তি কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'মাধাই মেরেছ, মার আবার খাব ভয় নাই, তবে দয়া করে একবার গৌরহরি বল। শিশুপুত্র মারলে কি বাপ রাগ করে, আয় আয় আমার কোলে আয়, যে জন্মের যত পাপ আছে আমায় দে। সব পাপের বোঝা আমাকে দিয়ে তুই একবার গৌরহরি বল্।' এই কোটি কোটি চন্দ্রের মত শীতল নিতাই ও সেইখানে গৌর কোটি কোটি সূর্য্যের মত দীপ্তমান হয়ে চক্র চক্র ডেকেছেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, 'প্রভু এ কি! এতো দণ্ডের যুগ নয়, অহৈতুকী করুণার যুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে দণ্ড বা চক্র ছিল। এ অবতারে কোলে নেওয়া করুণা করার যুগ।' এই জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায় নিতাইগৌরস্বরূপ প্রকাশ হয়েছেন। এই-ভাবে সহ-উদিত বললে অসংগত হয় না।

অভিন্ন কলেবর প্রকাশ এক যুগপৎ রাই কানু মিলিত নিতাই, রাই-কানু মিলিত গৌর। নিতাইএ কোন্ রাই কানু মিলিত? নিতাইতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব গ্রন্থে লিখেছি বিশেষ ভাবে। এখানে সামান্য বলি, 'গৌর যুগল, পরিকর যুগল। যুগলে যুগলে খেলা, মধুর গৌরাঙ্গলীলা।' কৃষ্ণের কায়ব্যূহ সখা ও রাধার কায়ব্যূহ সখি, এই দুই মিলনে এক এক গৌরপরিকর। মূল যুগল শ্রীগৌরহরি তাঁর অভিন্ন কলেবর দ্বিতীয় যুগল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

কৃষ্ণের অভিন্ন বলরাম শ্রীরাধার অভিন্ন অনঙ্গমঞ্জরী মিলিত বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। মূল আশ্রয়তত্ত্ব মানে গৌরহরির একমাত্র আশ্রয় বা পাত্র। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরিকে সুখ দিতে অনন্ত পাত্র অনন্ত যুগল গৌরপরিকর রূপে প্রকাশ পেয়েছেন লীলা পুষ্টির জন্য।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥

যদিও ব্রজে শ্রীঅনাদি আদি শ্রীগোবিন্দ ৩০ কোটি গোপী সঙ্গে মহারাস করেছিলেন, কিন্তু প্রধান বা মুখ্য শ্রীরাধাঠাকুরাণী। এখানে ত্রিশ কোটি নয় অনন্ত কোটি গৌরপরিকর হলেও বিশেষ বিলাস বিশেষ সুখদাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। "যেই যেই রূপে গৌরসুন্দর বিহরে সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে।"

"চৌদ্দ মাদল বাজাইয়া নিত্যানন্দ রমে গোরা"।

রাধা আনুগত্যে কৃষ্ণ পাওয়া বা রাধা চোখে কৃষ্ণ দেখা, রাধা সঙ্গে মিলিত শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া বা দেখা, চন্দ্রাবলীসহ মিলিত ও অন্য অন্য গোপীসহ মিলিত শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া কোন্‌টি মাধুর্য্য বা উৎকর্ষ তা অনুভবীরা অনুভব করবেন। আর বিশেষ রাধাকৃষ্ণযুগল সখিবেষ্টিত। গোপীগণবেষ্টিত যুগল প্রাপ্তি বা দর্শনে আরও আনন্দ বা চরম অবস্থা। সেইমত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ গৌরকে পাওয়া আরও উত্তম। ভক্তগণ-বেষ্টিত নিতাইগৌর পাওয়া বা দর্শন সর্ব্ব উত্তম। তাই নিত্যলীলাস্থলী নবদ্বীপের যোগপীঠ শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তনরাসরসে নিতাইগৌর নৃত্য দেখে কোন অনুভবী ভক্ত বলছেন—

"দেখ দেখ নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে যেন রাধা শ্যাম"
(নিতাই রাধা গৌর শ্যাম)
চারিদিকে ভক্তগণ গায় [হরে কৃষ্ণ হরে রাম]

আরও কথা আছে। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ মুখে বলেছেন একদিন পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতকে—

শুন শুন ওহে রাঘব তোমায় গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে প্রীতি যে করয়ে অন্তরে।
সত্য সত্য সেই প্রীতি করয়ে আমারে ॥

নিত্যানন্দ প্রতি যার দ্বেষভাব রয়।
সেজন ভজিলে কভু আমার প্রিয় নয় ॥

এবার সুবিচার করে দেখলে নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া আমরা কলিহত জীব আমাদের আর গতি নাই। একমাত্র পতিতের বন্ধু অগতির গতি-দাতা, কলিজীবের আশ্রয়দাতা গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী সেই নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে যেন সকলেই আশ্রয় নেয়।

নিতাইচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
জগাই মাধাই আদি করিলা উদ্ধার ॥

সর্ব্ব-অবতার-সার শ্রীগৌরহরি কলিজীবকে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম দেবার জন্য অবতীর্ণ। যা কোন ভগবান আজ পর্যন্ত দেন নি, অনর্পিত।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

দেখুন এমন দয়াল আর কোন যুগে হয় নাই কি হবার নয়। এমন পতিতপাবন দয়াল ঠাকুরকে ছেড়ে কোথায় যাব? তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম-পূর্তি উপলক্ষ্যে সকলে মিলে মূল আশ্রয়তত্ত্ব পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ আশ্রয় করে গৌরহরির নাম করি। এই জন্ম-উৎসবে আমরা অন্য কোন নাম না করে নিতাইগৌর নাম করব। হয় পঞ্চতত্ত্ব নাম—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দ ॥

না হয় গম্ভীরার নাম গৌরপরিকর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের—

(ভজ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥

না হয় শ্রীভক্ত মহাপুরুষ শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী প্রচারিত—

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

যেন এই নিতাইগৌর নামগানে এই বিশ্ব ভরে যায়। এই আন্তরিক বাসনা জানি না জগদ্‌গুরু নিতাই সোনা পূর্ণ করবেন কি না, তাঁর দয়া। তাই বলে কারো গুরুদত্ত নামকে নিষেধ ক'রে এইসব করতে বলছি না।

যদি কেউ কোন গুরু আশ্রিত হয় নি কি কোন নাম করে না,— নতুন নাম করতে ইচ্ছা, তারা যেন নিতাই গৌর নাম করে। আবার এখন হয়েছে উপধর্ম প্রচার, কারও উপরে কটাক্ষ করে বলছি না। উপধর্ম বলতে সম্প্রদায় ছাড়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ষড় গোস্বামী প্রবর্তিত পথ ছাড়া নাম বর্জনীয়, এতে চিত্তবিক্ষিপ্ত মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। বৃন্দাবন ঠাকুর বলেছেন— এমন পাষণ্ডগণ কুকুর শিয়াল খাওয়া দেহকে ভগবান বলে প্রচার করছেন; নিজে নরকে যাবে ও শত শত জীবকেও নরকে পাঠাবে। সাবধান, আসুন কোন দিকে কোন বিধর্ম্মীর দিকে লক্ষ্য না করে প্রাণ ভরে গৌরাঙ্গ নাম করি— সবার চরণে নিবেদন।

'সকলে পদধূলি দিয়ে কর বাসনা পূরণ।'

আমার শ্রীগুরুদেব বাবাজীমহারাজ সারাজীবন কেঁদে গেলেন এই কলিজীবের দ্বারে দ্বারে— একবার নিতাই গৌর ভজ। ওনার প্রার্থনা—

'ওহে বিশ্বম্ভর গৌরহরি তোমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর।'

নাম প্রেম দিয়ে বিশ্বম্ভর নিতাইচাঁদের কাছে প্রার্থনা—

এই কর নিতাই সোনা

ঘরে ঘরে ভজুক গৌর সোনা

দেখবো গৌরপ্রেমের কান্না
পুরাও মোদের এই বাসনা।

আজ তাঁর কান্না ফল ধরেছে। পাশ্চাত্য দেশে গৌর নাম প্রচার হয়েছে, গৌরহরি ভজেছে। কিন্তু যার সঙ্গে ভজলে পূর্ণতা হবে, যার আশ্রয়ে ভজলে পূর্ণপ্রাপ্তি হবে সেই মূল আশ্রয়তত্ত্ব একমাত্র গতিদাতা নিতাই প্রচার হয় নি। নিতাইকে কে জানাবে ?

অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে ॥

আজ যাঁর পঞ্চশত জন্ম-উৎসব সেই গৌরহরি যদি এই শুভক্ষণে তাঁর গুপ্তধন গূঢ়ধন অভিন্নকলেবর মূল আশ্রয়তত্ত্ব নিতাইকে না জানায়, না বিলায় তা হলে গোপন বস্তু গোপনে থেকে যাবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন—

কৃষ্ণনাম গানে ভাই রাধিকা চরণ পাই
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

এ যেমন পরস্পরের কৃপায় পরস্পর প্রাপ্তি। এখানেও সেইমত—

গৌরাঙ্গ গুণে ভাই নিতাই চরণ পাই
নিত্যানন্দ কৃপায় গৌরচন্দ্র।

আজ শ্রীগৌরচরণে একটি নিবেদন— 'তোমার নিতাই নাম নিতাই তত্ত্ব এ বিশ্বে প্রকাশ করে নিত্যানন্দময় করে দাও সকলকে। সকলে অতি গূঢ় নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হয়ে নিতাই পাত্রে আবৃত হয়ে গৌরহরি ভজুক, নিত্যানন্দে ভরা জগৎ দেখে যেন শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি।

এমন পতিতপাবন পরম দয়াল প্রভু পেয়েও আমার দুর্দৈব দুর্বাসনা গেল না। এ জীবনটা বৃথা কেটে গেল। সবার চরণে শেষ প্রার্থনা যেন এবার মরার সময় জয় গুরু রাম বলে মরতে পারি, সবার চরণে প্রার্থনা জানিয়ে রাখলাম। জয় গুরু শ্রীগুরু।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের রহস্য

(শ্রীশ্রীঅষ্টপ্রহর নামযজ্ঞের নিয়মাবলী)

জয় গুরু শ্রীগুরু বন্দনা

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু,
অদ্ভুত যাঁহাক প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির-বরজ্ঞান
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম॥
অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরমতি অগতি সতত অসত মতি
নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন- যুগল-ভজন-ধন
মোহে করল উপদেশ॥
নিরমল গৌর- প্রেমরস-সিঞ্চনে
পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥

পরম করুণাময় অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের করুণা ছাড়া কোন কাজ করা যায় না। শ্রীগুরু-করুণার যে কত গভীরতা, পাওয়া

কত কঠিন অনুভবী লোক ছাড়া অনুভব হয় না। তবে তাঁর করুণাকে রূপক করে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে সেও তাঁর কৃপা মহৎ কৃপা চাই। কথায় আছে—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

আজ তাঁর কৃপাতে তাঁর প্রেরণার বস্তু রূপক বা রূপ করে ভক্তদের কাছে দিতে বাসনা, জানি না কতদূর কার্য্যকরী হবে। জানি শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন, বৈষ্ণবগণ অদোষদরশী অযাচিত কৃপাগুণে তাঁদের কৃপার দান লেখনীতে লিখিয়ে প্রকাশ করে বাসনা পূর্ণ করবেন। এই আশায় এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ চরম দান শ্রীহরিনামযজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা বা বিষয়বস্তু নিজে উপভোগ করে অপরকে উপভোগ করানোর বাসনায় কলম ধরলাম। সেই কলিযুগ-অবতার পতিতপাবন শ্রীনিতাই গৌর চরণ যুগল স্মরণ করে নিবেদন করলাম।

পরম করুণাময় রসিকচূড়ামণি অনাদি আদি শ্রীগোবিন্দ এই কলি-যুগে যখন শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন, তার আগে যে কলিযুগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনাতীত।

নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব বিষয়ে সকলে মত্ত
ভক্তিশূন্য হইল অবনি।
কলিকাল সর্পবিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না চিন্তয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে নিরবধি মত্ত সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ॥
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানা মতে জীব হিংসে
এই মত হইল সর্ব্ব দেশ॥

দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
মহাবিষ্ণু গৌড়ে অবতার।
সাঙ্গোপাঙ্গ সমন্বিতে প্রেমসিন্ধু নন্দসুতে
দেখাইব এই অঙ্গীকার॥
(তাই) সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিল প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

এই অবস্থা দেখে মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গঙ্গাতীরে অনশন ব্রত করে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে সেই গোলকবিহারী অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দনন্দনকে গৌররূপে এই ধরাধামে নবদ্বীপধামে প্রকট করালেন। পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদ করুণাময় শ্রীগৌরহরি এই ধরাধামে এসে কলিজীবগণের দুর্দশা দেখে ব্যাকুলিত হলেন। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"। সে প্রভুকে ভুলে দুর্বাসনার দাসত্ব করে। ত্রিতাপানলে দগ্ধ জীবগণের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করলেন।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্ত-নীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ প্রচারিতে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অভিন্ন কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হলেন। তিনজনায় নির্জ্জনে বসে এই বিষয় আলোচনা করে স্থির করলেন কলিজীবসমূহের দুর্বাসনা-রূপ কাষ্ঠের উপরে প্রেমঘৃত

ঢেলে ঢেলে শ্রীনাম-অগ্নিসংযোগ দ্বারা ভস্মীভূত না করলে, অনাদি-কালের কলিজীবের দুর্বাসনা-কাষ্ঠ নষ্ট হবে না।

দুর্বাসনা-মালিন্য নষ্ট না হলে, চিত্তদর্পণ মার্জন না হলে প্রেমভক্তি লাভ হবে না। প্রেমভক্তি না পেলে জীব যতই সাধনা করুক না কেন স্থির হবে না।

যদি হয় প্রেমভক্তি তবে হয় চিত্তশুদ্ধি
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা।

এই সব আলোচনা করতে করতে তিনজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে হুঙ্কার গর্জন নৃত্য করলেন, কলিজীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীনামযজ্ঞ স্থির করলেন। এঁদের আনন্দে উন্মত্ত দেখে ঘরের ভিতর থেকে সীতা দেবী উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আজ তিনজনে নির্জ্জনে বসে কিসের কথা কইতে কইতে আনন্দে আত্মহারা হচ্ছেন? সেই আনন্দের কথা কি আমি শুনতে পাব না?' শ্রীসীতাদেবীর কথা শুনে আনন্দ মনে গৌরসুন্দর বললেন, 'শুন সীতাদেবী, এই কলিজীবগণের উদ্ধারের জন্য ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পাবার একমাত্র উপায় শ্রীনামযজ্ঞ। কারণ চার যুগে চার প্রকার সাধনা সাধ্যবস্তু পাবার জন্য। সত্যে তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা সেবা, এই কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তন ছাড়া কোন উপায় নাই।'

চৌষট্টি অঙ্গের শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনামসংকীর্ত্তন।
যাহা হইতে পায় জীব ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
নামসংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥
খাইতে শুইতে নাম যথাতথা লয়।
দেশকাল নিয়ম নাই সর্ব সিদ্ধ হয় ॥

এই নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞ এমন শক্তিমান সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের জীব-সমূহ সাধনা করে যা পায় নি, কলিজীবের নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা— অল্প সাধনাতে চরমবস্তু প্রেমভক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ যুগলচরণ প্রাপ্তি হবে। তবে এই নামযজ্ঞ বৈষ্ণব দ্বারাই অনুষ্ঠান কার্য্যকরী করতে হবে। আমন্ত্রণ পাঠিয়ে যে গায়, যে বাজায় তাদের পৃথক পৃথক আমন্ত্রণ করে সসম্মানে এনে খোল করতালকে চন্দন, ফুল দ্বারা পূজা করতে হবে। কলাগাছ পুঁতে পূর্ণঘট বসিয়ে আম্রপল্লব সাজিয়ে নাম আরম্ভ করতে হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আনন্দমনে সীতানাথ অদ্বৈতপ্রভু সব দ্রব্য আয়োজন করে নামযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। এই নামযজ্ঞ প্রথমে আরম্ভ শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসর ছলে।

ঊষাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
ক্লান্তি নাহি প্রেমে পরিপূর্ণ কলেবর ॥

এই তিন প্রভুর বিচার প্রসঙ্গটি শ্রীপরমেশ্বর দাস পদকর্তা (একদিন প্রভু আসি) বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (নানাবিধ আয়োজন) এই প্রকার চারিটি অধিবাস কীর্ত্তন ভাষা অবলম্বনে এই প্রসঙ্গ লিখলাম।

তবে আর একটি বিচার, এই অধিবাস এক সময়ে আলোচনা হয়েছে অদ্বৈত গৃহে। পরে শ্রীবাস অঙ্গনে একাদশী হরিবাসর নিশীথে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। কাজীদলন সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন। এই তিনদিনের ঘটনাকে একত্র করে বর্ত্তমানের এইরূপ নামযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি সেইসব কীর্ত্তন পুনরুদ্ধার

করে প্রচার করেছিলেন। কালক্রমে সেইসব লীলা লুপ্ত হয়ে যায়। চার শত বর্ষ ব্যবধান পরে আবার শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজীমহারাজ আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীরামদাস বাবাজীমহারাজকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে এই নামযজ্ঞ ১৩০৭ সালে কটকে বিনোদবিহারী মন্দিরে আরম্ভ করলেন। তারপর ধনেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে নবরাত্র নামযজ্ঞ ও কেন্দ্রাপাড়া বলদেবের মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, নবরাত্র নতুন পদ্ধতিতে সাজিয়ে নামযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তুলসীগাছ বসিয়ে তার চতুষ্কোণে কলাগাছ ও আম্রপাতা দিয়ে কুঞ্জের মত করে পূর্বদিকে পঞ্চতত্ত্ব চিত্রপট, দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণ চিত্রপট, পশ্চিমে ষড়ভুজ বা গৌরলীলা বিষয়ক চিত্রপট, উত্তরে গৌর সংকীর্ত্তন বা ভক্ত-গণের চিত্রপট সাজিয়ে সামনে পঞ্চতত্ত্বের অগ্রে নতুন কাপড় দ্বারা ছয়টি আসন করে পান, সুপারি, পৈতা, মুদ্রাখণ্ড, কলা প্রভৃতি বরণদ্রব্য সাজিয়ে পূজা।

প্রথম আসনে যুগলের পূজা বা গুরুবর্গ, অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরী, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি। দ্বিতীয় আসনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। তৃতীয় আসনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। চতুর্থ আসনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরহরি। পঞ্চম আসনে গদাধর পণ্ডিত। ষষ্ঠ আসনে শ্রীবাস পণ্ডিত।

এই ছয়টি আসনে পঞ্চতত্ত্বসহ রাধাকৃষ্ণ বা গুরুবর্গকে পূজা করে তার মধ্যে পাঁচটি কলস বসবে। চার কোণে চারটি এবং পঞ্চতত্ত্বের সামনে একটি। পাঁচটি কলসীর উপরে পাঁচটি আম্রপল্লব এবং শীষযুক্ত ডাব পাঁচটি, তার উপরে যথাসাধ্য আচ্ছাদন বস্ত্র বা গামছা পাঁচটি ও ফুলের মালা, চারিপাশে তীরকাঠি ও সুতা নয় প্যাঁচ এবং পঞ্চগুড়ি প্রভৃতি। এইভাবে নতুন সাজে সাজিয়ে প্রচার করলেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে তবে আগে কি অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ ছিল

না ? ছিল, গানের পদের মধ্যে, অন্যরকম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় শ্রীবাস অঙ্গনে নামযজ্ঞ আরম্ভ হয়। তার পরে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের বিরহ উৎসবে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ঠাকুর ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র প্রভৃতি যে নামযজ্ঞ আরম্ভ করলেন কিছুটা এইরকম হলেও এত সরলভাবে নয়। তার পরে সব লুপ্ত হয়। যদিও কোথাও কোথাও উড়িষ্যা প্রভৃতিতে শোনা যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি এনে দোলায় সাজিয়ে নিশি জাগরণ বা হরিহাট ভাগবত পারায়ণ প্রভৃতি ছিল। যেমন একটি প্রমাণ শ্রীপুরীধামে রথযাত্রাতে ভক্তমিলন কীর্ত্তন (উড়িয়া গৌড়িয়া মিলন), রাঘবের ঝালী সমর্পণ, গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন ও রথাগ্রে কীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থে ছিল, কিন্তু আচরণ দ্বারা প্রকাশ ছিল না। কেবলমাত্র জগন্নাথদেবের রথ তিনখানা ছিল। ১৩০৮ সালে শ্রীরাধারমণ দেক পুরী গৌরগম্ভীরা মহান্ত মহারাজ ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী (গঙ্গামাতা মঠ) মহান্তদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন— 'দেখুন মহান্তজী, এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, ঝালী, গুণ্ডিচা মার্জন, প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। আচরণ দ্বারা প্রকাশ করলে জীবগণের কল্যাণ হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশ ও প্রচার হয়, এতে আপনাদের ইচ্ছা কি ?'

তাঁরা বললেন, 'দেখুন, আমরা উৎকলীয় বৈষ্ণব। এসব বিষয় আমাদের এত জানা নাই। যদি আপনি করেন ভালোই হবে। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব। তবে, একটা বিষয় এখানে পুরীধামে আছে। রাজার অনুমতি ছাড়া মন্দিরে কোন কাজ কেউ করতে পারবে না।'

তখন বড় বাবাজী বললেন, 'সে বিষয়ে কোন চিন্তা নেই। রাজগুরু রঘুনাথ দেব গোস্বামী দ্বারা সব আমি ব্যবস্থা করব। তবে আপনাদের সাহায্য চাই। যেহেতু গৌড়ীয়সম্প্রদায়-মুকুটমণি এই গৌরগম্ভীরা। যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বাস করেছিলেন, এই গম্ভীরার আনুগত্যে ও গম্ভীরাতে লীলা প্রকাশ হলে সর্ব ভারতবর্ষে প্রকাশ

হবে।' তাই আজ হয়েছে। ভক্তমিলন কীর্ত্তন, ঝালী সমর্পণ, গুণ্ডিচা মার্জন, রথাগ্রে কীর্ত্তন, এই নতুন ধারা প্রচারক শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীমহারাজসহ প্রিয় শিষ্য শ্রীরামদাস বাবাজীমহারাজ দ্বারা ১৩০৮ সাল থেকে আজ অবধি লীলা অভিনয় কীর্ত্তন হয়ে আসছে। সেইরকম এই নামযজ্ঞ কিছু পূর্বে ছিল না বলে নয়, কিন্তু তার রূপ অন্যরকম ছিল। দোলাতে যুগল সাজিয়ে রাধাগোবিন্দ নাম ভাগবত পাঠ প্রভৃতি। এইভাবে সাজিয়ে পঞ্চতত্ত্ব বসিয়ে পূজা করা ছিল না। তবে জানি না, আমরা তো আর শুনি নি। যদি কারও প্রমাণ থাকে সে কথা স্বতন্ত্র। এমন-কি রাধারমণ দেব নবদ্বীপে এসে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘটক মহাশয় ভীষণ অসুস্থ পড়া দেখে তাঁর মাকে বললেন, 'একটা নামযজ্ঞ কর, তা হলে গোপাল ভাল হয়ে যাবে।' মা বললেন, 'কেমন করে করতে হয় জানি না বাবা। তুমি করাও তো আমি খরচ দিব।' তাই এই বিধি অনুসারে নামযজ্ঞ হয়েছিল এবং গোপাল ঘটক মহাশয় ভাল হয়ে যান।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই দেখে কলিকাতা আখড়াতে এই বিধি অনুসারে এই নামযজ্ঞ কিশোর মহান্ত মহারাজ করান। কলিকাতায় কুঞ্জ মল্লিকের বাড়িতেও এই বিধি অনুসারে নামযজ্ঞ হয়। অতএব এই নামযজ্ঞ ধারা প্রথমে শ্রীবড় বাবাজী দেখান। পরে আজ বহু বিস্তার পেয়েছে। বহু প্রকার নাম সারা ভারতে প্রসার ও প্রচার পেয়েছেন। কেউ রাধাগোবিন্দ নাম, কেউ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥'

কেউ পঞ্চতত্ত্ব নাম কেউ বা মহামন্ত্র নাম ইত্যাদি নামযজ্ঞ করছেন। কিন্তু এর প্রথমে মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে প্রচার করলেন। শ্রীনিবাস,

নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি কিছুটা রূপ দিয়ে প্রচার করলেন। কিন্তু পূর্ণ-রূপে রূপায়ণ করলেন শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীমহারাজ। এই-খানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীমহারাজ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

এই নাম কেন রচনা করলেন বা কেন প্রচার করলেন ? মহাপ্রভু তো মহামন্ত্র নাম দিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন নাম আবার কেন ? ঠিক শাস্ত্র বিচার করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র নামকে কীর্ত্তন জন্ম দেন নি। তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবতে ২৩শ অধ্যায়ে। যখন নবদ্বীপবাসী গৃহস্থ ভক্তগণ নিবেদন করলেন প্রভুর চরণে— আমাদের কর্ত্তব্য বলুন ? তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন—

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২৩শঃ অঃ ॥

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
হরি নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

কীর্ত্তন কহিলে এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্র বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস ॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান ॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপ গায় ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন ॥

তাহলে এই প্রমাণে মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নয়। আরও বিচার মহাপ্রভু প্রকটকালে নিজে সংখ্যা রেখে জপ করতেন।

অথ জপ-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ

লঘু কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে অথবা অন্তরে।
সংখ্যা রাখি করে কীর্ত্তন জপ বলি তারে ॥
উপাংশু, বাচিক, মানস, আখ্যা লিখি।
জপের বিভেদ কৈল শাস্ত্রে এই দেখি ॥

তথাহি কল্পদ্রুমে।

জপঃ স্যাদক্ষরা বৃত্তি র্মানসোপাংশু বাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্ ॥
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ ॥ ১

কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যং স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ। ২
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ ৩

পুনশ্চ শ্রীসনাতন-গোস্বামী-বাক্যম্।
"বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ।"

অথ গীত-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ

এবে কহি গীত কীর্ত্তনের বিবরণ।
যাহার দ্বিতীয় নাম উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন॥
সংখ্যা ছাড়ি, যন্ত্র সনে, কিম্বা বহু সাথে।
সুর তান নৃত্যাদিতে গায় নানা মতে॥
গীত কিম্বা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তারে কয়।
মহাজনের সুসিদ্ধান্তে এই ত নিশ্চয়॥

তথাহি সংগীতলক্ষণে।

তালবাদ্যানুগং গীতং নটৈ র্যত্র চ গীয়তে।
নৃত্যস্যানুগতং রঙ্গে তৎ সংগীতস্য লক্ষণম্॥
ধাতু মাতু সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

অথ স্তব-সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণ

গদ্য পদ্যময়ী নানা ছন্দ বন্দ করি।
ভগবদ্ মহিমা, নাম, গুণ, লীলা স্মরি॥
স্বকৃত ও পরকৃত রচন পঠনে।
স্তোত্র, স্তব, সঙ্কীর্ত্তন কহে মহাজনে॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যম্।

স্তোত্রৈঃ স্তবৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

এতট্টীকায়াং— "স্তোত্রস্তবয়োরভেদঽপ্যবান্তরভেদঃ।
পূর্ব্বপ্রসিদ্ধত্বস্বকৃতত্বাভ্যাং জ্ঞেয়ং॥"

এই ত কহিল ত্রিধা কীর্ত্তন লক্ষণ।
জপ, গীত, স্তবে, যেবা বিভেদ বচন॥
অতএব এ তিনের অনুষ্ঠান লৈঞা।
গোস্বামি সকলে লিখে কীর্ত্তন বলিয়া॥

যথা শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্।

"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনং।"

পুনশ্চ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বাক্যম্।

"নামলীলাগুণাদীনাং মুখে ভাষণং কীর্ত্তনং।"

পুনশ্চ কবিরাজ-গোস্বামী-বাক্যম্।

"হরিদাস ঠাকুর করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"
"সংখ্যা নাম সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।"
"এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।" ইত্যাদি বহুল।

অথ বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের জপ্যতা নির্ণয়

এবে কহি যেবা জপ্য যেবা গেয় হয়।
ঋষি মহাজন বাক্যে প্রমাণ নিচয়॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশে লিখি নাহি মোর দোষ।
এত জানি কেহো মোরে না করিহ রোষ॥

গুরুপদাশ্রয়ে ইষ্ট নামের গ্রহণ।
"মন্ত্র"পদবাচ্য তাহা কহে বুধগণ ॥
ষড়ক্ষর, অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর আর।
দ্বাদশাষ্টদশ, বত্রিশ, অক্ষর বিচার ॥
এত সবাক্ষর-যুত ভগবদ্ নাম।
মন্ত্র বলি কহে, তাহা জপে সিদ্ধি কাম ॥
হরিভক্তিবিলাস আর গোপাল তাপনী।
তন্ত্র পুরাণাদি তাহে প্রমাণের খনি ॥
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে যেই মন্ত্র।
সেহ জপ্য, কহে এই বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ॥

তথাহি অথর্ব্ববেদে পিপ্পলাদ্-শাখায়াং।
স্বানন্দাৎ মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বং হ্লাদয়তে বিভুঃ।
দ্বে শক্তী পরমে তস্য হ্লাদিনী সম্বিদেব চেতি
সবা এতং মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণঃ ইতি-
রাম ইতি চ।

অত্র শ্লোক ভবতি।

মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তি বেদ্যো নামান্যষ্টাবষ্টচ শোভনানি।
তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতি তরন্তি নান্যে।
য ইমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি স পূতো ভবতীতি।

তথাহি রাধাতন্ত্রে ত্রিপুরা-বাসুদেব-সম্বাদে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেবং কলানামামৃতং সদা।
শৃণুচ্ছন্দং সূতশ্রেষ্ঠ হরিনাম্নস্তু চৈবহি ॥

ছন্দোহি পরমং গুহ্যং মহৎপদমনব্যয়ম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম তপোধন ॥
অস্য শ্রীহরিনামমন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
ত্রিপুরা দেবতা মতা মহাবিদ্যা সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে।

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄণ্ পুনাতি চ ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুন বিশেষ প্রমাণ।
দ্বৈপায়ন কৈলা সংখ্যা জপের বিধান ॥
ক্রতুমুনি হৈতে বৃষভানু মহারাজ।
ষোল নাম পাঞা জপি সাধিলেন কাজ ॥
সে সব প্রসঙ্গ কহি শুন সর্ব্বজন।
যাহা হইতে হয় চিত্ত-সন্দেহ মোচন ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৬ষ্ঠ অঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ—

যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং।
মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদনে বিভো ॥

তথাহি রাধাতন্ত্রে।

অস্য শ্রীহরিনামমন্ত্রস্য বাসুদেবঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
ত্রিপুরা দেবতা মতা মহাবিদ্যা সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ ॥
কিছু আগে মন্ত্র শ্লোক হইয়াছে বর্ণন।
তেঞি পুন এথা আর না কৈলুঁ সূচন ॥
"কলি সন্তরণ" উপনিষদে যা কয়।
তাতে ইথে এক নহে জানিবে নিশ্চয় ॥

পর্য্যায় বিভিন্ন হেতু সে হয় স্বতন্ত্র।
একই দেবতার যেন নানাবিধ মন্ত্র ॥
তারক ব্রহ্ম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
কলি-কলুষ-নাশক সর্ব্বশক্তিধর ॥
এতেক মহিমা জানি গৌর গুণধাম।
"মহামন্ত্র" আখ্যা দিলা এই হরিনাম ॥
সর্ব্ব মন্ত্র হইতে হয় কৃষ্ণ-মন্ত্র শ্রেষ্ঠ।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র" কলিতে গরিষ্ঠ ॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা বৈষ্ণব সকলে।
সংখ্যা করি এই নাম জপে সর্ব্বকালে ॥
সর্ব্বত্র সাধকে জপে মন্ত্র সমুদয়।
সংখ্যাশূন্য হৈলে তাহা নিষ্ফল নিশ্চয় ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে।

অসংখ্যাতঞ্চ যৎ জপ্তং যৎ জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতং।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যৎ জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
পাপ কলি ভয়ে ভীত দেখি সর্ব্বজনে।
হরিনাম মন্ত্র প্রভু দিলা যে আপনে ॥
জপের নির্ব্বন্ধ করি তাহা শিখাইলা।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন লাগি আন বিধি দিলা ॥
ভক্তগণ প্রতি কহে শ্রীশচীনন্দন।
কর সবে নৃত্য গীত বাদ্য সঙ্কীর্ত্তন ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু গীত প্রচারিল।
ষোল নাম জপিবারে গ্রন্থি করাইল ॥

নির্ব্বন্ধ লাগিয়া করি সংখ্যার রক্ষণ।
অন্য বিধি ছাড়ি তবে জপে ভক্তগণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যশতকে।

বিষণ্ণচিত্তান্ কলিপাপভীতান্।
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনামমন্ত্রং॥
স্বয়ং দদৌ, ভক্তজনান্ সমাদিশেৎ
কুরুষ্ব সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যবাদ্যান্॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

জপন্তি হরিনামানি চৈতন্যাজ্ঞানুরূপতঃ।
ভজন্তি বৈষ্ণবান্ যে তু তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্॥

তথাহি হরিনামতন্ত্রে।

হরেকৃষ্ণমহামন্ত্রং নরো জপতি নিত্যশঃ।
গোলোকভুবনং গত্বা কৃষ্ণপার্ষদতাং লভেৎ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

তথাহি শ্রীসনাতনগোস্বামিবাক্যম্।

"জাপ্যং ভগবতো মন্ত্রঃ নাম বা।"

তথাহি প্রেমবিলাসে।

"যার কৃষ্ণে রতি সেই লউক হরিনাম।
সংখ্যা করি নাম লৈলে পুরে মনস্কাম॥"
মন্ত্র যেই, জপ্য সেই, জপে সংখ্যা মানি।
এ তিনে সম্বন্ধ এক, ভেদ নাহি গণি॥

গুরুপদাশ্রয় কালে কৃষ্ণ দীক্ষা আগে।
এই মহামন্ত্র দীক্ষা লয় মহাভাগে॥
দীক্ষার তাৎপর্য্য অর্থ গুরু-উপদেশ।
সঙ্ক্ষেপানুষ্ঠান এক, দ্বিতীয়ে বিশেষ॥

তথাহি সঙ্ক্ষিপ্তদীক্ষাপ্রকরণে।

"মন্ত্রমাত্র প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥"
গুরু উপদেশ গম্য মহামন্ত্র হয়।
ইথে তায় দীক্ষাপেক্ষা বৈষ্ণবে মানয়॥
মহামন্ত্র উপদেশি গৌর গুণধাম।
জগ ভরি হৈল তান জগদ্‌গুরু নাম॥
বেশ্যারে উদ্ধার যবে হরিদাস কৈলা।
এই দীক্ষা করিয়াছি তেহোঁ সে কহিলা॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম আদি যত জন।
পুন তা সবার শিষ্য যত যত হন॥
বীর হাম্বির, চাঁদরায়, গোবিন্দ কবিরাজ।
ইত্যাদি সকলের হৈল হেন দীক্ষা কাজ॥
আনের কা কথা বৃষভানু নৃপমণি।
শতবর্ষী তপ তার ব্যর্থ সবে জানি॥
তবে দৈববাণী এক করিয়া শ্রবণ।
ক্রতু পাশে যাঞা কৈল হরিনাম গ্রহণ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ; শ্রীদেব্যুবাচ।

হরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানুকীর্ত্তনং॥

গৃহাণ হরিনামানি যথাক্রমমনিন্দিত।
পুলিনে বিরজা নদ্যা পুণ্যে দেবর্ষি সেবিতে॥
ক্রতুর্নাম মুনিঃ শ্রীমাং স্তপ্যতে তপতাম্বরঃ।
তত্র গত্বা মহাবাহো হরিনামানি সংশৃণু॥

পুনশ্চ জ্ঞানামৃতসারে।

শিষ্যস্যোদঙ্মুখস্থস্য হরের্নামানি ষোড়শ।
সংশ্রাব্যৈব ততো দদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলক্যমঙ্গলম্॥
বেদ পুরাণ তন্ত্র আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
গুরুদত্ত ষোল নাম জপ্য মন্ত্র হয়॥
এত জানি এই মহা মন্ত্র জপিবারে।
আজ্ঞা কৈলা গৌরহরি ভকত সবারে॥
অন্য দূরে রহু স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর।
নাম সংখ্যা লাগি হৈলা কটিসূত্রধর॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম সবে শিখাইল।
ক্রমে মহামন্ত্র "সংখ্যা নামে" খ্যাত হৈল॥
সম্প্রদায়ে প্রভু সহ পারিষদগণ।
পরবর্ত্তি কালে আর যত মহাজন॥
তেহুঁ সবা জপে গীতে যেবা আচরিল।
নিজ নিজ কৃত কৃত্য যেমতি করিল॥
একে একে সেই সব করিব বর্ণন।
যাহার শ্রবণে নাশে অবিদ্যা বন্ধন॥
আগে কহি প্রভু আজ্ঞা যেন মত হয়ে।
তাহা মানি পুনঃ সবে যেবা প্রচারয়ে॥
সেই আজ্ঞা বাক্য আর অনুষ্ঠান মূলে।
সঙ্কীর্ত্তন রীতি নীতি বুঝহ সকলে॥

অথ মহামন্ত্র জপে শ্রীমুখ-আজ্ঞা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২৩শঃ অঃ।

আপনি সবারে প্রভু করে উপদেশে।
হরিনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ (১)
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ (২)

পুনশ্চ তত্রৈব।

প্রভুমুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥

---

(১) নির্ব্বন্ধ অর্থ নিয়ম, আগ্রহ, ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(২) "বিধি নাহি আর" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এই যে— নির্ব্বন্ধ করিয়া (নিয়ম সংখ্যায়) জপই মহামন্ত্র যাজনের একমাত্র বিধি। তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বিধি (হরিভক্তিবিলাসের ১৭শ বিলাস বর্ণিত জপ্য বিধি) ইহাতে নাই। অন্য অর্থ করিলে পূর্ব্বাপর বাক্যে বিরোধ ঘটে। যেহেতু নির্ব্বন্ধ করিয়া জপের বিধি পূর্ব্ব পয়ারেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর এই মহামন্ত্র জপে অন্যান্য মন্ত্রজপবৎ কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকালাদি বিচারেরও প্রয়োজন নাই। তজ্জন্যই সর্ব্বক্ষণ বলিবার আদেশ রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গীত বাদ্যাদি যোগে সর্ব্বপ্রকারে বলিবার আদেশ পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ প্রভু আজ্ঞামূলে সকলেই এই মহামন্ত্র একমাত্র জপই করিয়াছিলেন, গীত কখনও করেন নাই।

নিরবধি সবাই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান ॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৫মঃ অঃ।

প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত ১১শঃ পঃ।

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥
লোক নিস্তারিতে তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর সত্য নিবেদন ॥

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ১২শঃ তঃ।

সবা প্রতি করি প্রভু করুণা অশেষ।
হরিনাম মহামন্ত্র করে উপদেশ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
পুনঃ প্রভু কহে ভাই নির্ব্বন্ধ করিয়া।
হরিনাম জপ সবে কর ঘরে গিয়া ॥
হইবে সকল সিদ্ধি মন্ত্রের প্রভাবে।
পাইবা পরমানন্দ এই মন্ত্র জাপে ॥
পুনঃ দন্তে তৃণ ধরি কহে সবা প্রতি।
করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন দিবারাতি ॥

ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সবে পাই।
প্রণমিয়া মন্ত্র জপ করে ঘরে যাই ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ডে।

হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সবাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গত আর সজ্জন দুর্জ্জন ॥
সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি।
অনায়াসে সর্ব্ব লোক যাউক ভব তরি ॥

তথাহি প্রেমবিলাসে ১৭শঃ বিঃ।

গৌরাঙ্গ শ্রীমুখে আজ্ঞা করিল বৈষ্ণবে।
লক্ষ নাম সংখ্যা করি অবশ্য করিবে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব ১৯শঃ বিঃ।

সেই দিন শ্রীচৈতন্য নিজ হরিনামে।
উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ কৈলা ভক্তগণে ॥
সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব।
কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব ॥
নাম শুনিয়া তার প্রেমোদয় হৈল।
চৈতন্য-চরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল ॥
শ্রীচৈতন্য প্রভু তারে অনুগ্রহ করি।
চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরি ॥
মাধব নামের রীতি প্রভুরে পুছিল।
সংখ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা দিল ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

নাম কল্পবৃক্ষ হন এই ত নিশ্চয়।
সংখ্যা করি নাম লৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

অথ নরোত্তম ঠাকুর প্রতি লোকনাথ গোস্বামীর আজ্ঞা

তথাহি প্রেমবিলাসে।

যে বৈষ্ণব হইবে লইবে হরিনাম।
সংখ্যা করি লৈলে কৃপা করেন গৌর ধাম॥

অথ শিষ্যগণ প্রতি পুনঃ নরোত্তম ঠাকুরের আজ্ঞা

তথাহি প্রেমবিলাসে।

"অধন্য মানয়ে নরোত্তম আপনাকে।
শুন শিষ্য বন্ধুগণ কহিয়ে তোমাকে॥
প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ্য যার।
সে লইবে লক্ষ নাম সংখ্যা আপনার॥"

প্রভু আজ্ঞা অনুরূপে গোস্বামী বৈষ্ণব।
নিজ নিজ শিষ্যে শিখাইল কৃত্য সব॥
যেন আজ্ঞা তেন কৃত্য কহে মহাজনে।
পৃথক পৃথক রূপে গ্রন্থের বর্ণনে॥
সর্ব্বত্রয়ে ষোল নাম জপের নির্দ্দেশ।
গৌড়ীয়া-আচারে পুনঃ জানি সবিশেষ॥

সেই সব আচরণ কহিব এখন।
যাহা শুনি দাঢ্য হয় সাধকের মন॥
'সংখ্যা', 'জপ', 'গণনা'দি শব্দ নির্দ্দেশিয়া।
গ্রন্থে সবে গ্রন্থকর্ত্তা কহে বিবরিয়া॥
জপ্য মহামন্ত্র জাপ কৈল ভক্তগণে।
হয় নয় সত্য মিথ্যা দেখ পরমাণে॥

আদৌ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি স্তবমালা গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্যম্।

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা।
কৃতগ্রন্থি-শ্রেণী-সুভগ-কটিসুত্রোজ্জ্বলকরঃ॥
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ।
সচৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

তথাহি সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে পুনঃ সংক্ষিপ্ত বাক্যম্।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

তথাহি স্তবাবলীগ্রন্থে শ্রীদাস-গোস্বামি-বাক্যম্।

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্।
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়তো ভোঃ॥
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে। ১৬শঃ শ্লোঃ।

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ।
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল হরে কৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ৫মঃ অঃ।

জয় নবদ্বীপ নবপ্রদীপপ্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনাম সংখ্যা জপসূত্রধারী চৈতন্যচন্দ্র ভগবন্ মুরারি ॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৮মঃ অঃ।

সংখ্যানাম লৈতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥
তুলসীরে দেখেন জপেন সংখ্যানাম।
এই ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসীরে লঞা ॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করান শিক্ষা।
তাহা যেই মানে সেই জনে পায় রক্ষা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৭মঃ পঃ।

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৭মঃ পঃ।

প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারি ॥

কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সাখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥

পুনশ্চ তত্রৈব আদি ৭মঃ পঃ।

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥ ৬৯
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥ ৭০
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হইবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ ৭১
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥ ৭২
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ ৭৩

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥ ৭৪
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত॥ ৭৫
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥ ৭৬
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে॥ ৭৭

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৭৯
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০

অথ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ৪র্থ তঃ।

হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সেই তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয় ॥

তথাহি প্রেমবিলাসে ৪র্থঃ বিঃ।

ঈশ্বরীর নামগ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব ॥
নবীন মৃৎভাজন আনে দুই পাশে ধরি।
এক শূন্যপাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি ॥
একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর ॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান ॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥

তথাহি অনুরাগবল্লীতে ২য় মঃ।

পিড়াতে বসিয়া করেন হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখে নিজ স্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটি তণ্ডুল।
রাখয়ে শড়াতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল যেবা শড়াতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালেগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥

অথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ১৪শঃ অঃ।

তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোঁফা হৈল তার যেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১০মঃ পঃ।

হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৭মঃ পঃ।

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তেঁহো তিন লক্ষ নাম॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৩য়ঃ পঃ।

নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

সংখ্যা নাম কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ১১শঃ পঃ।

দেখে হরিদাস করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন॥
গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন॥
সংখ্যা কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেখিব॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়।
তেঁহো কহে সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন না পূরয়॥

তথাহি প্রেমবিলাসে ২৪শঃ বিঃ।

অদ্বৈতের স্থানের তেঁহো হইলা দীক্ষিতি।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিন রাতি ॥
লক্ষ হরিনাম মনে লক্ষ কানে শুনে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে ॥

অথ ষড় গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত ষড়গোস্বাম্যষ্টকে।

সংখ্যাপূর্ব্বকনামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ।
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ ॥
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ।
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি প্রেমবিলাসে ১০মঃ বিঃ।

কর যুগে হরিনাম লয় দুই ভাই।
মধ্যে মধ্যে ডাকে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥

পুনশ্চ তত্রৈব ১৭শঃ বিঃ।

শ্রীরূপ করিলা ব্রজ বিলাস বর্ণন।
তথাপিহ লক্ষ নাম করি তা গ্রহণ ॥

পুনশ্চ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১০মঃ পঃ।

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়েন লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥

তথাহি প্রেমবিলাসে ১৭শঃ বিঃ।

দাস গোসাঞির আছে লক্ষ প্রমাণ।
এইমতে সর্ব্বভক্তে করে হরিনাম॥

অথ বাণীনাথের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত ৯মঃ পঃ।

এথা প্রভু সেই মানুষেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে যবে বান্ধিয়া আনিল॥
সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় হরিনাম।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহে অবিরাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লিখে।
সহস্র পূর্ণ হৈলে অঙ্গে রেখা কাটে॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের কৃপাছন্দ॥

অথ মাধবাচার্য্যের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি প্রেমবিলাসে ১৯শঃ বিঃ।

সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে।
সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিয়োগে॥

অথ জগাই মাধাইয়ের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি চৈতন্যভাগবতে মধ্য ১৫শঃ অঃ।

জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে ॥

তথাহি প্রার্থনা-পদে।

জগাই মাধাই, তারা দুই ভাই,
বড়ই পাতকী ছিল।
জপি হরিনাম, পাই মহাজ্ঞান,
মহাভাগবত হৈল ॥

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ১২শঃ তঃ।

রজনী প্রভাতে দোঁহে করি গঙ্গাস্নান।
নির্জ্জনে লয়েন দুই লক্ষ হরিনাম ॥

অথ দস্যুবৃত্তিত্যাগী বৈষ্ণবগণের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত ৫মঃ অঃ।

ডাকাচুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবেই হইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবেই হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ ॥

অথ বেশ্যাবৃত্তিত্যাগিনী বৈষ্ণবীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত ৩য়ঃ পঃ

মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

ক্বচিৎ পাঠান্তর যথা।

রাত্রি দিবসে নাম তিন লক্ষ জপে।
তুলসী সেবন করে তুলসী সমীপে॥

অথ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি প্রেমবিলাসে ১১শঃ বিঃ।

হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল।
তদবধি যে সাধন রাত্রি দিনে কৈল॥
দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

নরোত্তম লক্ষ নাম লয় সংখ্যা করি।
নাম লৈল গৌরাঙ্গের সর্ব্বশক্তি ধরি॥

পুনশ্চ তত্রৈব ১৭শঃ বিঃ।

যখন অবসর তখন লয়েন হরিনাম।
এই মত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ॥

অথ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি কর্ণানন্দে ১মঃ নিঃ।

সংখ্যা করি হরিনাম লয় প্রহরেক।
গ্রন্থ দরশনে আর যায় প্রহরেক॥

অথ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি শ্যামানন্দপ্রকাশে ২য়ঃ দঃ।

লক্ষ নাম রাত্রি দিনে করয়ে সাধন।
গোবিন্দ দর্শনে আর সাধু দরশন॥

অথ রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি প্রেমবিলাসে ১৯শঃ বিঃ।

শুনিয়া আদেশ বাণী গোস্বামী দ্বয়।
হরিনাম মহামন্ত্র তার কর্ণে কয়॥
সংখ্যা করি হরিনাম তুমি তবে লবে।
নরোত্তম স্থানে তুমি কৃষ্ণ দীক্ষা পাবে॥

অথ শ্রীচৈতন্যদাসের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি প্রেমবিলাসে ২০শঃ বিঃ।

আর এক শাখা যবন দস্যু সেরখাঁ নাম যার।
শ্রীচৈতন্য দাস নাম এবে হৈল তার॥
বিষয় ছাড়িয়া হৈল পরম বৈষ্ণব।
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত সদা এই রব॥
সংকীর্ত্তনে নাচে কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
সংখ্যা করি হরিনাম লয় সর্ব্বদায়॥

অথ রাজা বীর হাম্বিরের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ৯মঃ তঃ।

পূর্ব্বে কহিলেন যাহা তাহা সুচাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল হর্ষ হঞা॥
শ্রীকাম গায়ত্রী অর্থ যত্নে শুনাইলা।
হরিনাম জপের নির্ব্বন্ধ করাইলা॥

অথ আচার্য্য শিষ্যগণের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি কর্ণানন্দে ১মঃ নিঃ।

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা গুণ কি করিব লেখা॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম।
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম॥
প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষ নাম জপ তুমি করিবা নিয়ম॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ।
একেক লক্ষ হরিনাম করেন গ্রহণ॥
দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি।
কেশে ডোরে চালে বাঁধি লয় নাম হাসি॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

গোবিন্দের ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা॥
লক্ষ হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ।
এই মতে রহে তিহো সুখাবিষ্ট মন॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

কর্ণপুর কবিরাজ করয়ে ভজন।
লক্ষ হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস।
সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তার যত শিষ্যগণ কহিব কতক॥

লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা শুনে আস্বাদিয়া॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

তবে প্রভু কৃপা কৈল নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগ মাঝে॥
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস।
সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয়॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

তার পরে কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তি।
পদাশ্রয় পাইয়া যেহো হৈলা কৃতকীর্ত্তি॥
লক্ষ হরিনাম লয় নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তেঁহো সংসারে উদাস॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

তবে ত করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি।
পদাশ্রয় পাইয়া যেঁহো হইলা সুকৃতি॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম করি করেন ভোজন॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

প্রেমি হরিদাস আর মুক্তারাম দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তরে উল্লাস॥
সবে মিলি একত্রেতে করেন ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥

অথ শিলাপিল্লা সেবি কন্যাদ্বয়ের মহামন্ত্র যাজন।

তথাহি ভক্তমালে ১৪শঃ মাঃ।

এত কহি সেই দুই শিলা পুত্র দিলা।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা॥
দুইজন দুই শিলা লইয়া সেবয়।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥

তথাহি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়ে।

মহাজনের যেই পথ,   তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

সঙ্কীর্ত্তন শিক্ষা লাগি গৌর অবতার।
জপ গীত ভেদে তাহা করিলা প্রচার॥
দুহুঁ অনুষ্ঠান যদি মহামন্ত্রে হৈত।
তবে আর ভিন্ন শিক্ষা প্রভু নাহি দিত॥
"হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি গীতাবলী লঞা।
গাইত না গাওয়াইত না সম্প্রদা ভরিয়া॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম যেবা শিক্ষা দিলা।
সেইমত পূর্ব্বাপর সকলে করিলা॥
"শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজদোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইমত বোলে।
এত জানি কৃত্যাকৃত্য জানহ সকলে॥
"মধ্যস্থ ভাগবতপুরাণ" এই বাক্য সার।
তাহা ছাড়া যত যুক্তি সকলই অসার॥
মহামন্ত্র জপ্য, এই কহে পরমাণে।
তেঞি কেহো না গাইলা সঙ্কীর্ত্তন গানে॥
বেপন্থির লিপি বাক্য কভু গ্রাহ্য নয়।
তার মত লয় যেই তার ধর্ম্ম ক্ষয়॥
মহাজন পন্থা মানি করিলে সাধন।
অবশ্য মিলিবে তাতে চৈতন্য চরণ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে।

জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ।
আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিতনিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ॥

পুনশ্চ এতট্টীকায়াং সনাতন গোস্বামি বাক্যম্।

শাস্ত্রেণ বিহিতং যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ। আদিশব্দেন নিজ-সম্প্রদায়াচারাতি ক্রমাদয়ঃ।

পুনশ্চ ভারত সংহিতায়াং।

অশাস্ত্রীয়োপদেশঞ্চ যো গৃহ্লাতি দদাতি চ।
আত্মদ্রোহী ভবেদ্বিসরসর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

এই ত কহিলুঁ মহামন্ত্রের যাজন।
যেন মতে আচরিলা পূর্ব্ব মহাজন॥
যতেক লিখায় পহুঁ ততেক যে লিখি।
তান কৃপা শক্তিবলে শাস্ত্রে যেবা দেখি॥
বৈষ্ণব চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কোন অপরাধ নহুক আমার॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম সদা করি আশ।
সঙ্কীর্ত্তন রীতি কহে নন্দকুমার দাস॥

অথ পড়ুয়াগণ সঙ্গে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ১মঃ অঃ।

শিষ্যগণ বলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনি শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কেদার-রাগঃ

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

পুনশ্চ ভক্তিরত্নাকরে ১২শঃ তঃ।

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই স্থানে।
করয়ে নর্ত্তন প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে ঘিরিয়া শিষ্যগণ।
"গোপাল গোবিন্দ" বলি করয়ে কীর্ত্তন॥

অথ ব্যাস পূজায় নাম সঙ্কীর্ত্তন

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যে ২য়ঃ অঃ।

আসিয়া মিলিল সব ভাগবতগণ।
নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিছে কীর্ত্তন॥

অথ শ্রীবাসালয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তন

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যে ৮মঃ অঃ।

জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি গায় সবে হই কুতূহলী॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত জীবন॥

ভাটিয়ারী-রাগঃ

চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে॥
হরিও রাম॥ ধ্রুঃ॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্যে ১৬শঃ অঃ।

হরিবোল বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চৌদিকে বেড়িয়া সব গায় অনুচর॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
অহর্নিশি গায় সবে হই কুতূহলী॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্য ২৩শঃ অঃ।

নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্যবন্তবর্গ সাথ॥
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
সবে মিলি গায় হই মহা কুতূহলী॥

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ১২শঃ তঃ।

ওহে শ্রীনিবাস গণসহ এইখানে।
মহাপ্রভু মত্ত হৈয়া নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥

(গীত যথা ধানশী)

চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পঁহু হাসে।

পুনশ্চ বৈষ্ণবাচারদর্পণে।

শ্রীবাস অঙ্গনে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
চতুর্দিকে মণ্ডলী করিয়া ভক্তগণ॥
মধ্যে নাচে গৌরচন্দ্র গদাধর সঙ্গে।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য কৃত রঙ্গে॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
নামাবলী গায় সবে দিয়া করতালী॥

অথ শ্রীহরিবাসরে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ৮মঃ অঃ।

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
উষাকাল হৈতে কীর্ত্তন করে বিশ্বম্ভর।
যূথে যূথে হৈল যত গায়ক সুন্দর॥

অথ প্রভুর লক্ষ্মীভাব নর্ত্তনে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ১৮শঃ অঃ।

কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিল মুকুন্দ।
রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥

অথ কাজী দলনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২৩শঃ অঃ।

নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি ঠাঁঞি ঠাঁঞি নাচয়ে সকল॥
হরিও রাম রাম হরিও রাম রাম।
হরি বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান॥
ঠাঁঞি ঠাঁঞি এইমত মিলি দশে পাঁচে।
কেহো গায় কেহো বায় কেহো মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সবে নবদ্বীপ যায়॥

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশে পাঁচে গায় কাহা দিয়া করতালি ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর ॥

অথ পদ

"তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে।
সারঙ্গ ধর তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে ॥ ধ্রুঃ ॥"

পুনশ্চ তত্রৈব।

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রামকৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নাগরিয়া।
মহানন্দে হরি বলে যায়েন নাচিয়া ॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
গায় সব নাগরিয়া দিয়া করতালী ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

নাচে সব নাগরিয়া দিয়া করতালি।
হরি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥

অথ নবদ্বীপবাসীগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১৭শঃ পঃ।

নাগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২৩শঃ অঃ।

সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি ॥
এইমত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
পরম আহ্লাদে সব নাগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে রাম নারায়ণ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ হৃদয়ে ॥
হরিও রাম রাম হরিও রাম রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥

অথ সর্ব্ব কর্ম্মে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২৫শঃ অঃ।

স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ থোর।
আলগোছা দিয়া বিপ্র কৈলা করজোড় ॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী ॥

অথ প্রভুর সন্ন্যাসকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩প্রঃ ২য় স্বঃ।

নত্বা গুরোঃ পাদযুগং নিবাসং
তস্মিন্ সচক্রে করুণাম্বুধির্হরিঃ।
শ্রীরাম-নারায়ণ-নাম-মঙ্গলং
গায়ন্ গুণান্ প্রেম-বিভিন্নধৈর্য্যৈঃ ॥ ৫

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

অথ প্রভু রাঢ়দেশ ভ্রমণে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩প্রঃ ৩য়ঃ স্বঃ।

মত্তকরীন্দ্রবৎ ক্বাপি তেজসা ববৃধে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ॥ ৫

অথ প্রভু শান্তিপুর আগমনে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ১মঃ অঃ।

স্বপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী ভিতর ॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৩য়ঃ পঃ।

“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥”
এই ধুয়া গাইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক গদ্‌গদ্ বচন ॥

অথ প্রভুর নীলাচল গমনে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩প্রঃ ৫মঃ স্বঃ।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্॥
এবং কলপদং গায়ন্ হসংস্তত্ত্ব বিদাম্বরঃ।
ইমান্ শিক্ষয়ল্লোকান্ লোকানাং পালকোঽব্যয়ঃ॥ ৬

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্য খণ্ড।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥
এই শ্লোক সুমধুর স্বরে গায় পহুঁ।
প্রেমানন্দে গদ্‌গদ্ বলে লহু লহু॥

অথ প্রভুর ভুবনেশ্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ২য়ঃ অঃ।

শিবরাম গোবিন্দ বলিয়া গৌর রায়।
হাততালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজদোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

পুনশ্চ মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩য়ঃ প্রঃ ৮মঃ স্বঃ।

শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব।

ইত্যাদিনামামৃত-পান-মত্ত-
ভৃঙ্গাধিপায়াখিলদুঃখহন্ত্রেঃ ॥ ১৮

অথ আলালনাথে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩প্রঃ ১৪শঃ স্বঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি উবাচোচ্চৈর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ।
ক্ষণং বিলুঠতি ভূমৌ ক্ষণং মূর্চ্ছতি জল্পতি ॥ ১৬
ক্ষণং গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ রামেতি নামভিঃ।
মহাপ্রেমাপ্লুতং গাত্রমালালনাথ-দর্শনে ॥ ১৭

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৭মঃ পঃ।

কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী, বৃদ্ধ, বাল ॥

অথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩প্রঃ ১৪শঃ স্বঃ।

প্রচলন্ দাক্ষিণং দেশমুবাচ ইতি নৃত্যতি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥ ২৩
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥ ২৪

পুনশ্চ তত্রৈব ৩প্রঃ ১৫শঃ স্বঃ।

শ্রীরাম গোবিন্দ কৃষ্ণেতি গায়-
ন্নুত্তীর্য্য গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ।
বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহৎ
শ্রীরাম-সীতা-স্মরণাতি-বিহ্বলঃ ॥ ৬

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥
সংকীর্ত্তয়ন্নিত্থমমন্দমুচ্চৈঃ পথি প্রকামং পুলকাচিতাঙ্গঃ।
আর্ত্তস্বরং কুত্র চ বীক্ষ্য ভীমং বলং পরেশঃ পরিরোদিতি স্ম॥

পুনশ্চ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৭ম অঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহি নঃ॥

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৭মঃ পঃ।

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে করি যায় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্য ৯মঃ পঃ।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্॥
এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গায় যাই তাহা কৈলা স্নান॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্য ৯ম পঃ।

প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি॥

তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥
গুরু কর্ণে কহে, কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥

অথ জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি মুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩ প্রঃ ১৬ শঃ স্বঃ।

ততঃ পরং কৃষ্ণ-রসাতি-মত্তঃ
সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম জপন্ শুভাক্ষরম্॥
শ্রীরাম গোবিন্দ হরে মুরারে
জনার্দ্দন শ্রীধর বাসুদেব॥ ৩
স্বভক্ত-রক্ষাকর রাঘবেন্দ্র
সীতাপতে লক্ষ্মণপ্রাণনাথ।
সুগ্রীব-হৃদ্ বালিবধাতিদুঃখিত
মরুৎসুতানন্দদ রাবণারে॥ ৪
ইত্যাদি নামামৃতপানমত্তঃ
শ্রীসেতুবন্ধং পরিব্রজ্য সত্বরম্।

অথ রথাগ্রে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৩শঃ পঃ।

সাত ঠাঁঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ গগ জজ গগ গদ্গদ্ বচন॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

"সেই ত পরাণ নাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ ধ্রুঃ ॥"
এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥

অথ রামকেলী গমনে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ৪র্থ অঃ।

বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুক ॥

অথ প্রভুর কাশী বাসে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২৫শঃ পঃ

শেখর পরমানন্দ তপন সনাতন।
চারি জনে মিলি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

অথ প্রভুর শেষ লীলায় কৃত সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২য় পঃ।

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রদিনে,
গায়, শুনে, পরম আনন্দ ॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ১০মঃ পঃ।

উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥

তথাহি পদম্।

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ॥ ধ্রুঃ॥"

পুনশ্চ পাঠান্তর যথা।

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই।
মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাঞি॥"

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ১৫শঃ পঃ

শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা॥

তথাহি পদম্।

"রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসম্॥"

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ১৮শঃ পঃ।

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥

অথ শ্রীজীব গোস্বামী আদেশে বৃন্দাবনে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্যামানন্দ প্রকাশে ৩য়ঃ দঃ।

"শ্রীজীব দেখিয়া সবায় প্রবোধ করিলা।
প্রবোধ বচনে জীব কহিতে লাগিলা॥
কহিলেন সবে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
এখনি আসিবে শ্যামানন্দের জীবন॥
তবে সবে মিলি গায় কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
গোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমলনয়ন॥"

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

অতঃ কলৌ তপো যোগবিদ্যা যজ্ঞাদিকা ক্রিয়া।
সাঙ্গা ভবতি ন কৃতাঃ কুশলৈর্বাপি দেহিভিঃ॥
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব॥

প্রভু উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-দিশা দেখাইলা।
তবে ত কীর্ত্তন মর্ম্ম সকলে বুঝিলা॥
ভাগবত পুরাণে যেবা কহয়ে বচন।
সেই দৃষ্টে প্রভু আজ্ঞা, তেমতি কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১। ২য়ঃ অঃ

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥ ৩৮

এতট্টীকায়াং শ্রীজীব-গোস্বামি-বাক্যম্

স্বপ্রিয়ানি তন্নাম স্বসংখ্যেষু মধ্যে যানি স্ববাসনাপোষকানি তেষাং।

পুনশ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে-
র্যদ্‌যচ্চৈতদ্ গেয় পীযূষপুষ্টম্।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥

পুনশ্চ হরিভক্তিবিলাসে ১১শঃ বিঃ।

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥

এতট্টীকায়াং শ্রীসনাতন-গোস্বামি-বাক্যম্ ॥

"অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম।"

"স্বপ্রিয়" শব্দেতে কহে প্রিয় আপনার।
তাতে ভক্তগণ পাইল স্বেচ্ছা অধিকার ॥
যার যেবা অভিরুচি, সেই তাহা গায়।
প্রভু আজ্ঞা, শাস্ত্র আজ্ঞা, মানি সর্ব্বথায় ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, অনন্ত ভকত।
ক্রমে বহু নাম গানে ব্যাপিল জগত ॥
গুরু উপদিষ্ট মন্ত্র মাত্র তেয়াগিয়া।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ॥
নিজ নিজ প্রিয় নাম ভক্ত সবে গাইল।
ইথে "গৌর" "কৃষ্ণ" দুহুঁ নামে গীত হৈল ॥
গৌর, কৃষ্ণ, ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণে।
এতেকে কীর্ত্তন কৈল পূর্ব্ব মহাজনে ॥
এবে সঙ্কীর্ত্তনে শুনি "নিতাই" "গৌর" নাম।
তর্ক করি কেহ কেহ নিন্দে অবিরাম ॥

কেহ বলে— 'এই নাম আধুনিক হয়।'
কেহ বলে— 'নাম যজ্ঞ ইথে পূর্ণ নয় ॥'
দৈব মায়া বলে জ্ঞান লুপ্ত সে সবার।
তেঞি সে কহয়ে হেন বচন অসার ॥
না দেখিল গ্রন্থ তারা— থাকিতে নয়ন।
না শুনিল কিবা কহে পূর্ব্ব মহাজন ॥
বৃন্দাবন দাস তায় লিখে বিচারিয়া
পাপী ভূতগণ মধ্যে সে সবা গণিয়া ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ১মঃ অঃ।

"সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপি ওসব নাহি গায় ভূতবৃন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ ॥"
এইমত হয় পুন কবিরাজ বাণী।
"চৈতন্য না মানে যেই দৈত্য তারে জানি ॥
চৈতন্য বিমুখ জনে হেন নির্দ্দেশিয়া।
চৈতন্য ভজিতে তবে কহে হৃষ্ট হঞা ॥
চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার।
গ্রন্থ বাঢ়ে ভয়ে হেথা কহি মাত্র সার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৮মঃ পঃ।

"কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥

অদ্যাপিহ দেখ— চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
"কৃষ্ণ" বলিলে, অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার॥"
এত সব জানি, যত চৈতন্যের ভক্ত।
নিতাই চৈতন্য ভজে হঞা অনুরক্ত॥
কলিকালে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধন।
অতএব সিদ্ধ হৈল চৈতন্য কীর্ত্তন॥
সে লাগি কহয়ে— "বীরভদ্র গোসাঞি হৈতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥"
আদি একাদশে হয় এমত লিখন।
যথা নিত্যানন্দ স্কন্দ শাখার বর্ণন॥
অহো! কিবা কর্ম্মফলে জীবের দুর্ম্মতি।
তেঞি সে না মানে এবে চৈতন্যের গীতি॥
চৈতন্য কীর্ত্তন কৈল শান্তিপুর নাথ।
প্রেমোন্মত্ত হঞা, গৌরভক্তবর্গ সাথ॥
চৈতন্য কীর্ত্তন কৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
সঙ্গে লঞা শ্রীবাসাদি পারিষদ্ বৃন্দ॥
বৈষ্ণব সকলে গাই নিতাই চৈতন্য।

অদ্যাপিহ দেখ— চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
"কৃষ্ণ" বলিলে, অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার॥"
এত সব জানি, যত চৈতন্যের ভক্ত।
নিতাই চৈতন্য ভজে হঞা অনুরক্ত॥
কলিকালে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধন।
অতএব সিদ্ধ হৈল চৈতন্য কীর্ত্তন॥
সে লাগি কহয়ে— "বীরভদ্র গোসাঞি হৈতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥"
আদি একাদশে হয় এমত লিখন।
যথা নিত্যানন্দ স্কন্দ শাখার বর্ণন॥
অহো! কিবা কর্ম্মফলে জীবের দুর্ম্মতি।
তেঞি সে না মানে এবে চৈতন্যের গীতি॥
চৈতন্য কীর্ত্তন কৈল শান্তিপুর নাথ।
প্রেমোন্মত্ত হঞা, গৌরভক্তবর্গ সাথ॥
চৈতন্য কীর্ত্তন কৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
সঙ্গে লঞা শ্রীবাসাদি পারিষদ্ বৃন্দ॥
বৈষ্ণব সকলে গাই নিতাই চৈতন্য।

কৃতকৃত্য হই মানে, আপনাকে ধন্য ॥
এত সব দেখি শুনি শিক্ষা নহে যার।
গৌড়ীয়া সম্বন্ধ রাখি কিবা ফল তার ॥
হেন অভাগিয়া মতি শোধনের তরে।
কহি কিছু যেবা হয় গ্রন্থের মাঝারে ॥

অথ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন প্রচার।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ৫মঃ পঃ।

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য অবতার ॥

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১মঃ পঃ।

চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লহ চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥
এইমত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল ॥

অথ নীলাচলগামী গৌড়ীয়াগণের চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ১৪শঃ স্বঃ।

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণ-প্রেম-বিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি-কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ ॥
কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেঽথ বিশ্রামং পথি কৃত্যং তথা ততঃ ॥

অথ নীলাচলে চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত ৭মঃ অঃ।

নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব অন্ত ৯মঃ অঃ।

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরমানন্দে মত্ত হই অতি ॥
শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥
আজি আর কোন অবতারের গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

আপনি অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম উদ্দাম।
লয়ে সবে চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম ॥

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি চৈতন্যচরণ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চট্টগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ ভক্তিরস কুতূহলী॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসী রূপ ধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ বিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব জগতের উপকারী॥
জয় জয় চৈতন্য শ্রীশচীনন্দন।
এইমত গাই নাচে শত শত জন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২৫শঃ পঃ।

"কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিক বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন হংস চরাহ তাহাতে॥
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি কঁরো নিবেদন॥

চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দোহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য ।
সাধু গুরু প্রসাদে, ইহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
সেই লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্য পানে,
তবু ভক্তের তুর্ব্বল জীবন ।
যার এক বিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥”

এই সব আজ্ঞা বলে গৌর ভক্তগণ ।
গৌর, কৃষ্ণ, সমন্বয়ে করিলা কীর্ত্তন ॥
তাহার দৃষ্টান্ত কহি সঙ্ক্ষেপে যা হয় ।
তেন মতে আন সব জানিবে নিশ্চয় ॥

অথ গৌর, কৃষ্ণ, নামে সমবায় সঙ্কীর্ত্তন

তথাহি পদকল্পতরুতে ৪র্থঃ শাঃ ৩৪শঃ পঃ। (সুরট)

(প্রভু) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর,
শ্রীশচীনন্দন প্রেমসিন্ধু ।
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ, গোপাল নন্দাত্মজ,
প্রেষ্ঠ গোপীজন বন্ধু ॥

পুনশ্চ তত্রৈব। (যথা রাগ)

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরভক্তবৃন্দ॥

পুনশ্চ তত্রৈব। (গৌরী)

রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥ ইত্যাদিনাং

——

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
ইথে হৈল ক্রমে বহু নামের প্রচার।
অদ্যাপিহ নিতাই, গৌর, রাধা, কৃষ্ণ নাম।
সঙ্কীর্ত্তনে গাই সবে পূরে মনস্কাম॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥"
এইমত গায় কেহো পাইয়া উল্লাস।
কেহো পুনঃ গায়, করি সরলে বিন্যাস॥
"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"
এই বলি গায়, নাচে, পরম উদ্দাম॥
দুহুঁ নামে নামী এক, ভেদ কিছু নাই।
তভু কুটিনাটি তুলে কোন কোন ঠাঁঞি॥
চৈতন্যভাগবতে এর দৃষ্টান্ত কহিলা।
"খড় লয় জাঠি লয় পূর্ব্বে যে শুনিলা॥"
সে সব জাঠিয়া ভক্তি নাহি প্রয়োজন।
ভক্তবাঞ্ছা মতে জানি নাম প্রকটন॥
সীতারাম, রামসীতা, ভেদ যেন নাই।
তেন মত নিতাই গৌর, গৌর নিতাই॥

আশ্রয়, বিষয়, তত্ত্বে মগ্ন যার চিত।
নিত্য দীপ্ত রহে তার সম্বন্ধের রীত॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন কৈল "দ্বিজ হরিদাস"।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে "নরোত্তম দাস"॥
"কৃষ্ণদাস" নাম সঙ্কীর্ত্তন গীতি কৈল।
দশাঙ্ক নাম সঙ্কীর্ত্তন পুন কেহ গাইল॥
"পদকল্পতরু" আদি গীতি গ্রন্থ যত।
নাম সঙ্কীর্ত্তন তাহে হয় নানা মত॥
পূর্ব্বাপর আদি করি যত মহাজন।
প্রভু আজ্ঞা মানি সবে কৈলা সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা-বাণী কেহো না লঙ্ঘিল।
মন্ত্র জপি, নাম গাই, দোহে সমাধিল॥
প্রভুর কীর্ত্তন লীলা করহ বিচার।
বিচার করিলে হবে সত্যের নির্দ্ধার॥
নামাচার্য্য হরিদাস, নাম যাঁর প্রাণ।
লীলাচলে তেহুঁ যবে কৈলা অন্তর্ধান॥
সেই কালে প্রভু আজ্ঞা পাঞা ভক্তগণ।
হরিদাসের নাম, গুণ, করিল কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত ১১শঃ পঃ।

"জয় হরিদাস বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সভে গায়— জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥"

এহো গীত হৈল বলি গোস্বামী কহিলা।
ষোল নাম গীত বার্ত্তা কেহত না দিলা ॥
যত যত গায় সবে, লিখে মহাজনে।
মন্ত্র গীত হৈলে তাহা না লিখয়ে কেনে ॥
অতএব গোস্বামীর গ্রন্থ লিপি বলে।
সঙ্কীর্ত্তন রীতি নীতি জানহ সকলে ॥
"শিব রাম" গাই প্রভু করিলা কীর্ত্তন।
তভু ষোল নাম গীতে না কৈলা যোজন ॥
প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা আচরণ আর।
চৈতন্যের গণে মানে সর্ব্ববিধি সার ॥
ইথে আর যুক্তি তর্ক কোন প্রয়োজন।
আনুগত্য ধর্ম্ম হয় ভক্তের করণ ॥
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘনেতে মহা অপরাধ।
সিদ্ধি দূরে রহু, পড়ে ভজনেতে বাদ ॥
তবে যে বিরুদ্ধ কর্ম্মে কেহো লিপ্ত হয়।
সেহ ত শাস্ত্রের বাক্য, মিথ্যা কভু নয় ॥

শাস্ত্রে ভবিষ্যৎ-বাণী।

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে।

"হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম ॥

পুনশ্চ তত্রৈব।

আইসে সময় ইথে বিষম হইবে।
সবেকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিবে ॥"

পুনশ্চ শ্রীভজনামৃতে।

"কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন নিত্যানন্দেন সংস্কৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এবহি॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্না কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ॥

পুনশ্চ কলিকালবর্ণনে।

"ভাগবত পাঠ, দীক্ষা, হরি সঙ্কীর্ত্তন।
ব্যবসা হইয়া হবে অর্থ উপার্জ্জন॥
শাস্ত্রবিধি ছাড়ি সবে স্বতন্ত্র হইয়া।
প্রচারিবে নব্য মত কুতর্কে মজিয়া॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে করি বহু দলাদলি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম লঞা শেষে হবে গালাগালি॥"

এই ত কহয় শাস্ত্রে ভবিষ্যৎ বাণী।
বিচারিয়া এবে সবে বুঝহ আপনি॥
জীবের প্রভাব নহে কালের প্রভাব।
শুভারম্ভে বিঘ্ন, আর অপরাধ লাভ॥
অতএব মহাজন পন্থা সর্ব্ব সার।
তাহা বিনা কলিজীবের গতি নাহি আর॥
"কৃষ্ণমন্ত্র" হৈতে "কৃষ্ণনাম" শক্তি বড়।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র" মিশ্র গুণধর॥
মন্ত্র আর মহামন্ত্রে, তব, তম, মানি।
তেঞি জপে আজ্ঞা দিলা ন্যাসী শিরোমণি॥
"সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম।"
এতেকে "নামসঙ্কীর্ত্তন" কলিকাল ধর্ম্ম॥

"স্বপ্রিয় নাম-কীর্ত্তন" এই বাক্য হয়।
স্বপ্রিয় মন্ত্রের গীত, শাস্ত্রে নাহি কয় ॥
তবে যদি কৃত্য হয় যুক্ত আরাধন।
বিধি সাম্য ক্রিয়া তায় জপ সঙ্কীর্ত্তন ॥
"সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য ॥
সেইত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।"
চৈতন্যচরিতামৃতে এই সে নির্দ্ধার ॥
মন্ত্র-গীত প্রবর্ত্তন নহে প্রভুর ধর্ম্ম।
সেই লাগি গৌড়ীয়া না করে হেন কর্ম্ম ॥
"শিক্ষাগুরু শ্রীচৈতন্য যে করান শিক্ষা।
তাহা যেই মানে, সেই জনে পায় রক্ষা ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবতে কহে এই বাণী।
সর্ব্বব্যবস্থার মূলে এই বাক্য গণি ॥
সাধুগুরুবৈষ্ণবপদে কোটি দণ্ডবত।
কৃপা করি ক্ষম মোর অপরাধ যত ॥
সর্ব্ব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
মো হেন অজ্ঞেতে রোষ না কর কখন ॥
প্রভু প্রেরণায় মুঞি এতেক লিখলুঁ।
গোস্বামী আর ঋষি শাস্ত্রে যতেক পাওলুঁ ॥
আমার কৃতিত্ব কিছু নাহিক ইহাতে।
এত জানি কোন দোষ না লাগে আমাতে ॥
শৈশবে আদরি যেবা করিল নির্দ্দেশ।

গণকে গণিয়া তাহা লিখিল বিশেষ ॥
সেই বাক্য লঞা এবে যত কিছু করি।
ইথে মোর নাহি কোন ছলনা চাতুরী ॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম সদা করি আশ।
সঙ্কীর্ত্তনরীতি কহে নন্দকুমার দাস ॥

আজ আর একটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করি—

শ্রীমদ্ বাবাজীমহারাজ নামযজ্ঞে নামের সঙ্গে প্রভাতী কীর্ত্তন, সন্ধ্যা কীর্ত্তন, নাম মহিমা ও নিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন প্রভৃতি করতেন। আজও হয়। কোন কোন জায়গায় লোকদের আপত্তি ওঠে— এর দ্বারা নাম খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, কোন পদ গাওয়া চলিবে না। এর উত্তরে কিছু লিখছি—

প্রথমতঃ অধিবাস কীর্ত্তন পদে আছে— 'শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ করিবেন, আস্বাদন কাল হইবে কীর্ত্তনবিলাস।' এতে বোঝা যায়, লীলাগুণ মানে কেবল নামকে বোঝায় না, সমগ্র লীলাগুণকে বোঝায়। শ্রীভগবান ও ভক্তের লীলা গুণ সব নামের অন্তর্গত। যেমন— চিনির পুতুল, চিনির কাপড়, চিনির চুল, চিনির জামা ইত্যাদি সবই খাদ্য। তদ্রূপ ভগবানের ও ভক্তের সব লীলাকথা নামের মধ্যে আরো বেশি হয়। চিনি থেকে সন্দেশ খেতে ভাল, দামও বেশি। তদ্রূপ নাম-চিনির মধ্যে লীলাগুণ-ছানা মিলিয়ে সন্দেশ খেতে ভাল ও শরীরের পক্ষে ভাল।

আর একটি বিশেষ কথা। তত্ত্ব না বুঝলে বস্তুনিষ্ঠা আসে না। ঐজন্য বাবাজীমহারাজ নামের সঙ্গে লীলাগুণ ব্যাখ্যা করে কীর্ত্তন মধ্যে বলতেন। কারণ, জগদ্‌বাসী সব তত্ত্ব বুঝে ভজুক। তত্ত্ব অবগত

হলে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আসে। তবে কেউ যদি কেবল নাম সংকল্প করে নাম করে তাতে কোনও আপত্তি নেই, দুই-ই করা চলে।

চতুর্যুগের তারকব্রহ্ম নাম

সত্যযুগ— নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ত্রেতাযুগ— রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপরযুগ— হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

(কলিযুগের) তারকব্রহ্ম নাম—
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

কলিসন্তরণ উপনিষৎ প্রথমে হরে রাম তারক ব্রহ্ম নাম।

এই তারক ব্রহ্ম নামের আগে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥ এই নামের তাৎপর্য্য হরে, রাম, কৃষ্ণ এই তিন নামকে ষোল নাম রূপে গ্রহণ করে কীর্ত্তনের বিধি ছিল অন্য কলিতে। কারণ, শ্রীভগবানকে ভাগবতে বলেছেন ত্রিযুগ—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্
বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্ ॥
—ভাঃ ৭।৯।৩৭

অর্থাৎ কলিতে ভগবান প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হন না।

সত্যে হরি উপাসনা, ত্রেতায় রাম উপাসনা, দ্বাপরে কৃষ্ণ উপাসনা। হরি শব্দের সম্বোধনের একবচন হরে। সেইজন্য এই তিন যুগের উপাসনা ভগবান হরে, রাম, কৃষ্ণ অর্থাৎ হরে রাম কৃষ্ণ এই নাম কলিতে কীর্ত্তন করিবে। কিন্তু পূর্ব্ব হতে পর বিধি বলবান্। অন্য অন্য কলিতে অবতার নেই বলে সত্যযুগের হরি, ত্রেতাযুগের রাম, দ্বাপরযুগের কৃষ্ণ, এই তিন নাম কলিতে জীবসমূহ কীর্ত্তন করতেন। কিন্তু এই কলিযুগে স্বয়ং গোলকবিহারী অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়াতে তাঁর আদেশ উপদেশ বলবান হইয়া গেল। তাঁর মহামন্ত্র জপের উপদেশ এই মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

আপনি আচরি প্রভু জীবেরে শিখায়।

তবে এই মহামন্ত্র যে প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করেছেন তা নয়। প্রকাশ পেয়েছেন দ্বাপরযুগে। শ্রীরাধারাণী দশমীদশায় যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধারাণীর প্রাণ থাকে না তখনই এই মহামন্ত্র বিশাখাসখী শ্রীরাধারাণীর কানে শুনায়। মহামন্ত্র মহাসুর, ব্রজলীলার রসপুর।

বাবাজীমহারাজ এই কথা বলেছেন প্রথম হরে পূর্ব্বরাগ জাগায়, পর পর নাম পর পর লীলা ভোগ করায়, শেষ হরে মহারাস দেখায়। এই মহামন্ত্র তখনি প্রকাশ হয় গৌরলীলায় রাধাভাবে বিভাবিত গৌরহরি মহামন্ত্র ভোগ করে জগবাসীকে ভোগ করালেন। নিজে

জপ করে জগবাসী জীবসমূহকে জপের উপদেশ দিলেন। সেইজন্য মহামন্ত্র জপ্য। আর ঐ যে চৈতন্যভাগবতে ২৩ অধ্যায়ে আছে—

এই মন্ত্র তোমা দিনু সবাকারে।
নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ কর গিয়া ঘরে ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ লও ইথে বিধি নাহি আর ॥

উপরের দ্বিতীয় লাইনে নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ সংখ্যা রেখে জপের নিয়ম দিলেন। আর চতুর্থ লাইনে যে সর্ব্বক্ষণ কথাটি আছে তাতে কেউ কেউ বলেন— এই ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন সর্ব্বক্ষণ লও অর্থাৎ কীর্ত্তন কর, গাও, নাচ— কোন বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু এ দুই লাইনের অর্থ তা নয়। সর্ব্বক্ষণ লও, মানে অন্য অন্য মন্ত্রের যেমন আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি একাসনে ত্রিসন্ধ্যা জপের নিয়ম সেরকম মহামন্ত্রের কোন বিধি নিয়ম নেই। সব সময় রাস্তায় গাড়ীতে চলা অবস্থাতেও জপ করা চলে।

আবার প্রশ্ন, মন্ত্র তো, এর বীজ কোথায়? মন্ত্র মাত্রে বীজ থাকে, মহামন্ত্রের ত বীজ নেই।

এর উত্তরে একে বলা হয়েছে মহামন্ত্র। মন্ত্র মাত্রে বীজ আছে। কিন্তু মহামন্ত্রের নাম ও বীজ একসঙ্গে থাকার দরুণ মহামন্ত্র আখ্যা হয়েছে— হরে, কৃষ্ণ, রাম এই তিন নাম অনুষ্টুপ্ ছন্দ দ্বারা প্রকাশ পেয়েছেন।

শ্রীশ্রীহরিনামতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ষোড়শনাম। মহামন্ত্রস্য শ্রীনারদঃ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণো দেবতা। হরে কৃষ্ণ বীজং। হরে রাম শক্তিঃ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে হরেকৃষ্ণেতি ষোড়শনামজপে বিনিয়োগঃ।

অথ করন্যাসঃ।

হরে কৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হরে কৃষ্ণ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। **কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে মধ্যমাভ্যাং বষট্।** হরে রাম অনামিকাভাং হুং। **হরে রাম কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্।** রাম রাম হরে হরে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অথ অঙ্গন্যাসঃ।

হরে কৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ শিরসে স্বাহা। **কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে শিখায়ৈ বষট্।** হরে রাম কবচায় হুং। **হরে রাম নেত্রাভ্যাং বষট্।** রাম রাম হরে হরে অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানম্।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতং।
গোপী-মণ্ডল-মধ্যস্থং শোভিতং নন্দ-নন্দনম্॥

অথ মহামন্ত্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ নরো জপতি নিত্যশঃ।
গোলক-ভুবনং গত্বা কৃষ্ণ-পার্ষদতাং লভেৎ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম রটন্তি যে।
ব্রজে বাসো ভবেত্তেষাং ভক্তিস্তু প্রেম-লক্ষণা॥

ষোল সখা ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর।
হরিনাম-তত্ত্ব এই অতি গূঢ়তর॥
মাধুর্য্য-মহিমাতত্ত্ব ইহাতে জানিবে।
রাধা কৃষ্ণ নিত্যধাম অবশ্য পাইবে॥

হরে কৃষ্ণ রাম এই মন্ত্র ষড়ক্ষর।
তন্ত্রে এই তিন নাম সূত্র কৈলা হর॥
তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
বৃত্তি করি কৈলা গৌর জগত গোচর॥
নাম রূপে প্রেম দিয়া নাচাইলা ভুবন।
হরিয়া সবার চিত্ত কৈলা আকর্ষণ॥
অবিচিন্ত্য শক্ত্যে গৌর সবে আকর্ষিয়া।
জগতে বিলান প্রেম নাচিয়া গাহিয়া॥
ইহাতে জানিল গৌর করুণার সিন্ধু।
ভক্তভাবে প্রেমের ভিখারী দীন-বন্ধু॥
এমন গৌরাঙ্গ গুণ গাও শ্রদ্ধা করি।
পাইবে অভীষ্ট তত্ত্ব হরিনামে তরি॥
করুণার কল্পতরু সম হরিনাম।
কামনায় হবে মুক্তি, প্রেমে ব্রজধাম॥
সংক্ষেপে কহিল এই হরিনাম-তত্ত্ব।
জীবের দুর্লভ এই প্রেমের মহত্ত্ব॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে শ্রীশ্রীহরিনামতত্ত্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীহরিনামার্থদীপিকা

এককালে রাধা কৃষ্ণবিরহ ব্যাকুলা।
প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা॥
মনের উদ্বেগ সব নিরাসের তরে।
হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে॥
সম্বোধনে ষোল নাম উচ্চারণ করি।
পূর্ণ অভিলাষে কহে মনের মাধুরী॥

অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণ নাম।
চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম ॥

প্রথম হে 'হরে'! স্বমাধুর্য্য দেখাইয়া।
হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া ॥

প্রথম হে "কৃষ্ণ"! তুমি আনন্দ স্বরূপ।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ রমণীয় রূপ ॥

দ্বিতীয় হে "হরে"! ধৈর্য্য কুল লজ্জা ভয়।
সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয় ॥

দ্বিতীয় হে "কৃষ্ণ"! গৃহ হৈতে মন কাড়ি।
বন প্রতি লৈলে আমা আকর্ষণ করি ॥

তৃতীয় হে "কৃষ্ণ"! কুঞ্জে প্রবেশ করণে!
হঠাৎ আসি কঞ্চুলিকা কর আকর্ষণে ॥

চতুর্থ হে "কৃষ্ণ"! মোর কুচ আকর্ষিয়া।
নখাঘাত অঙ্গে দিলে মহানিধি পাইয়া ॥

তৃতীয় হে "হরে"! নিজ ভুজেতে বাঁধিয়া।
পুষ্পশয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া ॥

চতুর্থ হে "হরে"! পুষ্পশয্যা নিবেদিয়া।
অন্তর্দ্ধেয় বপু বলে লইলে হরিয়া ॥

পঞ্চম হে "হরে"! বপু হরণ ছল করি।
অন্তরে বিরহ ব্যথা সব নিলে হরি ॥

প্রথম হে "রাম"! তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা।
আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা ॥

ষষ্ঠ হে "হরে"! অবশিষ্ট যত ছিল।
ব্যায়াম কৌটিল্য মোর সকলি হরিল ॥

দ্বিতীয় হে "রাম"! আমায় রমণ করায়।
　　প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায়॥
তৃতীয় হে "রাম"! রমণীয় চূড়ামণি।
　　প্রত্যেক সর্ব্বাঙ্গ তোমায় রমণীয় মানি॥
আমার নয়ন চকোর তাহাতে মাতিয়া।
　　আস্বাদন করে তাহা সুধাসুখ পাইয়া॥
চতুর্থ হে "রাম"! কেবল রমণ স্বরূপ।
　　রমণে বিরাজ কর হয়ে কর্ত্তারূপ॥
রমণ বিপরীত রূপ স্বরূপ হইয়া।
　　কেবল রমণ কর্ত্তা রমণ তব ক্রিয়া॥
সপ্তম হে "হরে"! মোর চিত্ত মৃগী হয়।
　　তাহারে হরিয়া আনন্দ মূর্চ্ছাকে পাওয়া যায়॥
অষ্টম হে "হরে"! তুমি সিদ্ধ পরাক্রম।
　　রতি কর্ম্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম॥
এবম্বিধ প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা।
　　ক্ষণে কোটী কল্প মানি বিরহিণী ভীতা॥
কিসে দিন কাটাইব শুন দীনবন্ধু।
　　আপনি বিচারি মোরে তরাও দুঃখসিন্ধু॥
বিরহিণী ব্রজসখী— সকল আমার।
　　সে স্বভাবে ভাবে বদ্ধ সারিকাগণ আর॥
সৃষ্টি মধ্যে আছে যত আর আর জন।
　　সবাকারে প্রাণ দাও দিয়ে দরশন॥
এই ত কহিল হরি নামের বিচার।
　　মনোভীষ্ট পূর্ণ কর আমা সবাকার॥

—o—

ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা।

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া।
মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোঁসাই আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাব সম্বরণ।
আচার্য্য প্রণমি তিঁহ অর্পিল আসন॥
বসিয়া আচার্য্য গোঁসাই করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥
কলিযুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
চৈতন্য ভজয়ে যেই, সেই বড় ধন্য॥
তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন॥
অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্বজীবে হরিনাম কেন উপদেশ॥
নিবেদয়ে হরিদাস করি কর জোড়ে।
তত্ত্ব, তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥
কিংবা ছল আচরহ পামর শোধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা প্রের চিতে॥
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার।
কোটি সমুদ্র গম্ভীর নাম লীলা যাঁর॥
গুরু ভাবে করায় তিঁহ আপনা যজনে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগ অবতার।
হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম সার॥

মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন কভু নয়।
নাম নামী ভেদ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

'হরে'— ভানুসুতা যেই কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি॥

'কৃষ্ণ'— নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই॥

'হরে'— ব্রজের সর্ব্বস্ব হরি ন'দে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম আর॥

'কৃষ্ণ'— জীব হৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তিবীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণনাম নিজ॥

'কৃষ্ণ'— কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণবরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপণ॥

'কৃষ্ণ'— ন্যাসি বেশে আকর্ষিল পাষণ্ডীর গণ।
এই হেতু কৃষ্ণ-নাম তাঁহার গণন॥

'হরে'— স্বমাধুর্য্যে হরে তিঁহ ভক্তগণ প্রাণ।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান॥

'হরে'— স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরণ।
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ॥

'হরে'— স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরে কলি যুগে সার॥

'রাম'— দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অবিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম॥

'হরে'— হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল।
অতএব হরিনাম সর্ব্ব সুমঙ্গল॥

'রাম'— স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমণ।
অতএব রাম নাম করয়ে বহন ॥

'রাম'— আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠে কাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম ॥

'রাম'— কৌশল্যা-নন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম।
সার্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম ॥

'হরে'— স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁই অবতার।
অতএব হরে রাম হইল তাঁহার ॥

'হরে'— স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কূর্ম্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল ॥
হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ।
আগম নিগম যাঁর নাহি জানে আশ ॥
আর এক গূঢ় অর্থ আছয়ে ইঁহার।
শুনহ শ্রীপাদ সর্ব্ব-অর্থ-তত্ত্ব-সার ॥
মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার।
তিন নাম হইতে ষোল নামের বিস্তার ॥

'হরে'— সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব হরে এরে তাঁর নাম গাই ॥

'রাম'— শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁই রাম নাম তাঁর বিদিত সংসার ॥

'কৃষ্ণ'— কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তেকারণ কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ ॥
মতান্তরে ষোল নাম চারি নাম সার।
চারি নাম হইতে পঞ্চ তত্ত্বের প্রচার ॥

'কৃষ্ণ'— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই ॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক-রূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ ॥

'রাম'— বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেম-রস-পূর ॥
অথবা যথেষ্ট করে স্বপ্রেষ্ঠ রমণ।
নিত্যানন্দ রাম তেঁই গায় ভক্তগণ ॥
রমা-শক্তি শ্রীঅনঙ্গ তাঁর অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার ॥

'হরে'— অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ভক্তি শংসনে।
অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে ॥
হরিয়া আনিলা দোঁহা নদীয়া-নগর।
অতএব হরে নাম হইল তোমার ॥

'হরে'— ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত ॥
চারি নামে চতুর্মূর্ত্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয় ॥
এই যুগে চতুর্ব্ব্যূহ এই চারি জন।
এ সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন ॥
এই চারি ঈশতত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম সে জীবতত্ত্ব আরাধক মানি ॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারণ।
আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন ॥

'কৃষ্ণ'— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক-রূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ॥

'রাম'— বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেম-রস-পূর॥
অথবা যথেষ্ট করে স্বপ্রেষ্ঠ রমণ।
নিত্যানন্দ রাম তেঁই গায় ভক্তগণ॥
রমা-শক্তি শ্রীঅনঙ্গ তাঁর অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার॥

'হরে'— অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ভক্তি শংসনে।
অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে॥
হরিয়া আনিলা দোঁহা নদীয়া-নগর।
অতএব হরে নাম হইল তোমার॥

'হরে'— ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত॥
চারি নামে চতুর্মূর্ত্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয়॥
এই যুগে চতুর্ব্ব্যূহ এই চারি জন।
এ সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন॥
এই চারি ঈশতত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম সে জীবতত্ত্ব আরাধক মানি॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারণ।
আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন॥

বিশেষ্য বিশেষণে ভক্তের নাম হয়।
কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয় ॥

সেই কৃষ্ণ নন্দসুত, দাস তার ভৃত্য।
কৃষ্ণদাস কহি কোন ভক্ত রূঢ়ি অর্থ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভক্ত নাম জান।
বিশেষ্য বিশেষণ ভক্তে করায় জ্ঞান ॥

হরে কৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য-লক্ষণ।
হরে রাম দুই নাম তার বিশেষণ ॥

হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
হরে রাম যাতে সে ভক্তেতে গণন ॥

হরে রাম হরে রাম ভক্তে সে কহয়।
শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয় ॥

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সদা করে গান ॥

সেই নামে হাসে তাঁরে ভব্য সকলে।
সেই নামে প্রভু তাঁরে প্রকাশে কৌশলে ॥

পূর্ব্বে চারি ঈশতত্ত্ব করেছি নির্ণয়।
ভক্ততত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চতত্ত্ব হয় ॥

চারি নাম পঞ্চ তত্ত্ব হ'ল নিরূপণ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপা যারে বুঝে সেই জন ॥

এত শুনি দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন কৈল।
পরস্পর দোঁহে দোঁহার স্তুতি আরম্ভিল ॥

আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন-মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববেত্তা তুমি সে কেবল ॥

হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্ত্ব-সার।
বেত্তা আমি, স্তুতি নহে সেই অনুসার ॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর-কৃত হরিনামার্থ।

—০—

নামমালা

১। সত্যযুগে নাম—

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

২ ত্রেতাযুগে নাম—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন ॥

৩। দ্বাপরযুগে নাম—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ॥
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো।
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

৪। অন্য কলিযুগের তারক ব্রহ্ম নাম—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

৫। কলিযুগের বিভিন্ন নাম—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥

৬। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥

৭। গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥

৮। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে।
রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে ॥

৯। জয় রাধে গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ।
জয় রাধে গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥

১০। রাধে রাধে গোবিন্দ বল জয়।

১১। জয় জয় রাধা গোবিন্দ জয়।

১২। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

১৩। প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ।

১৪। হা গৌর হা নিতাই।

১৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥

১৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি (গৌর) ভক্তবৃন্দ ॥

১৭। জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

১৮। শ্রীনরহরির প্রাণ নিতাই গৌরাঙ্গ হে ॥

১৯। নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই রক্ষ মাম্।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাম্ ॥

২০। (ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

২১। নিতাই গৌর নিতাই গৌর।
নিতাই গৌর নিতাই গৌর ॥

২২। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

২৩। রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

২৪। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন।
রাম নারায়ণ হরে ॥

২৫। রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম গায় ত্রিপুরারি ॥

২৬। জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥

২৭। হরি ওম্ রাম হরি ওম্ রাম।
হরি ওম্ রাম রাম রাম ॥

২৮। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দনাম শ্রীমধুসূদন ॥

২৯। গুরু কৃষ্ণ গুরু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গুরু গুরু।
গুরু রাম গুরু রাম রাম রাম গুরু গুরু ॥

৩০। গুরু নিতাই গুরু নিতাই নিতাই নিতাই গুরু গুরু।
গুরু গৌর গুরু গৌর গৌর গৌর গুরু গুরু ॥

স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

(১)

—"একদিন, নিধুবনে দুহুঁজনে, আমরি, চৌদিকে সখীগণে

—শুতিয়াছে রসের আলসে।

—চকিতে চন্দ্রমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি রে,

কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু পাশে॥

—বলে, "উঠ উঠ প্রাণনাথ", পরাণ বঁধু গা তোল হে

—বলে, উঠ উঠ প্রাণনাথ আজ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ।

এক যুবা গৌর বরণ হে॥

(পরান্ বঁধু হে) আমি স্বপ্নে দেখিলাম

গৌর বরণ এক যুবাপুরুষ পরাণ, বঁধু হে আমি স্বপনে দেখ্‌লাম

—"কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটি কাম হে,"

এমন রূপ ত কভু দেখি নাই হে

জনমিয়ে এই বৃন্দাবনে এমন রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

—কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটি কাম হে,

ও সে রসরাজ রসের সদন।

"অশ্রু কম্প পুলকাদি", কাঁচা সোনা গৌর অঙ্গে

—আমরি, **"অশ্রু কম্প পুলকাদি,** নানা ভাব-ভূষা নিরবধি,

—নাচে গায় মহামত্ত হইয়া।

—নিরুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে",

এমন রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

অখিল লাবণ্য মাধুর্য্য ধাম

আমরি, কিবা সে রূপের ঠাম অখিল লাবণ্য মাধুর্য্য ধাম

—নাচে গায় মহামত্ত হইয়া

—"নিরুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে,

—আজু, মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

পরাণ বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

যে রূপে আমার মন মজেছে পরাণ, বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

—আজু, "মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

আজ, কেন এমন হ'ল বঁধু

আমাদের, কিশোরী কেঁদে আকুল হয়ে বলে আজ কেন এমন হল বঁধু

কেন পর পুরুষে মতি গেল আজ, কেন এমন হল বঁধু

—আজ, মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥

নব জলধর রূপ

—তোমার এই, নব জলধর রূপ রসময় রসকূপ

—ইহা বই না হেরি নয়নে।

—আজ, তবে কেন বিপরীত, হেন হইল আচম্বিত হে,"

কেন পর পুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

তোমা বিনে আন্ জানি না কেন পর পুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

(আমি জনম ধরিয়ে) তোমা বিনা আন্ জানি না

কেন পর পুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

—কহ নাথ ইহার কারণে।

—চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত

—দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।

—তাহে তিরপিত মন নাহি ভেল কদাচন হে

—সে গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥"

আমাদের, কিশোরী কেঁদে আকুল হয়ে বলে আজ,

কেন এমন হল বঁধু

কেন পর পুরুষে মতি গেল

আমি তোমা বিনে আন্ জানি না কেন পর পুরুষে মতি গেল

পরাণ বঁধু হে, আমি সাধে কি কাঁদি

ও সে গৌররূপে আমার মন ভুলেছে

পরাণ বঁধু হে, আমি সাধে কি কাঁদি

—এতেক কহিতে ধনী মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি

—বিদগধ রসিক নাগর।

—কোলেতে করিয়া গৌরী মুখ চুম্বে বেরি বেরি হে

—হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥"

আমরি, বালাই ল'য়ে মরে যাইরে

শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমের আমরি, বালাই লয়ে মরে যাইরে

শ্যাম, নাগর বলেন মধুর-স্বরে

কিশোরীর ঐ দশা দেখে শ্যাম, নাগর বলেন মধুর-স্বরে

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

সে তো পর পুরুষ নয় গো মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

(২)

—যে দেখিলা গৌর স্বরূপ।

—সো নহি আন, কেবল তুয়া প্রেম হে

মোহে করব তেন রূপ ॥"

এবার আমি গৌর হব

এবার, আমি গৌরাঙ্গ হব

রাধে, সে তো পর পুরুষ নয় গো এবার, আমি যে গৌরাঙ্গ হব

রাধে তোমার, প্রেম ঋণ শোধিবারে এবার, আমি যে গৌরাঙ্গ হব

—"মোহে করব তেন রূপ"

—কৈছন তুয়া প্রেমা আর, কৈছন মধুরিমা

—কৈছন সুখে তুঁহু ভোর।"

রাধে-তোমার প্রেম কেমন

তোমার প্রেমের মাধুরী কেমন

সেই প্রেমে কিবা সুখ

—"এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ হে

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

আমি, কতই না চেষ্টা করিলাম কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

—"এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ হে,

—কি করিব না পাইয়া ওর"

—তখন, ভাবিয়া দেখিনু মনে

আমা হতে হবে না হে

আমি ত' সেই রসের বিষয় বটি আমা হতে হবে না হে

আশ্রয় জাতীয় রস আস্বাদন আমা হতে হবে না হে

আমায় বিভাবিত হতে হবে

তোমার আশ্রয় জাতীয় ভাবে আমায় বিভাবিত হতে হবে

—এখন "ভাবিয়া দেখিনু মনে রাধে, তোমারি স্বরূপ বিনে

—আমার এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।

—তাই, তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি হে,

—আসি, নদীয়াতে করব উদয়।"

এবার, আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

তিন বাঞ্ছা পুরাইতে এবার, আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

রাধে তোমার, ভাব কান্তি অঙ্গীকরি' ঐ (মাতন)

—এবার আমি নদীয়াতে করব উদয়॥

তাই পরীক্ষা করে দেখিলাম

আমার, বাসনা পূরণ হবে কি না ঐ

আমার গৌর হওয়া হবে কি না ঐ

এবার, জানিলাম বাসনা পূরণ হবে

আমার গৌর রূপে তোমার মন মজেছে তাই ঐ

—তাই আমি "নদীয়াতে করব উদয়"

—সাধিব মনের সাধা আমার ঘুচিবে সকল বাধা

—ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন।

এবার, আমি যে গৌরাঙ্গ হব

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে ঐ

তোমার প্রেমধন বিলাইব ঐ (মাতন)

—"ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন ॥"

তখন, কিশোরী কেঁদে বলেন কাতরে

শ্যাম নাগরের ঐ কথা শুনি ঐ

এ কি নিদারুণ কথা বললে বঁধু

—বঁধু হে "শুনইতে কাঁপহি"

এ কি নিদারুণ কথা বঁধু

শুনে প্রাণ কেঁদে উঠল ঐ

তুমি ব্রজ ছেড়ে যাবে ঐ

—"তুহুঁ ব্রজ জীবন তুয়া বিনু কৈছন হে,

—ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥"

কেমন করে ধৈর্য্য ধরবে।

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে ঐ

ও হে ব্রজের জীবন ঐ ব্রজবাসী কেনন করে জীবন ধরবে

—"ব্রজপুর বাঁধব থেহা"

—জল বিনু মীন, আর ফণী মণি বিনু

—"তেজয়ে আপন পরাণা"

জল বিনে কি মীন বাঁচে

মণি ছাড়া কি ফণী বাঁচে ঐ

"তেজয়ে আপন পরাণ

—তিল আধ তুঁহারি, দরশ বিনু তৈছন হে

—ব্রজপুর গতি তুঁহু জান ॥"

কেউ ত প্রাণে বাঁচবে না হে

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে ব্রজবাসী ঐ

এ "সকল সমাধি",

এই সাধের ব্রজের খেলা

—এ, "সকল সমাধি, আবার কোন সিধি সাধবি হে

—পাওবি কোনহি সুখ।"

আবার কোন্ খেলা খেলবে

এই ব্রজজনে বধি ঐ

—"পাওবি কোন্হি সুখ।

—কিয়ে আন্জনে তুয়া মরমহি জানব হে,

—তছু লাগি বিদরয়ে বুক ॥"

—এই, বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসহি

—তুঁহু বর নাগর কান।

—অহর্নিশি তুঁহারি দরশ বিনু ঝুরব হে,

—তেজব সবহুঁ পরাণ ॥

—অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনা তটে

—সখা সঙ্গে করবি বিলাস।

—পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি হে'

বঁধু, আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

আমাদের কিশোরী কেঁদে আকুল হয়ে বলে ঐ

তোমার তিন বাঞ্ছা পূরাইতে ঐ (মাতন)

—"পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম প্রকাশবি হে,

—না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥"

তখন, শ্যামসুন্দর বলেন মধুর সুরে

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

—"শুন শুন সুন্দরি মঝু অভিলাষ।

—ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥

—এই, ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।"

ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই।

আমি যেখানে ব্রজ সেখানে ঐ

—আমি, "কবহুঁ না যাব।

—ব্রজ বিনা প্রেম না হোয়ব লাভ ॥

—গোপ গোপাল সব জন মেলি।"

কাকেও ছেড়ে যাব না রাই

—গোপ গোপাল সব জন মেলি।" ঐ

সকলেই আমার সঙ্গে যাবে ঐ

—"গোপ গোপাল সব জন মেলি।

—নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি ॥"

আবার নদীয়ায় ক'রব নব কেলি

এই সব ব্রজজন মেলি ঐ (মাতন)

— " নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি "

—আহা তনু তনু মেলি

আমি, একা গৌর হব না রাই

★ Vrindavan Das ★ Govind Kund Vrindavan, Mathura

আমি, একা গৌর হব না রাই

তোমাকে ছেড়ে কোথা যাব ঐ

" তনু তনু মেলি

রাধে তোমাতে আর আমাতে

—তনু তনু মেলি

দুজনে মিলে গৌর হব

—তনু তনু মেলি হই একঠাম।

দুজনে মিলে গৌর হব

অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥" ঐ

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব ঐ

হরি বোলব বলাইব ঐ (মাতন)

—"অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥

—ব্রজপুর ভাবে পূরব মনস্কাম।

—অনুভবি জনল দাস বলরাম ॥"

—এত শুনি বিধুমুখী, অমনি মনে হয়ে অতি সুখী।

—কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।

—কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য

—সেই রূপ দেখিব যে আমি ॥

আমি, সেই মুরতি একবার দেখব

স্বপনে দেখা দিয়ে মন চুরি করেছে ঐ

—সেই রূপ দেখিব যে আমি ॥

—আমাকে যে সঙ্গে লবে, দুই তনু এক হবে

— এ, অসম্ভব হইবে কেমনে।"

আমরি, বালাই লয়ে মরে যাইরে

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমার ঐ

ঐশ্বর্য্য জানে না রে

কেবলার গণ কৃষ্ণের ঐ

আর ত কিছু জানে না রে

আমাদের নন্দনন্দন বিনে ঐ

যশোদা দুলাল বিনে ঐ

নিজ সম্বন্ধ মানে না রে

ঐশ্বর্য্য দেখিলে কৃষ্ণে ঐ

এ যে বড় অসম্ভব কথা

ওহে বঁধু দুই কেমন করে এক হবে ঐ

দুই দেহ এক হবে ঐ

—চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে

—এই কাল গৌর হইবে কেমনে ॥

—এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে

—দেখাইলা শ্রীরাধার অঙ্গ।

—আপনি তাহে প্রবেশিলা দুই তনু এক হৈলা

দুই জনে মিলে গৌর হল

প্রাণ রাধা রাধারমণ ঐ

মহাভাব রসরাজ ঐ

—আহা ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ ॥

—নিধু বনে এই কয়ে দুই তনু এক হয়ে

—আসি নদীয়াতে করল উদয় ॥

—সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে

—প্রেম বন্যায় জগত ভাসায় ॥

—বাহিরে জীব উদ্ধারণ আর অন্তরে রস আস্বাদন

—ব্রজবাসী সখা-সখী সঙ্গে।

—বৈষ্ণব দাসের মন হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ

—না ভসিলাম সে সুখ তরঙ্গে”

=কিছুই দেখতে পেলাম না হে।

এই নবদ্বীপের নব কেলি ঐ

=গৌর গোবিন্দের লীলা ঐ

=সেই প্রেম পুরুষোত্তম লীলা ঐ

ঐ

=স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী লীলা ঐ

=প্রাণ গৌরাঙ্গের পাষাণ গলান লীলা ঐ

=সে, কীর্ত্তন নটন লীলা ঐ

—ও “গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা”

সঙ্গীতে তে কথা কয়

যেন, কত শত কোকিল কুহরে

পঞ্চমরাগ জিনি ঐ

না না তাতেও তুলনা হয় না

যেন অমিয়া সিন্ধু উথলিছে

জগত অমৃতময় করবে বলে ঐ

আমার গৌরহরি হরি বলিছে ঐ (মাতন)

—“মধুর চাহনি আকর্ষণ”

তারই আঁখি মন হরিছে

হরি বলে যার পানে চাইছে ঐ

ঐ

রসের গোরা নেচে নেচে

ঐ (মাতন)

—“মধুর চাহনি আকর্ষণ।

—রঙ্গ বিনা নাহি অঙ্গ ভাব বিনা নাহি সঙ্গ”

প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার, রঙ্গিয়া প্রাণ গৌরাঙ্গের ঐ

অনঙ্গ মোহন গৌরাঙ্গের ঐ

অভাবের সঙ্গ করে না

ভাব নিধি প্রাণ গৌরাঙ্গ ঐ

ভাব ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প, অশ্রু, পুলকাদি ঐ

নিশিদিশি ভাব প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ ভাবুক সঙ্গে ঐ

—রসময় দেহেরই গঠন ॥

=সকল সুখেই করেছে বঞ্চিত

=তখন জনম দাও নাই মোদের ঐ

=এক আশা বুকে জাগছে,

=অদর্শন-শেল বুকে আছে তবু ঐ

=সেদিনের আর কদিন বাকী

শুধাব তোমাদের প্রাণ গৌরাঙ্গ ঐ

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি ঐ

=শ্রীমুখে যে বলেছ তুমি

—“পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!

—সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে ॥ রে !!

=সেদিনের আর ক'দিন বাকী

=তোমার ‘বিশ্বম্ভর’ নাম পূর্ণ হবার ঐ

=ক'ত দিনে পূর্ণ হবে

=নাম প্রেমে বিশ্ব ভরবে ঐ

=পুরাও মোদের এই বাসনা
=যেখানে যাব দেখতে পাব
=ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে
=ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

=ম্লেচ্ছ-যবন-আদি নর-নারী ঐ
=সোনার গৌর প্রভু বলে ঐ (মাতন)
ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে কত দিনে দেখতে পাব
আর, হরিবোলা রসের বদন ঐ (মাতন)

পুরাও মোদের এই বাসনা

হা, প্রভু রূপ সনাতন ঐ
কোথায় আছে প্রাণ গৌর বলে দিয়ে ঐ

দেখব গৌর প্রেমের পাথার

এই বাসনা পুরাও মোদের ঐ
ঐ পরাণ গৌরাঙ্গগণ
ঐ =পাগল হয়ে বেড়াব মোরা
=গৌর প্রেমের কান্না দেখে ঐ
=ভাই ভাই ভাই মিলে ঐ

=আর, যারে দেখব তারে বলব,

=ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
=জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" (মাতন)

—:—

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন

"জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন"

বল ভাই জয়রে জয়রে গোরা

একবার জয় দাও ভাই

সবাই মিলে জয় দাও ভাই

(একবার) জয় দাও ভাই

পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের ঐ

শ্রীগুরু স্বানন্দ দাতার ঐ

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন পিতা গৌরহরির ঐ

(আমাদের) পাগলা প্রভু শ্রীনিতাই চাঁদের ঐ

(আমাদের) দয়ানিধি শ্রীসীতানাথের ঐ

" গৌর প্রিয় শ্রীগদাধরের ঐ

(গৌর ভক্তাগ্রগণ্য) শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ঐ

(আমাদের) পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গগণের ঐ

(হৃদয়ে) গৌর-লীলা স্ফূর্ত্তি পাবে

গৌরগণের জয় দাও ভাই

সাঙ্গোপাঙ্গে প্রাণগৌরাঙ্গের জয় দাও ভাই

(বল ভাই) জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন

মঙ্গল নটন সুঠাম রে।"

নাটুয়া মূরতি

ভুবন মঙ্গল গৌর আমার ঐ

আমার রসরাজ গৌরাঙ্গ নট ঐ

(গৌর আমার) সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট ঐ

(ওগো আমার গোরা) সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট ঐ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি গৌর নাটুয়া মূরতি
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস-মূরতি-গৌর ঐ
মহাভাব-প্রেম-রস-ঘনাকৃতি গৌর ঐ
মহারাস-বিলাসের পরিণতি গৌর ঐ
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য গৌর ঐ
(ওগো আমার গোরা) নাটুয়া মূরতি
ওগো আমার গোরা আমার গোরা ঐ
আমার প্রাণ গোরা ঐ
রাইকানু একাকৃতি গৌর আমার ঐ
(আ মরি) মঙ্গল নটন সুঠাম রে।"
"আজু কীর্ত্তন আনন্দে"
শুভ অধিবাস কীর্ত্তন আনন্দে "শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণগানরে ॥"
মুকুন্দ বাসু গান করে
গোরা রসের বদন পানে চেয়ে ঐ
(বদন চেয়ে) অনুরাগে ডগমগ হ'য়ে ঐ
(আ মরি) "মুকুন্দ বাসু গুণ গানরে ॥"
"দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত"
মধুর মৃদঙ্গ বাজে
মুকুন্দ বাসু গান করে (তার সনে) ঐ
কত গরব ক'রে মৃদঙ্গ বাজে
(বাজে) ধিক্ তান্ ধিক্ তান্
কত গরব ক'রে মৃদঙ্গ বাজে ঐ
(মৃদঙ্গ বলে) যে আমার প্রাণগৌর না ভজে ঐ
(বাজে) "মধুর মন্দিরা রসাল রে।"

"শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল

মিলল পদতলে তাল রে ॥"

পদতলে তাল মিলল

গোরার কোটি চন্দ্র সুশীতল ঐ

(গৌর আমার) তালে তালে পদ ফেলে

নাটুয়া মূরতি গৌর আমার ঐ

মুকুন্দ বাসু গান করে ঐ

মধুর মৃদঙ্গ বাজে ঐ

ভাব হিল্লোলে হেলে দুলে গোরা ঐ

আ মরি মিলল পদতলে তালরে

(তখন) "কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন"

নটন হেরে ভাবে বিভোর হ'য়ে

"কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন

"কো দেই মালতীক মালরে ।"

(অমনি) "পিরীতি ফুলশরে"

(গৌর আমার) মৃদু হেসে বাঁকা দিঠে চেয়ে

"পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল

ভাবে সহচর ভোর রে ॥"

(আজ) নিজ নিজ স্বভাব জাগ্‌ল

(গোরার) ঈষৎ কটাক্ষ ঈক্ষণে ঐ

মহাভাব-বারিধির ভাব-ঈক্ষণে ঐ

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে

আমার ভাবনিধি প্রাণ গৌরকে ঐ

যে যেমন দেখে সে তেম্নি বলে

নিজ নিজ স্বভাবের বলে ঐ

"কোই কহত গোরা জানকী-বল্লভ"

আবেশে মুরারি গুপ্ত বলে

এবে সে মুরারি গুপ্ত

ও যে ত্রেতা যুগে হনুমান ঐ

(ও যে) শয়নে স্বপনে আন জানে না

সে যে হৃদয় চিরে দেখায়েছিল

শ্রীসীতারামের যুগলরূপ ঐ

এবে সে মুরারি গুপ্ত

আস্বাদিতে রস গুপত ঐ

আজ পূর্ব্ব-স্বভাবে বলে

(বলে) ওগো তোমরা জান কি ?

প্রাণ গৌর আমার জানকী বল্লভ ঐ

[কোই বলে] রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ রে।"

বসু রামানন্দ বলে

তার আপন স্বভাবেব বলে ঐ

[বলে] ও মুরারি বল্‌ছ কি ?

তুমি কারে দেখে কিবা বল্‌ছ ?

[কেন] নব দূর্ব্বাদল বল্‌ছ ?

শ্যামনবঘনে দে'খে কেন ঐ

বুঝি ভাল ক'রে দেখতে পাও নাই

[এস এস] মুরারি আমার কাছে এস ঐ

[বলে] ঐ দেখ মুরারি

আমার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে ঐ

প্রতি লোমকূপে জ্যোতিঃ উঠ্‌ছে

উজ্জ্বল নীলমণির জ্যোতিঃ উঠ্ছে

[দেখ দেখ ঐ] স্বর্ণ বর্ণ ভেদ করি' ঐ

[দেখ দেখ] ওর বাঁকা আঁখি তার সাক্ষী দিচ্ছে

ও যে ব্রজললনার চিতচোর ঐ

[তাই বলি] গৌর আমার রাধারমণ

আছে আবরিত রাধার বরণ ঐ (মাতন)

নাম ধরেছে গৌর হরি

রাই সম্পুটিত বংশীধারী ঐ

[কোই বলে] "রাধার প্রিয় পাঁচবাণ্ রে।"

(ঠাকুর) "নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে"

(বলে) আমি মেনে আন জানি না

ওগো তোমরা যে যাই বল না কেনে ঐ

আমি ত অনুমান মানি না

আমি অনুমানের ধার ধারি না

আমি যা দেখি তাই ত মানি ঐ

আমি নিশিদিশি এই ত দেখি

গৌর গদাধর ছাড়া রইতে নারে ঐ

আমি নিশিদিশি এই ত দেখি

গদাধর গৌর বিহনে প্রাণে মরে ঐ

[তাই বলি] "হামারি গদাধরের প্রাণ রে ॥"

আমার গদাধরের প্রাণ গৌর

ওগো তোমরা যে যাই বল না কেন ঐ

আমি কারও কথা শুন্‌তে চাই না ঐ

আমার গদাধরের প্রাণ গৌর [মাতন]

"একদিন পঁহু আসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি"

[আমরি] যাইরে দিনের বালাই যাইরে
নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন ঐ
নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন
তাই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম ঐ
[আ মরি] যাইরে দিনের বালাই যাইরে

"একদিন পঁহু আসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি"
সেই অদ্বৈত মন্দিরে বসি
ও যে কেঁদে কেঁদে এনেছে ঐ
ও যে কেঁদে কেঁদে এনেছে
অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে ঐ
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে ঐ
আমার প্রাণকৃষ্ণ এস ব'লে ঐ
[কলি] জীবের দশা বড় মলিন ঐ ঐ
ও যে কেঁদে কেঁদে এনেছে
সেই অদ্বৈত মন্দিরে বসি
যার লাগি গৌর অবতার ঐ
যার প্রেম হুঙ্কারে গৌর অবতার ঐ
আসন নাড়ায়ে যার নাড়া নাম ঐ
"বলিলেন শচীর কুমার রে।"

"শ্রীনিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
আনন্দের আর সীমা নাইরে
নামযজ্ঞারম্ভের পরামর্শে আজ ঐ
আজ তিন প্রভু এক ঠাঁই ঐ
[গৌর আমার] "মহোৎসবের করিলা বিচার রে॥"

[তাই] "শুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি
বলিলেন মধুর বচন রে।"
ও কিসের কথা কইছ তোমরা
আজ তিন জনায় নির্জ্জনে বসি ঐ
[কথা কইতে কইতে] সুখের পাথারে সাঁতার দিছ
ঐ
[একবার] আমি কি শুন্‌তে পাব না
এত সুখের কিসের কথা ঐ
[সীতাঠাকুরাণী হাসি] "বলিলেন মধুর বচন রে।"
"তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বলে কিছু শচীর নন্দন রে॥"
[আমরি] অমিয়া মাখান বোলে
[আমরি] হৃৎকর্ণ-রসায়ন ঐ
[বলে] "বলে কিছু শচীর নন্দন রে॥"
"শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা"
নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ হবে
এই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম ঐ
[তাই বলি] "শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক পৃথক জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিলা সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লইয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে॥

[তাই] "শুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি
বলিলেন মধুর বচন রে।"
ও কিসের কথা কইছ তোমরা
আজ তিন জনায় নির্জ্জনে বসি ঐ
[কথা কইতে কইতে] সুখের পাথারে সাঁতার দিছ
ঐ
[একবার] আমি কি শুন্‌তে পাব না
এত সুখের কিসের কথা ঐ
[সীতাঠাকুরাণী হাসি] "বলিলেন মধুর বচন রে।"
"তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বলে কিছু শচীর নন্দন রে ॥"
[আমরি] অমিয়া মাখান বোলে
[আমরি] হৃৎকর্ণ-রসায়ন ঐ
[বলে] "বলে কিছু শচীর নন্দন রে ॥"
"শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা"
নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ হবে
এই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম ঐ
[তাই বলি] "শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক পৃথক জনে জনে ॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিলা সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লইয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে ॥

আরোপণ করি কলা তাহে বাঁধ ফুলমালা
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে
আনন্দ আর ধরে না রে
কেমন গৌরের নাম যজ্ঞ দেখবো বলে ঐ
(আজ) আর নাইরে অন্য বোল
সবাই বলে হরিবোল ঐ
"সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রস ভাসে॥"
নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।"
ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই
ঠাকুরের ঠাকুর বৈষ্ণব গোঁসাই
"কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
(ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই) দৃষ্টি করি কর সমাপন॥"
তোমাদের কৃপা নইলে হবে না হে
এ নাম সংকীর্ত্তন মহোৎসব ঐ
"করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
এস এস হে
ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই ঐ

কৃপা করি কাঙ্গালের ঘরে এস এস হে
ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর ঐ
তোমরাই কর হে
এতো তোমাদেরই প্রভুর কার্য্য ঐ
আমার নাই কোন অধিকার
এতো তোমাদেরই প্রভুর কার্য্য
তোমরাই কর হে
"করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্ত্তনের করি অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
অল্প ভাগ্যে হয় না
ঠাকুর বৈষ্ণবের আগমন
ঠাকুর বৈষ্ণবের আগমন
গৃহে নাম সঙ্কীর্ত্তন ঐ (মাতন)
অল্প ভাগ্যে হয় না
"অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কাল হবে কীর্ত্তন বিলাস।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ করিবেন আস্বাদন
মার্জ্জন হবে রে
চিত্ত দর্পণ ঐ
দুর্ব্বাসনা মালিন্য দূরেতে যাবে রে
দুর্ব্বাসনা মালিন্য
অনাদি কালের ঐ
(দুর্ব্বাসনা মালিন্য) দূরেতে যাবে রে

ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ হবে রে
ত্রিতাপ জ্বালা দূরেতে যাবে রে
ত্রিতাপ জ্বালা
আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ঐ
ত্রিতাপ জ্বালা দূরেতে যাবে রে
সর্ব্ব অমঙ্গল দূরেতে যাবে রে
আর সকল মঙ্গল উদয় হবে রে
সকল মঙ্গল
[পরিপূর্ণ] কৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকুল ঐ
শ্রীকৃষ্ণ নাম গুণ গানে ঐ
সকল মঙ্গল উদয় হবে রে
উন্মুখ হবে রে
যত বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি ঐ
প্রাকৃত] ভোগ বাসনা হতে উঠে ঐ
শ্রীকৃষ্ণ পদে ঐ
অনুশীলন করবে
কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ ঐ
সর্ব্বসাধন-শকতি পেয়ে ঐ
সর্ব্বসাধন শকতি পেয়ে
শ্রীকৃষ্ণনামগুণগানে ঐ (মাতন)
অনুশীলন কর্‌বে
কায়মনবাক্যে কৃষ্ণ ঐ
স্নিগ্ধ হবে রে
সর্ব্বাত্মা ঐ
প্রেমামৃত-সিঞ্চনে ঐ

প্রেমামৃত সিঞ্চনে

শ্রীকৃষ্ণ নামগুণগানে ঐ [মাতন]

[সর্ব্বাত্মা] স্নিগ্ধ হবে রে

দূরেতে যাবে রে

এই প্রাকৃত দেহাভিমান ঐ

এই প্রাকৃত দেহাভিমান

দারুণ সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ঐ

[এই প্রাকৃত দেহাভিমান] দূরেতে যাবে রে

ভূষিত হবে রে

ভাব ভূষণে ঐ

ভাব ভূষণে

কম্প অশ্রু পুলকাদি ঐ

শ্রীকৃষ্ণনাম গুণগানে ঐ [মাতন]

[ভাব ভূষণে] ভূষিত হবে রে

লুব্ধ হবে রে

গোপীভাবামৃতে ঐ

অভিমান পাবে রে

শ্রীরাধাদাসী ঐ

শ্রীরাধাদাসী অভিমান পাবে

শ্রীকৃষ্ণনামগুণগানে ঐ [মাতন]

প্রাপ্তি হবে রে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঐ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে

ব্রজে গোপীদেহ পেয়ে ঐ [মাতন]

ডুবে যে যাবে রে

৮

যুগল-সেবামৃত-রসে ডুবে যে যাবে রে

যুগল-সেবামৃত সমুদ্রে ঐ

শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে ঐ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ করিবেন আস্বাদন

পূরিবে সবার অভিলাষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র সকল ভকত বৃন্দ

গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥"

"জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।"

আজ পাথার বয়ে যায় রে

সংকীর্ত্তন অধিবাসে নদীয়ায় আনন্দের ঐ

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া

(সীতানাথ আমার) করে খোল মঙ্গলের সাজ রে ॥"

আজ আনন্দ আর ধরে না রে

আমার সীতানাথের অন্তরে ঐ

(বহুদিনের) সঞ্চিত সাধ পূর্ণ দেখে ঐ

[বলে] এত দিনে সফল হোলো

আমার গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া ঐ

এত দিনে সুফল ফলিল

[অনশনে] হা কৃষ্ণ বলে কাঁদার ঐ

গেল কলিজীবের দুঃখ গেল

যাঁর লাগি আমি কেঁদেছিলাম ঐ

আর ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে না

[এই যে তাপ] জুড়ান নামের প্রচার হোলো ঐ

প্রেম বন্যায় জগৎ ভাস্‌বে

কলিহত জীবে পাবে

ব্রহ্মাদির সুদুর্লভ প্রেমধন ঐ

[তাই আজ] আনন্দ আর ধরে না রে

কলিজীবের সৌভাগ্য স্মঙরি সীতানাথের ঐ

কলিজীবের সৌভাগ্য স্মঙরি

আনন্দ আর ধরে নারে

শান্তিপুরাধিপ সীতানাথের মনে ঐ

[সীতানাথ আমার] "করে খোল মঙ্গলের সাজ রে ॥"

"আনিয়া বৈষ্ণব সব হরি বোল কলরব

আজ আনন্দ আর ধরে না রে

শুভ অধিবাসের আয়োজনে ঐ

আজ উঠিল আনন্দ রোল

সবাই বলে হরিবোল ঐ

"মহোৎসবের করে অধিবাস রে।

আপনি নিতাই ধন দেই মালা চন্দন

আদর আর কেবা জানে

আদরের মূরতি নিতাই বিনে ঐ

আমার নিতাই বিনে আর কে জানে

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসের আদর ঐ

আমার নিত্যানন্দ রাম

শ্রীবৈষ্ণবধাম ঐ

[নিতাই আমার] "করে প্রিয় বৈষ্ণব-সম্ভাষ রে"

এস ধর মালা পর বলে

মৃদু হেসে অমিয়ামাখান বোলে ঐ

[নিতাই আমার] "করে প্রিয় বৈষ্ণব-সম্ভাষ রে ॥"

[নিতাই আমার] চ'লে যেতে পড়ে ঢ'লে

এস এস ধর মালা পর ব'লে ঐ

[নিতাই আমার] "করে প্রিয় বৈষ্ণব-সম্ভাষ রে ॥"

নিতাইচাঁদের মালা পরান নয় রে

যেন শকতি জাগায়ে দিল ঐ

যেন শকতি জাগায়ে দিল

মাল্য চন্দন পরাবার ছলে ঐ

"গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাত্থা থৈয়া থৈয়া"

[নিতাইচাঁদের] পরশে শকতি পাইয়া

মাল্য চন্দন পরাবার কালে ঐ

"অমনি গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাত্থা থৈয়া থৈয়া

করতালে অদ্বৈত চপল রে।"

করতালে অদ্বৈত চপল

পেয়ে প্রাণ গৌরাঙ্গের আজ্ঞাবল ঐ

"হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান

নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল রে ॥

ভুবনমঙ্গল গৌর নাচে

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন অধিবাসে ঐ

নাচে রে গৌরাঙ্গ নট

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট ঐ

সঙ্কীর্ত্তন রাস করি প্রকট ঐ

সঙ্কীর্ত্তনে রাস করি প্রকট ঐ

[আমার] রসরাজ গৌরাঙ্গ নাচে

নব নটবর সাজে ঐ

বিনোদ নাটুয়া কাচে ঐ

[আমার] রসরাজ গৌরাঙ্গ নাচে

নিজ পারিষদ গোপীমাঝে ঐ

[আমার] সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

হেম-কিরণিয়া আমার ঐ

[যেন] সোণারই কমল নাচে

প্রেম-সরোবর মাঝে ঐ

ভাব হিল্লোলে হেলে দুলে ঐ

হেলে দুলে প্রাণ গৌর নাচে

বিংশতি-ভাব-হিল্লোলে ঐ

[আমার] নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেলে দুলে প্রাণ গৌর নাচে ঐ

নিতাই নাচে কাছে কাছে ঐ

হেমদণ্ড বাহু পসারিয়ে ঐ

মা তার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে তাই ঐ

মা তার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে

সঙ্কীর্ত্তনে আসবার বেলায়

দেখো নিতাই থেকো কাছে

প্রাণগৌর ধুলায় পড়ে পাছে ঐ

তাই নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণগৌর ঢ'লে পড়ে পাছে ঐ (মাতন)

আর কে বা ধরবে

নিতাই বিনে কে ধরে আর

বিবর্ত্ত বিলাস রঙ্গ ভার ঐ (মাতন)

বিশ্বম্ভরে কেবা ধরে

ধরণীধর নিতাই বিনে ঐ (মাতন)

তাই নিতাই নাচে কাছে কাছে

সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

[গোরা] রসের বদন পানে চেয়ে ঐ

গরবে অদ্বৈত নাচে

হুঙ্কার গর্জ্জন ক'রে ঐ

অদ্বৈত নাচে হেলে দুলে

আমি এনেছি এনেছি ব'লে ঐ

আমি এনেছি এনেছি ব'লে

আয় আয় তোরা দেখে যা ঐ (মাতন)

আয় আয় তোরা দেখে যা

নিকুঞ্জ বিলাস-বৈভব ঐ

আমার গৌরাকৃতি মদন গোপাল ঐ (মাতন)

সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গৌরের ভাব অনুরূপ স্বরূপ পেয়ে ঐ

মঞ্জরী আবেশে ঐ

গদাধর বাম পাশে আছে

হ'য়ে ছায়ার মত অনুগত ঐ

প্রাণগৌর নটন দেখছে ঐ

প্রাণ গৌর নটন দেখছে

আমার বঁধু কেমন সেজেছে ঐ

আমার বঁধু কেমন সেজেছে

গদা রাধা মনে করিছে ঐ

আমার বরণ ধ'রে পরাণ বঁধু কেমন সেজেছে

[আজ] আস্বাদিছে গদা কিশোরী

আমার সনে মিলে বঁধুর কি মাধুরী ঐ (মাতন)

এ যে আশ-মিটান লীলা রে

প্রাণরাধা রাধারমণের ঐ

যুগল মাধুরী দোহার ঐ

তারাই ত যুগল হেরে

যারা সম্মুখে থাকে ঐ

সখী আর মঞ্জরী ঐ

লোভোৎপত্তি হয়েছিল বটে

তাদের মুখে সুখের বিকাশ দেখে ঐ

যুগল মাধুরী আস্বাদিতে ঐ

আজ সে সাধ মিটাইছে

আস্বাদিছে গদাকিশোরী

[আমা সনে] মিলে বঁধুর কি মাধুরী ঐ (মাতন)

নরহরি চামর ঢুলাইছে

(প্রাণ গৌরাঙ্গের) সঙ্কীর্ত্তন শ্রম জানি ঐ

অনুরাগে ডগমগ হয়ে ঐ

তার দুনয়নে বারি ঝরছে

নরহরি চামর ঢুলাইছে ঐ

প্রেমধারায় ধিক্ মানিছে

সেবা অনুরাগে নরহরি ঐ

(বলে) দূরে যা রে প্রেমবারি

আমি এখন তোরে চাই না ঐ

(তুই যে) হ'লি গৌর সেবার ঐরি ঐ

(গোরা রসের) বদন হেরি চামর করি ঐ (মাতন)

নাগরালীর মাধুরী হেরি ঐ

নরহরি চামর ঢুলাইছে

ঘিরে ঘিরে নাচ্‌ছে

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ঐ

মণ্ডলী বন্ধন ক'রে ঐ

মাঝে নাচে গোরা বনমালী

চারিদিকে ঘিরে পারিষদ্ আলি (তার) ঐ

মাঝে মাঝে গৌর নাচে

দুই দুই পরিকর তার ঐ

সঙ্কীর্ত্তনে রাস র'চে ঐ

আমার রসরাজ গৌরাঙ্গ নাচে

নিজ পারিষদ গোপীমাঝে ঐ

সবাই মনে কর্‌ছে

আমারি কাছে গৌর নাচে ঐ

নটন শোভার বলিহারি যাই

(ও) "গমন নটন লীলা"

গমন নটন লীলা

(ওগো আমার) চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গের ঐ

(ওগো আমার) রসরাজ গৌরাঙ্গ নটের ঐ

(আমার গোরা) সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পটের ঐ

(ওগো আমার) নদীয়া বিনোদ গৌরাঙ্গের ঐ

" প্রাণ শচীদুলালিয়ার ঐ

" সীতানাথের আনা নিধির ঐ

" গদাধরের প্রাণ বঁধুয়ার ঐ

" শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়ার ঐ

" নরহরির চিতচোরের ঐ

" নিতাই পাগল করা গোরার ঐ

চলে যেতে নেচে যায়

নাটুয়া মূরতি গৌর আমার ঐ

(প্রাণ গৌরাঙ্গের) নাটুয়া মূরতি নটন গতি ঐ

(ভাবনিধি গোরা) ভাবহিল্লোলে হেলে দুলে ঐ

মূরতি দেখে মনে হচ্ছে

বুঝি নটনে ওর উৎপত্তি

কোন দেশে কোন নিগূঢ় খেলায় ঐ

তাই চলে যেতে নেচে যায়

(আমার গোরা) ভাবে ভরা রসে গড়া ঐ

"গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা"

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

(রসের গোরা চিতচোরা) চলে যেতে নেচে যাচ্ছে ঐ

যেন, কত শত কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম রাগ যিনি ঐ

না, না, তাতেও তুলনা হয় না

যেন অমিয়া সিন্ধু উথলিছে

জগত অমৃতময় করবে ব'লে ঐ

আমার গৌরহরি হরি বলিছে ঐ

চল্‌তে নাচে বল্‌তে গায়

আমার রসময় গৌরাঙ্গ রায় ঐ (মাতন)

সে অমনি ঢলে পড়িছে

হরি ব'লে যার পানে চাইছে ঐ

চাহনিতে বাণ হেনেছে তাই (তাই) ঐ (মাতন)

আমার রসের গৌরাঙ্গ নাচে

আমার রসিয়া গৌরাঙ্গ নাচে

আমার বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

যে ঢ'লে পড়ে তারে বুকে ধরে ঐ (মাতন)

নাচিছে গোরা নাগরবর

কীর্ত্তন কেলি রস-তৎপর ঐ (মাতন)

নাচে রসের গোরা হেলে দুলে

রস-কেলি-কল্লোলে ঐ

"মধুর চাহনি আকর্ষণ"।

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ"

প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গিয়া প্রাণগৌরাঙ্গের ঐ

অনঙ্গ মোহন গৌরাঙ্গের ঐ

রঙ্গের মন্দির গোরার ঐ

রঙ্গের মন্দির গোরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস ঐ

নবীন কামের কোঁড়া ঐ (মাতন)

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ ভাব বিনে নাহি সঙ্গ"

অভাবের সঙ্গ করে না

অভাবে থাকা দেখতে পারে না ঐ

ভাবের অভাব দেখতে পারে না ঐ

এ যে ওর জাত স্বভাব ঐ

স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

ও মা ওর কি গরজ বালাই ঐ

নিশিদিশি ভাব প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ ভাবুক সঙ্গে ঐ

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প অশ্রু পুলকাদি ঐ

ও ত নয় অষ্ট সাত্ত্বিক

ও যে কেলি রঙ্গের বিকাশ ঐ

"রসময় দেহেরি গঠন" ॥

(আমার) গৌর কিশোরবর

আরে আমার চিতচোর ঐ

রসে তনু ঢরঢর ঐ

অখিল মরম চোর ঐ

শ্রীনবদ্বীপ পুরন্দর ঐ (মাতন)

নাচে গৌরাঙ্গ নাগরবর ।

কীর্ত্তন কেলিরস তৎপর ॥ (মাতন)

"নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল রে ॥"

"চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘনে ঘন"

আজ বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

(ব'য়ে) যায় গৌর প্রেমের পাথার

(ব'য়ে) যায় মধুর রসের পাথার

সঙ্কীর্ত্তন অধিবাসে নদীয়ায় ঐ

(তাতে) সুখেতে দিতেছে সাঁতার

যত ভক্ত-হংস-চক্রবাক তায় ঐ

নিতাই তরঙ্গে নেচে নেচে ঐ

নিতাই তরঙ্গে নেচে নেচে

করুণা অদ্বৈত বাতাসে হেলেদুলে ঐ

সুখেতে দিতেছে সাঁতার

(আ মরি) গোরা-রস-সিন্ধু-বক্ষ-বিহার ঐ

"কাল হবে কীর্ত্তন মহোৎসব রে।"

সবে হরি হরি বলে

নিশি-পরভাতে নামযজ্ঞ দেখ্‌বে ব'লে ঐ

নয়ন ভরে দেখ্‌ব মোরা

কেমন গৌরের নামযজ্ঞ ঐ

"আজ খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি

বংশী বলে দেহ জয় রব রে।"

প্রাণ ভ'রে জয় দাও ভাই

আমার নিতাই গৌর সীতানাথের ঐ

নিতাই গৌর সীতানাথের

তিন প্রভু এক তনু মন ঐ

প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই

নিতাই গৌর সীতানাথ

জয় রে জয় রে জয় ঐ

হোতা যজ্ঞেশ্বর যজমান ঐ (মাতন)

ভিনু ভিনু দেহ একই পরাণ ঐ

জয় গৌরাঙ্গ প্রেমসিন্ধু জয়

তাতে নিতাই তরঙ্গ জয় ঐ

অদ্বৈত করুণাবাতাস জয় ঐ

জয় নিতাই গৌর সীতানাথ

জয় গদাধর শ্রীনিবাস ঐ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

নিতাই গৌর হরি বোল।

—০—

ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের উত্থান-কীর্ত্তন

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল ॥
ময়ূর-ময়ূরীরব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও হে গৌরগুণমণি ॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
মধুকর তেজল কুমুদিনী-পাশ ॥
করযোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও হে গৌর ত্যজহ আলিসে ॥

—০—

শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের উত্থান-কীর্ত্তন

রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হইল বলি হে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে ওহে শুক ডাক উচ্চৈঃস্বরে।
প্রবল পবন বহে কুঞ্জের ভিতরে ॥
শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নবজলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে ওহে শারী মোরা পোষা পাখী।
জাগালে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী ॥

শারী বলে ওহে শুক কর বেদধ্বনি।
চমকি চমকি জাগে রাধা-বিনোদিনী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ উদয় হইল চল গৃহে যাই॥

—০—

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম-তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অতি অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

—০—

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম সুগোর॥

ললিতা বিশাখা সখী প্রেমেতে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥

বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগলকিশোর॥

গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥

বাজত বিবিধ বাদ্য যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

—০—

প্রাভাতিক কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌরচন্দ্র॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি (গৌর) ভক্তবৃন্দ॥
জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

"শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুরমুনিগণ-মনোমোহন-ধাম॥
জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি-কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,
নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ॥"

জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ॥

"শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ-কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণীনন্দন॥
যাঁর লীলা-লাবণ্য-ধাম, আগমে নিগমে গান,
যাঁর রূপ ভুবনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধী-সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধ হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ॥"

জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥

"জয় জয় অদ্ভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে, আইলা নাগররাজ।
তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া-মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, শ্রীঅদ্বৈত-চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি॥"

জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

"শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর-চন্দ্র!
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূত-চন্দ্র!
হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র।
বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ দয়ার্দ্র-চিত্ত!
পদ্মাবতী-সুত ময়ি প্রসীদ॥
সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র!
হা নাথ! শান্তিপুর-লোক-বন্দ্যো।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-করুণৈক-পাত্র!
শ্রীঅচ্যুত-তাত! ময়ি প্রসীদ॥
রত্নাবতী-নন্দন! প্রেম-পাত্র!
হা শ্রীমাধবাচার্য্যস্য পুত্র।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রস-বিলাস!
হা শ্রীগদাধর! কুরু তেঽঙ্ঘ্রি-দাসম্॥
শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্রচিত্ত!
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈকপাত্র।
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য!
শ্রীবাসপণ্ডিত! ভব মে প্রসন্ন॥"

"হরি হরি ঐছে কি হওব আমার।
সহচর সঙ্গে, রঙ্গে পহুঁ গৌরক,
হেরব নদীয়া-বিহার॥

সুরধুনী-তীরে, নটন-রসে পহুঁ মোর,
করব কীর্ত্তন-বিলাস।
সো কিয়ে হাম, নয়ন ভরি হেরব,
পূরব চির-অভিলাষ॥
শ্রীবাস-ভবনে য'ব, নিজগণ-সঙ্গহি,
বৈঠব আপন-ঠামে।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যা,- নন্দ, ছত্র ধরি,
পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে, লেই তাঁহা যায়ব,
হেরব সো মুখচন্দ।
শ্রমজল সকল, কলেবর মিটব,
পায়ব প্রেম-আনন্দ॥
জননী সম্বোধনে, যব ঘরে আয়ব,
করব ভোজন পান।
এ রামানন্দ, আনন্দে কি হেরব,
সফল করব দু'নয়ান॥"

জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ॥
জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে জয় জয়* রায় ভবানন্দ।
জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র॥
জয় কানাই খুঁটিয়া শিখিমাহিতী গোপীনাথাচার্য্য।
জয় তিনপুত্র সঙ্গে জয় জয়* সেন শিবানন্দ॥

---

*মধ্যাহ্নে জয় জয় স্থানে 'নাচে' হইবে।

জয় কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ॥

জয় দ্বাদশ-গোপাল-আদি চৌষট্টি-মহান্ত।
জয় গিরি-পুরী-ভারতী-আদি পুরী মাধবেন্দ্র॥

জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজচন্দ্র।
জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ॥

জয় বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ গঙ্গা বীরচন্দ্র।
জয় সীতা-শ্রীঅদ্বৈতসুত শ্রীঅচ্যুতানন্দ॥

জয় কালিদাস ঝড়ুঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত॥

জয় রাঘবপণ্ডিত গদাধরদাস ভাগবতাচার্য্য।

জয় অভিরাম গৌরীদাস নন্দন-আচার্য্য॥
জয় পরমেশ্বর দাস পুরী গোসাঞি জয় জগদানন্দ।

জয় জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ॥

জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র॥

উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌর-ভক্তবৃন্দ।
হইয়াছেন আর হবেন যত প্রভুর ভক্তবৃন্দ॥

(তোমরা) সবে মিলে দয়া কর আমি অতি মন্দ।
(কপট) কুটিনাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ।
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ॥

(যেন) ব্যাকুল-প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।
গাই যেন হা নিতাই গৌরাঙ্গ॥ (মাতন)

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

—০—

শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন পূর্ণ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
(ভজ) হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্যলীলায় পরম আনন্দ॥
এই সব গোঁসাইএর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই সব গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
(গৌর গোবিন্দ লীলা করিলা প্রকাশ॥)
এই সব গোঁসাই যাঁর তাঁর মুঁই দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব জয় সুলোচন॥

ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় হরিদাস
(শ্রীনিবাস) নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস ॥

(জয়) জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যাঁর প্রাণ ।
সবে মিলে দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান ॥

দন্তে তৃণ ধরি মুঁই করি নিবেদন ।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন ॥

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাই ।
(এই) কলি-ভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদ-পদ্ম করি আশ ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

বোল শ্রীনিত্যানন্দ বোল শ্রীনিত্যানন্দ ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
নিতাই বিনে আর গতি নাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ।
অগতির গতি নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
(আমাদের) কুলের দেবতা নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ।
পাগলের প্রাণ নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু বোল শ্রীনিত্যানন্দ ।
গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
অভিন্নচৈতন্য-তনু বোল শ্রীনিত্যানন্দ ।
বল নিতাই বোল নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥

সাধন ভজন নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
পতিতের বন্ধু নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ॥
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বোল শ্রীনিত্যানন্দ॥

নিতাই এনেছে নাম গৌরহরি হরিবোল।
পাগলা-নিতাই-এর বোল গৌরহরি হরিবোল॥
যারে দেখে তারে বলে গৌরহরি হরিবোল।
(যারে দেখে তারে বলে),—
গৌরপ্রেমের পাগলা নিতাই, যারে দেখে তারে বলে ;
গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
(ও ভাই) বোল হরিবোল নিতাই-গৌর-হরিবোল॥
(নিতাই) যারে দেখে তারে বলে গৌরহরি হরিবোল।
(দিয়ে) আচণ্ডালে কোল বলে গৌরহরি হরিবোল॥
(ও ভাই) বোল হরিবোল গৌরহরিবোল।
বোল হরিবোল, গৌরহরিবোল, গৌরহরি হরিবোল,
গৌরহরিবোল [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকী জয়।
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়॥
করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরভক্তবৃন্দকী জয়।
আপন আপন গুরুগোবিন্দকী জয়।
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥

—

শ্রীসন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ সুষম ফুলে বনি বনমালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজলা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।
সহস্রবদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-বিভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভদাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিলা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তুঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাটপটাম্বর উঢ়ে নীলশাড়ী।
সীঁথিপর সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥

বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি-অঙ্গজ্যোতি॥
চূয়া চন্দন গন্ধ দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু-রাজনন্দিনী বদন উজলা॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদপঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-জীউর সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন

হরত সকল, সন্তাপ জনমকো,
মিটত তলপ যম কালকী।
(শুভ) আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকী।
গোঘৃত-রচিত, কর্পূরক-বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন থালকী।
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি ছবি,
মুখ-শোভা-আভা নন্দলালকী।
চরণ-কমল-পর, নূপুর বাজে,
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকী।

ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
বাজত বেণু রসালকী ॥
সুন্দর লোল, কপোলন কিয়ে ছবি,
নিরখত মদনগোপালকী।
সুর-নর-মুনিগণ, হেরতহিঁ আরতি,
ভকতবৎসল-প্রতিপালকী ॥
বাজে ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি,
অঞ্জলি কুসুম গুলালকী।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথদাস গোস্বামী,
মোহন গোকুললালকী ॥

আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকী।
মদনগোপাল জয় জয় যশোদাতুলালকী!
যশোদাতুলাল জয় জয় নন্দতুলালকী!
নন্দতুলাল জয় জয় গিরিধারিলালকী!
গিরিধারিলাল জয় জয় রাধারমণলালকী!
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকী!
রাধাবিনোদলাল জয় জয় রাধাকান্তলালকী!
রাধাকান্তলাল জয় জয় গোবিন্দগোপালকী!
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌরগোপালকী!
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর তুলালকী!
শচীর তুলাল জয় জয় নিতাইদয়ালকী!
নিতাইদয়াল জয় জয় সীতা অদ্বৈতদয়ালকী!
অদ্বৈত দয়াল জয় জয় গদাধরলালকী!
র) গদাধরলাল জয় জয় শ্রীবাসদয়ালকী!

শ্রীবাসদয়াল জয় জয় (গৌর) ভক্তবৃন্দলালকী !
(গৌর) ভক্তবৃন্দলাল জয় জয় শ্রীগুরুদয়ালকী !
পরমকরুণ-প্রেমদাতা শ্রীগুরুদয়ালকী !
(শুভ) আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকী ॥

——

শ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন

নমোনমঃ তুলসী মহারাণী, বৃন্দেজী মহারাণী, নমোনমঃ ॥ ধ্রু
নমো রে নমো রে মেইয়া, নমো নারায়ণী নমোনমঃ ॥
যাঁকো দরশে, পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ-পুরানে বাখানি।
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥
ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে,
শালগ্রামকী মহাপাটরাণী।
ধূপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি,
ফুলন কিয়ে বরখা বরখানি ॥
ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।
শিব সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥
চন্দ্রাসখী মেইয়া, তেরী যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী ॥

—০—

(২)

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
(মোর) এই মনে অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে পাব বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল-রূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ-দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা আমি ভাসি ॥

——

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কল্পতরু,
অদ্ভূত যাঁহাক প্রকাশ।
হিয়া আগেয়ান, তিমির-বরজ্ঞান,
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত মো হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ,
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥
দুরমতি অগতি, সতত অসত মতি,
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন-, যুগল-ভজন-ধন,
মোহে করল উপদেশ ॥

নিরমল-গৌর-, প্রেমরস-সিঞ্চনে,

পূরল সব মন-আশ।

সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল,

রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥

—ইহার পরে "শ্রীশ্রীনামাবলী" ইত্যাদি কীর্ত্তন।

—০—

শ্রীশ্রীরাধারণো-রাম-জয়তি

শ্রীগুরু রাম জয়গুরু রাম

নিতাই গৌর নামের রহস্য

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব— দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে— দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা

সাধ্য,— নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

সাধন,— হরে কৃষ্ণ হরে রাম

আবার,— অতিগূঢ়-রহস্য আছে এই নামে

আশ্রয়-জাতীয়-সাধন-ক্রমে-আবার,— অতিগূঢ়-রহস্য আছে এই নামে

নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

তাই,— আগে নিতাই পিছে গৌর— নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে

শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিতাই আমার— ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে

বিলাসি-গৌরাঙ্গ-বিলাসের— ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে

এই কাজ আমার নিতাইচাঁদের

ভূমি প্রস্তুত হ'লে পরে

বিলাসি-গোরা আসি' খেলা করে

ডাক্‌তে হয় না ব'ল্‌তে হয় না— বিলাসি-গোরা আসি' খেলা করে

গৌরকিশোর খুঁজে বেড়ায়

রসের গোরা খুঁজে বেড়ায়

বিলাসি-গোরা খুঁজে বেড়ায়

বিশুদ্ধ-চিত্ত আছে কোথায়— বিলাসি-গোরা খুঁজে বেড়ায়

চাঁদ,— নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

আশ্রয়-তত্ত্বের মূল সম্পত্তি-চাঁদ— নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

গৌর,— অনুরাগ-সোহাগায় শোধন করা— চাঁদ,—

নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

ধরায় পরশমণির বর্ণ

চাঁদ,— নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ— ধরায় পরশমণির বর্ণ

যারে তারে পরশ ক'রে— ধরায় পরশমণির বর্ণ

কে কোথায় শুনেছে

সোনা ছুঁলে পরশ হয়— কে কোথায় শুনেছে

জগজনে এই ত' জানে

লোহা,— সোনা হয় পরশ-পরশনে— জগজনে এই ত' জানে

সেও তো ধাতুর বিচার করে

পরশমণি বলে যারে— সেও ত' ধাতুর বিচার করে

সে-ত',— যারে তারে সোণা ক'রতে নারে

এ-যে বিপরীত গতি রে

এ-যে সোনা-ছুঁলে পরশ হয়

যারে তারে পরশ করে

নিতাই সোনা পরশ ক'রে— যারে তারে পরশ করে

পরশিতেও হয় না

পরশেরও অপেক্ষা রাখে না

ভাই রে,— এম্‌নি আমার নিতাই সোনা— পরশেও অপেক্ষা রাখে না

শুধু,— মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

আমার নিতাই-সোনার নাম— শুধু মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই— শুধু মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

ব'ল্লেই হয় বা শুন্‌লেই হয়

হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই— ব'ল্লেই হয় বা শুন্‌লেই হয়

চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়

হেলায় শ্রদ্ধায়, নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়

দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে— চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়

দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে

অনাদি কালের সঞ্চিত যত— দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে

চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়

চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হ'লে

হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হ'লে

হৃদয়ে জাগে রে

পরশমণির খনি অম্‌নি— হৃদয়ে জাগে রে

পরশমণির খনি'—

মহা,— ভাব-প্রেম-রসময়— পরশমণির খনি

অখিল-লাবণ্য-মাধুর্য্য-আলয়— পরশমণির খনি

সৌন্দর্য্যের সার, মাধুর্য্যের পার— পরশমণির খনি

'সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার'—

মহাভাবের আধার— সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার

হৃদয়ে জাগে রে

অপ্রাকৃত-পরশমণির খনি— হৃদয়ে জাগে রে

মূর্ত্তিমান হ'য়ে খনি— হৃদয়ে জাগে রে

'মূর্ত্তিমান হ'য়ে'—

কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে— মূর্ত্তিমান হ'য়ে

'কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে'—

রসাবেশে হেসে হেসে— কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে

হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে— হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে

'নিতাই নিতাই বল্‌তে শুন্‌তে'—

গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র— নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে

অদ্বৈত-বলে বলী হ'য়ে— নিতাই নিতাই ব'লতে শুন্‌তে

গদাধরের কূলে দাঁড়ায়ে— নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে

নরহরির আনুগত্যে— নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে

হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে

নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

হৃদয়ে-গৌর উদয় হ'য়ে— নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

গৌর স্বরূপের এই ত' স্বভাব— নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

এই,— দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ,— সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—

এই দেহাভিমান যায় রে দূরে

আমার,— গৌরগুনে ঝুরে ঝুরে-এই,— দেহাভিমান যায় রে দূরে

আর কোন উপায় নাই রে

গরব্— ক'রে ব'লতে পারি— আর কোন উপায় নাই রে

বিধির কলম রদ করিবার— আর কোন উপায় নাই রে

'বিধির কলম রদ করিবার'—

প্রাকৃত,— দেহাভিমান ঘুচাইবার— বিধির কলম রদ করিবার

আর কোন উপায় নাই রে

আমার,— গৌর-গুণে কাঁদা বিনে— আর কোন উপায় নাই রে

দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

আমার,—গৌর-গুণে কাঁদা বিনে—দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

'আমার,— গৌর-গুণে কাঁদা বিনে'—

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ— আমার,— গৌর-গুণে কাঁদা বিনে

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ

হ'য়ে গেছে রাধারূপ

শ্যাম-সুন্দর ভুলে আপন স্বরূপ— হ'য়ে গেছে রাধারূপ

তাইতে স্বরূপ স্বরূপ জাগায়

রাধাভাবে ভুলেছে আপনায়— তাইতে স্বরূপ স্বরূপ জাগায়

এই,— দেহাভিমান যায় রে দূরে

গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে— এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

'গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে'—

ভাবিনীর স্বরূপে ভোরা— গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে

এই,— দেহাভিমান যায় রে দূরে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি— ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপী-ভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে—গোপী-ভাবামৃত লুব্ধ করে,

শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

আবরণ ঘুচাইয়ে — শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ—শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

তখন,— যুগলরূপে দেখা দেয় রে

শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—তখন, যুগলরূপে দেখা দেয় রে

শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—রাধাদাসী-অভিমান দিয়ে

শ্রী,—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

রাই-কানু-মিলিত গৌর—শ্রী,—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

তাই,—ব'লেছেন ঠাকুর-নরোত্তম

নিত্যলীলা তারে স্ফুরে

গৌর-গুণে যে বা ঝুরে—নিত্য লীলা তারে স্ফুরে

যুগল রূপে দেখা দেয় রে

হৃদি-মণিমন্দিরে গৌর—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

রাধাদাসী,—অভিমানের ভোগ দিতে—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

পরিণতিভোগ করাবার লাগি—যুগল রূপে দেখা দেয় রে

তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

শ্রীগুরু-রূপা সখী—তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

পরম-করুণ-শ্রীগুরুদেব—তখন, ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

যদি ভোগ ক'রতে চাও

নিশিদিশি জপ কর

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—নিশিদিশি জপ কর

রাধাদাসী-অভিমান ধর,—নিশিদিশি জপ কর

'রাধাদাসী-অভিমান ধর'—

আর,—হৃদয়ে যুগল স্মঙর—রাধাদাসী-অভিমান ধর

নিশিদিশি জপ কর

লীলা উপলব্ধি হবে—নিশিদিশি জপ কর

নিত্য লীলা দেখতে পাবে

রাধাদাসী,—অভিমানে নাম জপে—নিত্য লীলা দেখতে পাবে

শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক— শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে

যুগল-বিলাস হেরে

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে নাম-সাধনে—যুগল বিলাস হেরে

শ্রীযমুনা-পুলিন-বনে—যুগল বিলাস হেরে

নিভৃত-নিকুঞ্জ-মাঝে—যুগল বিলাস হেরে

হ'য়ে,—রূপ গুণে ডগমগি—যুগল-বিলাস হেরে

'হয়ে—রূপে গুণে ডগমগি'—

সদা হ'য়ে অনুরাগী—হ'য়ে,—রূপে গুণে ডগমগি

যুগল-বিলাস হেরে

তখন,—ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে

শ্রীগুরুরূপা সখী—তখন,—ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে

শ্রীরাস-মণ্ডল-মাঝে—তখন,— ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে

ইঙ্গিত ক'রে দেখায়ে দেন

এক-পাশে দাঁড়ায়ে থেকে—ইঙ্গিত ক'রে দেখায়ে দেন

ঐ একবার চেয়ে দেখ

মূরতি ধ'রেছে

তোমার জপা নাম-মালা—মূরতি ধ'রেছে

মূরতি ত' দেখ নাই

যে নাম,—মালা জ'পে এখানে এলে—তার,—মূরতি ত' দেখ নাই

নাম জপ করেছ—কিন্তু,—মূরতি ত' দেখ নাই

ঐ,—চেয়ে দেখ রাস-মণ্ডলে

স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে

'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার—স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে

'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার'—

যার আশ্রয়ে এখানে এলে—সেই,—'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার

স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে

ঐ দেখ,—মূরতিমন্ত নাম-মালা

শ্রীরাস-মণ্ডলে দেখ—মূরতিমন্ত নাম-মালা

অনেকেই ত' জপ কর ভাই

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায়—অনেকেই ত' জপ কর ভাই

অষ্টোত্তর-শত-মালা—অনেকেই ত' জপ কর ভাই

মালার রহস্য কি বুঝেছ

মালার ঝোলা রাসস্থলী

অপরূপ রহস্য ভাই

অষ্টোত্তর-শত-মালার—অপরূপ রহস্য ভাই

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

এ-ত,'—বলবার কথা নয় ভাই

কেবল অনুভবের ধন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়—কেবল অনুভবের ধন

অনুভব কর ভাই রে

এই আমাদের ভোগ্য-নিধি—অনুভব কর ভাই রে,

নাম,—মালার মাঝে সকলেই আছে

মাঝে আছে সুমেরু

জড়াজড়ি কিশোরী-কিশোর—মাঝে আছে সুমেরু

সুমেরু-যুগলকিশোর ঘিরে

চারিদিকে নামের মালা

নামের মালা ব্রজবালা

যুগল,—প্রেম-সূত্রে বাঁধা সবে—নামের মালা ব্রজবালা

গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

বহু-প্রকাশে বিহরই—গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

মাঝে মাঝে বিহরই—গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

শ্রীগুরু-কৃপায় দেখে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক—শ্রীগুরু-কৃপায় দেখে

মালাই ত' রাস বটে

দেখে,—মূরতিমন্ত নাম-মালা

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছু দেখে না

কোন মূরতি দেখ্‌তে পায় না

রাধা, কৃষ্ণ, গোপী, মণ্ডলী—কোন,—মূরতি দেখ্‌তে পায় না

দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ

অকস্মাৎ প্রকাশ—দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ

কোন মূরতি দেখা যায় না

সেই গৌরবর্ণের প্রভাবেতে—কোন মূরতি দেখা যায় না

তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে

মূরতি দেখ্‌বার তরে—তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে

এ'রা কোথা গেল ব'লে—তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে

কিছু পরে দেখ্‌তে পায়

শ্রীগুরু-কৃপায়—কিছু পরে দেখ্‌তে পায়

আবির্ভাব এক নব-মূরতি

যা,—ব্রজে কখনও দেখে নাই—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
নব-গৌরবর্ণ-ঘন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মাখামাখি পুরুষ-প্রকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
কিশোরী-বরণ কিশোর-গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাইএর বরণ শ্যামের গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাধাকৃষ্ণ,—প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি—আবির্ভাব এক নব মূরতি
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মহাভাব—প্রেম-রস-ঘনাকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
স্বর্ণ,—পঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি

সে-যে আমার গৌর-মূরতি

দেখে,—আবির্ভাব এক সোণার মূরতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
রাই-কানু একাকৃতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
রসবতী-ঢাকা রসভূপতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি

দেখে প্রাণের গৌরহরি

'হরে কৃষ্ণ' নামের স্বরূপ—দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই-সম্পুটে বংশীধারী—দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই,—কিশোরী-ঢাকা বংশীধারী—দেখে প্রাণের গৌরহরি

দেখে গৌর গুণনিধি

মহাভাব-প্রেম-রস-বারিধি—দেখে গৌর গুণনিধি

দেখে প্রাণের শচীসুত

মূরতি অদভূত—দেখে প্রাণের শচীসুত
ভানুসুতামণ্ডিত নন্দসুত—দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের নদের নিমাই

পরস্পর,—বুকে ধ'রে হারাই হারাই—দেখে প্রাণের নদের নিমাই

দেখে মধুর গৌর-দেহ

নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—দেখে মধুর গৌর-দেহ

দেখে চিতচোরা গোরা

পরস্পর,—বুকে ধ'রে আত্মহারা—দেখে চিতচোরা গোরা

শুধু কেবল তাই নয়

দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

রাই কানু, কানু রাই—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

রমণী রমণ, রমণ রমণী—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

কিশোরী কিশোর, কিশোর কিশোরী—দেখে,—

বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

মহাভাব রসরাজ, রসরাজ মহাভাব—দেখে,

বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে,—নিগম-নিগূঢ় গৌর-রূপ

বিলাস-বিবর্ত্ত-রূপ—দেখে,—নিগম-নিগূঢ় গৌর-রূপ

গৌর-মূরতি দেখেই

ব্রজ দেখে নদীয়া

স্বরূপের সঙ্গেই ধামের প্রকাশ—ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীযমুনা সুরধুনী—ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীরাস-মণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন

তার,—মাঝে নাচে শচীনন্দন

শ্রীরাস-মণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন—তার,—মাঝে নাচে শচীনন্দন

চারিদিকে ঘিরে নাচে

পারিষদ সব গোপীগণ— চারিদিকে ঘিরে নাচে

অপরূপ রহস্য ভাই

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার— অপরূপ রহস্য ভাই

গৌর-পরিকর যত

সখা-সখী-মিলিত— গৌর-পরিকর যত

এ-যে, —আশ-মিটান লীলা রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা— এ-যে,— আশ-মিটান লীলা রে

সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

সখা-সখী-সঙ্গে যুগল-কিশোরের— সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

শ্যামের বাসনা পূর্ণ হ'ল

স্বমাধুরী আস্বাদিল

রাধা-ভাব-কান্তি ধ'রে— স্বমাধুরী আস্বাদিল

রাইএরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

আমাদের,— কিশোরীর মনে সাধ ছিল

"নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি,

লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে"

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম্

সদাই তোমা ল'য়ে ফির্তাম্—যদি পুরুষাকৃতি পেতাম

আজ সেই সাধ মিটিল

রসময়ের গঠন পেয়ে— আজ সেই সাধ মিটিল

আগে,— নাম লইতে ছিল বাধা

ফুকারিয়ে শ্যামসুন্দর— আগে,— নাম লইতে ছিল বাধা

আগে,— কাল দেখ্‌তে বাধা ছিল

এবার সব বাধা মিটিল

দেশে দেশে ফিরি গো

পরাণ-বঁধু বুকে ধ'রে— দেশে দেশে ফিরি গো

সবাই বলে গৌরহরি

শচীদুলালে হেরি— সবাই বলে গৌরহরি

তা-তো নয় তা-তো নয়

ও-যে আমাদের প্রাণকিশোরী

ফির্‌ছে বঁধুকে বুকে ধরি'

বঁধুর বিরহ সইতে নারি'— ফির্‌ছে বঁধুকে বুকে ধরি'

আর কেউ লখিতে নার্‌ছে

বঁধুকে বুকে ধ'রে বেড়াইছে— আর কেউ লখিতে নার্‌ছে

বড় সাধে বেড়াইছে

বুকে রেখে উপরে থেকে— বড় সাধে বেড়াইছে

যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে— যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল

বলদেবেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

বড়ই বাধা ছিল

দাদা হ'য়ে রাস-ভোগে— বড়ই বাধা ছিল

তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

যার,— সেবাতে যুগল আছে বাঁধা—তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

সকলই ত' বলাই আমার

বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পেয়— সকলই ত' বলাই আমার

যোগপীঠ বলাই আমার

পুষ্প-শয্যা বলাই আমার

এ দিকে কোন বাধা নাই

কেবল সম্বন্ধ বাধা

দাদা-স্বরূপে রাস-ভোগে— কেবল-সম্বন্ধ বাধা

বলরামের সাধ উঠিল

এ স্বরূপে রাস ভোগ করিব— বলরামের সাধ উঠিল

কি ক'রে সাধ পূর্ণ হবে

মনে মনে ভাবিল

আমারই ত' স্বরূপ বটে

অনঙ্গমঞ্জরী— আমারই ত' স্বরূপ বটে

অন্তরঙ্গ সেবা করে

যুগলকিশোরের— অন্তরঙ্গ সেবা করে

আমি ত' প্রবেশ কর্‌ব

অনঙ্গমঞ্জরীতে— আমি ত' প্রবেশ ক'র্‌ব

বলাইএর স্বাদ পূর্ণ হ'ল

শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপে—বলাই এর পূর্ণ হ'ল

অনঙ্গের ভাব-কান্তি নিল— বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

অনঙ্গেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

তারা ত' অন্য নয়

রাইএর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়— তারা ত' অন্য নয়

কিশোরীর,— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তিমন্ত

সখী আর মঞ্জরী যত— কিশোরীর,— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তিমন্ত

মনে সাধ উঠেছিল

আমাদের কিশোরীর— মনে সাধ উঠেছিল

আশা ত' মিটে না

এক-দেহে সেবা ক'রে— আশা ত' মিটে না

তবে আমার আশ মিটিত

যদি আমার,— প্রতি অঙ্গ দেহ হ'ত— তবে আমার আশ মিটিত

যদি প্রতি অঙ্গ,— দেহ হ'য়ে সেবা দিত— তবে আমার আশ মিটিত

তখন,—করিলেন লীলা-শকতি

রাইএর প্রতি অঙ্গের মূরতি— তখন,— করিলেন লীলা-শকতি

একই বাসনা বটে

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই বাসনা

স্বরূপের যে বাসনা— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই বাসনা

তারাও পুরুষ-দেহ চায়

শ্রীরাধিকার আনুগত্যে— তারাও পুরুষ-দেহ চায়

অনঙ্গের বাসনা পূর্ণ হ'ল

বলরামের গঠন পেল— অনঙ্গের বাসনা পূর্ণ হ'ল

এইরূপে বাসনা পূর্ণ হ'ল

গৌর-পরিকর-স্বরূপেতে— এইরূপে বাসনা পূর্ণ হ'ল

সখাগণ ত' অন্য নয়

শ্যামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়— সখাগণ ত' অন্য নয়

তারা,—সখীগণের ভাব চায়

শ্যামসুন্দরের কায়ব্যূহ— তারা,— সখীগণের ভাব চায়

সখী-মঞ্জরীরা পুরুষ-দেহ চায়

শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ— সখী-মঞ্জরীরা পুরুষ-দেহ চায়

দুইএর আশা মিটিল

তারাই তারাই মিলিল

দুইএর কায়ব্যূহ— তারাই তারাই মিলিল

গৌর-পরিকর-স্বরূপেতে— তারাই তারাই মিলিল

যে অঙ্গের সঙ্গে যে অঙ্গের সম্বন্ধ

যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের— যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ

কৃষ্ণ-অঙ্গের সেই সখা

রাধা-অঙ্গের সেই সখী

তারাই তারাই মিলিল

লুব্ধ-অঙ্গের সখা-সখীরা মিলিল

উভয়ের সাধ পূর্ণ হ'ল

সখাগণ,— সখীর ভাব-কান্তি পেল

রাসের অধিকারী হ'ল—সখাগণ,— সখীর ভাব-কান্তি পেল

উজ্বল-রস আস্বাদিল

ব্রজের যত সখাগণ— উজ্বল-রস আস্বাদিল

সখীগণেরও আশা পূর্ণ হ'ল

সখার স্বরূপ পেল— সখীগণেরও আশা পূর্ণ হ'ল

আর কেউ চিনিতে নারে

ভাবিনীর গণ সবে— আর কেউ চিনিতে নারে

আর কেউ বলে না

ঐ ব্রজের ব্রজবালা

যমুনার,— তীরে ল'য়ে নন্দলালা— ঐ ব্রজের ব্রজবালা

বাদী হ'য়েছে নিরস্ত

এখন স্বচ্ছন্দে বিহরিছে

রাই-কানু-মিলিত-গৌর-সনে— এখন স্বচ্ছন্দে বিহরিছে

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

যুগলে যুগলে খেলা— মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

'যুগলে যুগলে খেলা'—

গৌর যুগল, পরিকর যুগল— যুগলে যুগলে খেলা

গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

রাই-কানু-মিলিত-স্বরূপ— গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

পরিকর কায়ব্যূহ-যুগল— গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

যুগলে যুগলে খেলা

যুগল বিষয়, যুগল আশ্রয়— যুগলে যুগলে খেলা

সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক দেখে—সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

রাই-কানু-মিলিত-গৌরাঙ্গে—সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

পারিষদ-বেশে সখা-সখী—সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

'পারিষদ-বেশে সখা-সখী'—

দেখ্‌তে পুরুষ, ভাব প্রকৃতি— পারিষদ-বেশে সখা-সখী

সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—সবে,— ঘিরে ঘিরে নাচিছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-রূপে—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

ততক্ষণই মদনমোহন

শ্যামসুন্দর বংশীবদন— ততক্ষণই মদনমোহন

শ্রী,— রাধা সঙ্গে যতক্ষণ— ততক্ষণই মদনমোহন

সে-ত' বটে শুধু মদন

রাধা ছাড়া শ্যাম যখন— সে-ত' বটে শুধু মদন

ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

নাই,—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

ব্রজে,—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ—নাই,—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নবদ্বীপে নিত্যত্ব

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

রাধা-সঙ্গে সদা মিলিত— মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

হয় নিত্য-মদনমোহন

রাই-কানু-মিলিত শচীনন্দন— হয় নিত্য-মদনমোহন

—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নাগরালির পূর্ণত্ব

শ্রী,— গৌরাঙ্গ-স্বরূপে—নাগরালির পূর্ণত্ব

তবে ত' বটে নাগরালি

তারেই ত' নাগর বলে

যারে দেখ্‌লে,— সবাই প্রাণবল্লভ বলে— তারেই ত' নাগর বলে

তখনি পূর্ণ নাগরালি

যখন,— একলা পুরুষ আর সকলই আলী—তখনি পূর্ণ নাগরালি

ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই

শ্যামসুন্দরের নাগরালি— ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই

কতক-গোপী পেয়েছিল

বৃন্দাবনের রাসলীলা— কতক-গোপী পেয়েছিল

কেউ ত' রাস পায় নাই

ব্রজে পুরুষ-দেহধারী— কেউ ত' রাস পায় নাই

সকল-নারীতেও পায় নাই

তারা ত' বাদ প'ড়েছিল

বরজ-যুবতী-মাঝে—তারা ত' বাদ প'ড়েছিল

বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ যাদের— তারা ত' বাদ প'ড়েছিল

সম্বন্ধ-মর্য্যাদা-হিসাবে— তারা ত' বাদ প'ড়েছিল

জন-কতক পেয়েছিল

অনেক-গোপী বঞ্চিত ছিল— জন-কতক পেয়েছিল

ব্রজে পেল রাসলীলা

বাছা বাছা ব্রজবালা— ব্রজে পেল রাসলীলা

তারা হ'ল রাসের অধিকারী

বাছাবাছি গোপনারী— তারা হ'ল রাসের অধিকারী

এবার,— নাগরালির পূর্ণত্ব

মধুর শ্রীনবদ্বীপে— এবার,— নাগরালির পূর্ণত্ব

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে এবার,— নাগরালির পূর্ণত্ব

গৌরহরি রাস করে

সবার স্বরূপ প্রকট ক'রে— গৌরহরি রাস করে

ইচ্ছা ক'রে জাগাতে হয় না

জগজীবের গোপীভাব— ইচ্ছা ক'রে জাগাতে হয় না

সেই,— গোপীভাবে মেতে যায়

যে,— দেখে আমার গোরারায়—সেই,— গোপীভাবে মেতে যায়

সবারে কৈল্ রাধাদাসী

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের হাসি— সবারে কৈল রাধাদাসী

সবাই বলে প্রাণবল্লভ

গৌরাঙ্গ-মূরতি-হেরে— সবাই বলে প্রাণবল্লভ

নর-নারীর কি বা কথা

পুরুষ-দেহধারীর কি বা কথা

সবাই হইল গোপনারী

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্ম-লতা-আদি করি'— সবাই হইল গোপনারী

বনের পশু গোপী হ'ল

তার ইঙ্গিত দেখ ভাই

অনুশীলন কর রে

ঝারিখণ্ড-বিহারের কথা— অনুশীলন কর রে

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা

হ'ল— সবাই গোপীভাবে মাতা— স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা

গোপীভাব হইল জাগরণ

ঝারিখণ্ডে বিহার যখন— গোপীভাব হইল জাগরণ

সবার আবরণ ঘুচে গেল

স্বরূপ জাগিয়া উঠিল

হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব— স্বরূপ জাগিয়া উঠিল

'হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব'—

জীব নিত্য-রাধাদাসী— হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

জীব-সত্তা নিত্য-রাধাদাসী

সে,— যে আবরণে থাকুক্ না কেন— জীব-সত্তা নিত্য-রাধাদাসী

'যে আবরণে থাকুক্ না কেন'—

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ— যে আবরণে থাকুক্ না কেন

জীবের,— স্বরূপ নিত্য-রাধাদাসী

আজ,—জেগে উঠ্‌ল সেই স্বরূপ

দে'খে আমার গৌর-রূপ— আজ,— জেগে উঠ্‌ল সেই স্বরূপ

সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

ঝারিখণ্ড-পথে গৌর যায়— সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

কেন কাঁদে সিংহ ব্যাঘ্র

এস,— অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—এস,— অনুভব কর ভাই রে

তারা চিনিতে পেরেছে

প্রাণ,— গৌরের বাঁকা আঁখি দেখে— তারা চিনিতে পেরেছে

বলে,—এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ

রাধাদাসী-অভিমানে-—বলে,— এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ

ঐ যে দেখি,— যোড়া ভুরু, বাঁকা নয়ন—বলে,— এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ

তবে,— কেন হেরি গৌর-বরণ

হ'য়েছে মনে হ'য়েছে

শ্রীরাধার,— প্রেম-ঋণে ঋণী হ'য়েছে

তাই,— ঋণ শুধিতে এসেছে

শ্রী,— রাধাভাব-কান্তি অঙ্গী করি'— ঋণ শুধিতে এসেছে

এই অনুভবে কাঁদছে তারা

বলে,— দেখে যা-গো ও প্রাণ-কিশোরী

তোর,— প্রেমের দায়ে বঁধু দণ্ডধারী— বলে, দেখে যা-গো ও প্রাণকিশোরী

সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

স্বরূপ জাগাতে এসেছে

স্বরূপ-জাগানো-স্বরূপ গোরা— স্বরূপ জাগাতে এসেছে

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডবাসীর— স্বরূপ জাগাতে এসেছে

শ্রী,— রাধাভাবে আপনি মেতে— স্বরূপ জাগাতে এসেছে

বিহরে গোরা বনমালী

সবারে ক'রে বরজ-আলী— বিহরে গোরা বনমালী

বিলাসী গোরা সুখে বিলসে

বিলসে সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসে

জগ,— জীবের স্বরূপ করি' প্রকাশে—বিলসে সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসে

জগন্নাথ-নাম পূর্ণ হ'ল

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে জগন্নাথ-নাম পূর্ণ হ'ল

সেই কথা সার্থক হ'ল

একলা,— পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি— সেই কথা সার্থক হ'ল

পুরুষ-শব্দ-বাচ্য সে

নিরপেক্ষ-শক্তি যে— পুরুষ-শব্দ-বাচ্য সে

সেই তো নন্দদুলাল বটে

যদি,—নিরপেক্ষ-শক্তি থাকে— সেই ত' নন্দদুলাল বটে

একমাত্র পুরুষ জগতে— সেই ত' নন্দদুলাল বটে

কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হয়— কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

জগভরি সব শক্তি

সকলেই প্রকৃতি-সত্তা

এক কৃষ্ণ শক্তিমান্— সকলেই প্রকৃতি সত্তা

শ্রী,— ভাগবতে এ তত্ত্বের প্রকাশ

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে সার্থক হ'ল

এতদিন কেবল কথায় ছিল— গৌরাঙ্গ-স্বরূপে সার্থক হ'ল

গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

গোপীভাব জাগায়ে দিয়ে— গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে— গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গনে— গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

আনের কথা কি বা ব'লব

নাগরে করিল আলী

এম্‌নি মধুর গৌর-নাগরালি— নাগরে করিল আলী

তার নিদর্শন মনে কর ভাই

রথাগ্রে গৌরের কীর্ত্তন-রঙ্গ— তার নিদর্শন মনে কর ভাই

জগন্নাথ-শ্যাম হইল লুব্ধ

রথাগ্রে গৌর-নটন দে'খে— জগন্নাথ-শ্যাম হইল লুব্ধ

গৌর-পরিকরত্বে লোভ হ'ল

নিরন্তর গৌর-স্বরূপ-ভোগের লাগি'— গৌর-পরিকরত্বে লোভ হ'ল

না হবে বা কেন রে

এ-যে,— নাগরীর নাগরালি

শ্যাম-নাগরে করিল আলী,— এ-যে,— নাগরের নাগরালি

নাগর যদি নাগরী হ'ল

বেদে যারে পুরুষ বলে— সেই, নাগর যদি নাগরী হ'ল

কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

জীবের সামান্য পুরুষ-অভিমান— কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা যত— সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত

হেরি,— রসময়-শচীসুত— সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত

বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল

বিশ্ব মধুরে মাতিল— বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল

পরিকর-সঙ্গে গৌর-স্বরূপের খেলা

অপূর্ণ-রাসরস-পূর্ণলীলা— পরিকর-সঙ্গে গৌর-স্বরূপের খেলা

শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

এই,— সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহা-রাসলীলা— শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখে অপরূপ

দেখে,— গৌর-স্বরূপে আবার নব-লালসা

মহারাস-রঙ্গে ভোরা সেই—দেখে,—গৌর-স্বরূপে আবার নব-লালসা

একে ত' বিবর্ত্ত-দশা

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে যুগলের—একে ত' বিবর্ত্ত-দশা

আবার,— তায় উঠেছে ভোগ-লালসা

বিবর্ত্তে বিলাস-চেষ্টা

কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগ্য-ভোক্তা এক-ঠাঁই— কেমনে পূরণ হবে বল

দুই স্বরূপ না হইলে— কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগীর ভোগ-লালসা দেখে'

আর কি রইতে পারে

শ্রী,— গৌর-সেবা-বিগ্রহ— আর কি রইতে পারে

ভোগদাতৃ-স্বরূপ— আর কি রইতে পারে

আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

বিবর্ত্তে ভোগ-লালসা মিটাইতে—আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে— আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

প্রকট নিত্যানন্দ-রূপ

বিবর্ত্তে বিলাসের ভোগরূপ— প্রকট নিত্যানন্দ-রূপ

সম্মুখে ভোগ্য-স্বরূপ দেখে

বাহু পসারি' ধ'রল বুকে

গৌর-স্বরূপ নিতাইয়ে দে'খে— বাহু পসারি' ধ'রল বুকে

হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

দোঁহে মিলিল বাহু পসারি'— হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

ভোগ্য-ভোক্তা-মূরতি— হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

মহাভাব-নিতাই রসরাজ-গোরা— হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

রামরায়,— মূরছিত গোদাবরী-তীরে

এই,—বিবর্ত্তেবিলাস-রঙ্গ হেরে—রামরায়,—মূরছিত গোদাবরী-তীরে

রামরায়,— মূরছিত ধরণীতে

দেখি' এই নব-উৎসবে—রামরায়,— মূরছিত ধরণীতে

স্বভাবে বিলাস দেখেছে বটে

রামরায় ব্রজের বিশাখা-সখী— স্বভাবে বিলাস দেখেছে বটে

কিন্তু,— তার ত' অনুভবে নাই

বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ ঘটে— কিন্তু,—তার ত' অনুভবে নাই

রামরায় মূরছিত

দেখি,'— বিলাস অনুভব-অতীত—রামরায় মূরছিত

নাম-রহস্যের এই পরিণতি-ভোগ

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত—নাম-রহস্যের এই পরিণতি-ভোগ

একদিন রহস্য পুছেছিলাম

তাঁর মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের— একদিন রহস্য পুছেছিলাম

কৃপা ক'রে ব'লেছিলেন

'ভজ' আর 'জপ' রইল

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা রইল

একান্তে নাম আশ্রয় কর

নাম সব ব'লে দিবে— একান্তে নাম আশ্রয় কর

এখন,— যা' বলায় তাই ত' বলি

পাগ্‌লা প্রভু মহাবলী— এখন,— যা' বলায় তাই ত' বলি

এই,— নাম যে আশ্রয় করে

অপরূপ-রহস্যময়— এই,— নাম যে আশ্রয় করে

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পদাশ্রয়ে— এই,— নাম যে আশ্রয় করে

সে,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস ভোগ করে—

এই,—নাম যে আশ্রয় করে

দেখে,— নিতাই-রমণ গোরা

নরহরির চিতচোরা—দেখে,— নিতাই-রমণ গোরা

আয়,— প্রাণভ'রে গান করি

হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি— আয়,— প্রাণভ'রে গান করি

'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি'—

আমাদের,— জীবনে মরণে গতি— হৃদে ধ'রি শ্রীগুরু-মূরতি

আয়,— প্রাণভ'রে গান করি

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস-ভোগে মাতি—আয়,— প্রাণভ'রে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" ॥

আ'মরি কি মধুর নাম

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"— আ'মরি কি মধুর নাম

নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত— আ' মরি কি মধুর নাম

'নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত'—

অমৃত হ'তেও পরামৃত— নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত

আ'মরি কি মধুর নাম

কত-সাধের গাঁথা নাম

পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের— কত-সাধের গাঁথা নাম

'পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের'—

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু— পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের

কত-সাধের গাঁথা নাম

নিরজনে আপন-মনে— কত-সাধের গাঁথা নাম

নিজ-গুণে প্রেমসূত্রে— কত-সাধের গাঁথা নাম

প্রেমসূত্রে ভকতি-গ্রন্থিতে— কত-সাধের গাঁথা নাম

আমাদের গলায় পরাবে ব'লে— কত-সাধের গাঁথা নাম

পরাইলেন এই নামের মালা

প্রেম-বাহু-পসারিয়ে হৃদে ধ'রে— পরাইলেন এই নামের মালা

ঘুচাইতে মোদের প্রাণের জ্বালা— পরাইলেন এই নামের মালা

কিন্তু,— ঘুচ্‌ল না আমাদের জ্বালা

নামের মালা প'রতে নার্‌লাম— ঘুচ্‌ল না আমাদের জ্বালা

নামাশ্রয় ক'রতে নার্‌লাম

স্বতন্ত্রতা গেল না— নামাশ্রয় ক'রতে নার্‌লাম

কেবল কলঙ্ক রটালাম

তার সম্বন্ধ ধরি ব'লে— কেবল কলঙ্ক রটালাম

ঘুচাও ঘুচাও কালিমা ঘুচাও

নামে অনুরাগ দাও
প্রাণভ'রে গান করি

ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণভরে গান করি
পাগ্‌লা,— প্রভু তোমায় হৃদে ধরি'— প্রাণভরে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

"গৌর হরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভোগারতি কীর্ত্তন

ভজ, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী॥
দীন দয়াময় হিতকারী॥"
"শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
কৃপা করি মোর গৃহে দেহ দরশন॥
শ্রীবাসের প্রীতি জানি শ্রীশচীনন্দন।"
প্রেমভুখা প্রভু আমার
ঐ
প্রেমে চলে প্রেমে বলে—
ঐ
ভক্তবৎসল গৌরহরি—
"শ্রীবাসের প্রীতি জানি শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নেতে সপার্ষদে দিলেন দরশন॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।"
'আসুন আসুন বসুন' ব'লে
ঐ
করজোড়ে শ্রীবাসপণ্ডিত বলে—
ঐ
ভাসি দুটি নয়ন-জলে—
"বসিতে আসন দিল রত্ন-সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈল পাদপ্রক্ষালন॥"
রাতুলচরণ ধুয়ায়ে দেয় রে

"শ্রীবাসগৃহিণী আর নবদ্বীপ-নারী।
উলু উলু জয় দেয় গোরামুখ হেরি ॥"

আনন্দ আর ধরে না রে

গৌরাঙ্গচাঁদের বদন হেরে— ঐ

নারীগণে উলু দেয়

গোরাচাঁদের বদন হেরে— ঐ

ভক্তগণে জয় দেয়— ঐ (মাতন)

"উলু উলু জয় দেয় গোরামুখ হেরি ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর অবধান।
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ প্রয়াণ ॥
নূতন আসন দিল পিঁড়ার উপরি।
তিনজনে বসিলেন তাহার উপরি ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
সম্মুখেতে বসিলেন অদ্বৈত গোঁসাই ॥

যাই রে শোভার বালাই যাই রে

আজ-তিনজনে একঠাঁই— ঐ

তিনজনে এক ঠাঁই

ব্রজের অনঙ্গ, কানাই, রাই, ঐ

মধুর শ্রীনদীয়াতে ঐ

নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই— অনঙ্গ কানাই রাই (মাতন)

"গদাধরের বামে শ্রীবাস আর নরহরি।"

ঘিরে ঘিরে বসিলেন সবে

গৌরহরি মাঝে করে ঐ

পরাণ-গৌরাঙ্গগণে ঐ

বসিলেন সব গুরুবর্গ

মাধবেন্দ পুরী আদি— ঐ

বসিলেন সব ভারতীবর্গ

কেশব ভারতী আদি— ঐ

বসিলেন সব পিতৃবর্গ

জগন্নাথ, হাড়াই, কুবের পণ্ডিত— ঐ

বসিলেন মাতৃবর্গ

শচী, পদ্মাবতী, নাভাদেবী— ঐ

বসিলেন প্রিয়াবর্গ

লক্ষ্মী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীসীতা, জাহ্নভা দেবী ঐ

বসিলেন সন্তানবর্গ

বীরভদ্র, অচ্যুত, গোপাল আদি— ঐ

বসিলেন দ্বাদশ গোপাল

গৌরদাস, উদ্ধারণ আদি— ঐ

বসিলেন অষ্ট প্রধান মহান্ত

স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ, শিবানন্দ আদি— ঐ

বসিলেন তিন ঠাকুর মহান্ত

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ— ঐ

বসিলেন অষ্ট কবিরাজ

ছয় চক্রবর্ত্তীকে সম্মুখে করি— ঐ

একপাশে বসিলেন

ঠাকুর শ্রীহরিদাস— ঐ

কালিদাস, ঝড়ুঠাকুরকে সঙ্গে করে— ঐ

ভোগমন্দির আলো হ'ল

ঐ

গৌরগণের অঙ্গছটায়—

নিতাইচাঁদের লাবণ্য ঘটায়

গৌরগণের অঙ্গছটায়

ভোগমন্দির আলো হ'ল

"চৌষট্রি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
ভোগ সাজাইয়া দিল গঙ্গাজল ভরি।
ভোগের উপর দিল তুলসী মঞ্জরী ॥
শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ বলি ভোগ কৈল নিবেদন।"
এই আমার মন্ত্র সারা

আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি-না হে— ঐ
খাও খাও আমার প্রাণ-গোরা— ঐ

"শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ বলি ভোগ কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥
চিড়া দধি কলা মধু ঘৃত একত্রে মাখিয়া।
আনন্দে ভোজন করেন গৌর বিনোদিয়া ॥
শাক শুকুতা ভাজি লাফড়া ব্যাঞ্জন।
তাহাতে পরম তুষ্ট শ্রীশচীনন্দন ॥
মোচাঘণ্ট, থোড় ভাজা, লাউঘণ্ট খাজা।
বহু প্রকার শাক আর বড়ি ভাজা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
মালপোয়া সরভাজা আর লুচিপুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়াবিহারী ॥
মিষ্টান্ন পকান্ন আদি বহুত প্রকার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
সন্দেশ রাজভোগ আর কাঁচাগোল্লা।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর দুলালিয়া ॥
নারিকেল, নাশপাতি, শশা, আপেল, আম, নানা ফল।

আনন্দে ভোদন করেন শচীর ছাওয়াল ॥
নাহি জানি পরিপাটি নাহি আয়োজন।

প্রভু তোমার সেবার কিবা জানি

আমি কাঙ্গাল বই তো নয় হে— ঐ

আমি ভিক্ষা করে এনেছি হে

এই প্রতিবেশীর দ্বার হতে— ঐ

এই প্রতিবেশীর দ্বার হতে প্রভু তোমার নাম করে

আমি ভিক্ষা করে এনেছি হে

যদি এসেছ কাঙালের ঘরে

নিজ গুণে কৃপা করে— ঐ

ওহে ভক্তবৎসল গৌরহরি— ঐ (মাতন)

"নাহি জানি পরিপাটি নাহি আয়োজন।
শুখা রুখা একমুষ্টি করহ ভোজন ॥
নিতাই রঙ্গিয়া আমার খাইতে খাইতে।

পুলিন ভোজন মনে হল

রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের— ঐ

বলরাম নিত্যানন্দ— ঐ

গৌর-মুখে তুলে দেয় রে

বাম করে গলা জড়ায়ে ধ'রে— ঐ

বলরাম স্বভাবেতে— ঐ

খা-খারে ভাই কানাইয়া ব'লে— ঐ

দুঁহু মুখে তুলে দেয় রে

দুঁহু দোঁহা কমল-করে— ঐ

আজ উঠিল আনন্দ রোল

ভোজন-বিলাস-রঙ্গে— ঐ

সবাই বলে হরিবোল— ঐ (মাতন)

"কৃষ্ণ-কথা আলাপনে প্রভু করেন ভোজন।"

পূরবের ভাব মনে হল

ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গের— ঐ

ভাবেতে বিভোর হল

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার— ঐ

রাধাকুণ্ড বিহার মনে পড়িল— ঐ

"শুন শুন ভক্তগণ শ্রীকুণ্ডের তীরে।
সখী সহ রাধাশ্যাম ভোজন বিহার করে॥
চারিদিকে ভক্তগণ মণ্ডলী করিয়া।
গৌর-চাঁদবদন পানে আছেন চাহিয়া॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর ভোজন-বিলাস।
হরি বলে বাহু তুলে নাচে হরিদাস॥
আচমন সারিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
অধরামৃত লুণ্ঠন করে প্রিয় ভক্তগণে॥"

অধরামৃত কেড়ে খায় রে

প্রভু নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গের— ঐ

"প্রতি জানি নরহরি তাম্বুল লইয়া।
গোরাচাঁদের বদনে দেয় হাসিয়া হাসিয়া॥"

প্রাণবল্লভ খাও ব'লে

তোমার প্রিয় গদাধরের সাজা তাম্বুল— ঐ

"তাম্বুল খাইয়া প্রভু পুনঃ আচমন।
শ্রীবাস আসি পরাইল মাল্যচন্দন॥
সময় জানি নরহরি আরতিক লইয়া।
আরতি করয়ে গোরার বদন হেরিয়া॥"

আরতি করে নরহরি

গোরা-রসের বদন হেরি— ঐ (মাতন)

আরতি করে নরহরি

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালি— ঐ

আরতি টলমল টলমল করে

বদন ঝলমল ঝলমল করে— ঐ

আরতি করে নরহরি

পাণিশঙ্খ ধরি— ঐ

চাঁদবদন ধোয়ায়ে দেয় রে— ঐ

পাতল চীর ধরি— ঐ

চাঁদবদন মুছায়ে দেয় রে— ঐ

গন্ধপুষ্প ধরি— ঐ

বদন নিছনি নিছনি নেয় গো— ঐ

চামর ঢুলায় নরহরি গোরারসের বদন হেরি— (মাতন)

ভক্তগণে বলে হরি আরতি করে নরহরি (মাতন)

"আরতির অন্তে প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দদাস করে পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চেয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলে রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী॥
ফুলের পাঁপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে মহাপ্রভুর গায়।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস।
সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥"

—সমাপ্ত—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন

(শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বোল)

একবার এস হে ও নদীয়ার চাঁদ গোরা।

এস হে নদীয়ার চাঁদ গোরা

একবার এস সংকীর্ত্তন-পিতা, এস হে নদীয়া।

একবার এস সংকীর্ত্তন-পিতা,

এসে তোমার কীর্ত্তন তুমি কর,

এস সংকীর্ত্তন-পিতা, এস হে নদীয়া।

আমাদের পাগলা প্রভু নিতাই সনে, এস হে নদীয়া

প্রিয় গদাধর অদ্বৈত সঙ্গে, ঐ

লয়ে শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গে, ঐ

লয়ে শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গে,

আসি বিহর কীর্ত্তন রঙ্গে। (মাতন)

এস হৃদয়ে উদয় হও।

(আমার) রসরাজ গৌরাঙ্গ নট, ঐ

ঐ ওহে সংকীর্ত্তন সুলম্পট।

ঐ

এসে সংকীর্ত্তনে রাস কর প্রকট, রসরাজ গৌরাঙ্গ নট।

এসে সংকীর্ত্তন রাস কর প্রকট, ঐ

এস হৃদয়ে উদয় হও।

(ওহে) সংকীর্ত্তন-রাস-বিহারী, এস হৃদয়ে উদয় হও।

সংকীর্ত্তন-রাসবিহারী, লয়ে পারিষদ সহচরী,
সংকীর্ত্তন-রাসবিহারী, হৃদয়ে উদয় হও।

মাতাও সবার হিয়া।

প্রতি হৃদয়ে উদয় হইয়া, ঐ
সংকীর্ত্তনে রাস প্রকট করিয়া, ঐ
সংকীর্ত্তনে রাস প্রকট করিয়া, ঐ
(সংকীর্ত্তনে) নাটুয়া বেশে দেখা দিয়া ঐ

(এস) সীতানাথ বল দাও।

(আমরা তোমার বলে) বলী হয়ে গৌর বলি, ঐ

(এস) গদাধর কূলে লও

(আমরা তোমার) কূলে দাঁড়ায়ে গৌর বলি, ঐ

(এস) নরহরি আনুগত্য দাও।

(আমরা তোমার) আনুগত্যে গৌর বলি, ঐ

(এস) শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্তি শক্তি দাও

(তোমার অঙ্গনের) নাটুয়া মূরতি হিয়ায় জাগাও, ঐ

(প্রাণ) গৌরাঙ্গগণ কৃপা কর।

ওহে ভুবন-পাবন ঐ
(প্রাণ গৌরাঙ্গের) কীর্ত্তন বিহার হিয়ায় জাগাও, ঐ

(এস) এস আমার পাগলা নিতাই।

গৌরপ্রেমে মত্ত মহাবলী, ঐ

(আজ) আপনি মেতে মাতাও এসে।

তোমার শ্রীগৌরাঙ্গ নাম প্রেমে, ঐ

(আজ) পাগল হয়ে বেড়াই মোরা

ভাই ভাই এক প্রাণে, ঐ

বেড়াই নগরে নগরে।

(প্রাণ গৌরাঙ্গের) কীর্ত্তন বিহার হিয়ায় ধরে, ঐ

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরে, ঐ

গৌরহরি নামের ধ্বজা তুলে, বেড়াই নগরে নগরে। (মাতন)

"প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান।
প্রকট লীলায় করেন হরি স্বয়ং নৃত্যগান॥
অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান।
কীর্ত্তনবিহারী হ'য়ে আছেন বর্ত্তমান॥
কলৌ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাহি জানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র মানি॥
সেই হরি গৌরহরি নদীয়া বিহরে।
নিজ হরে কৃষ্ণ নামে জগত নিস্তারে॥
(প্রভুর) দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের কুমার॥
গদাধরের বামে শ্রীবাস আর নরহরি।
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত সঙ্গে করি॥
চারিদিকে পারিষদ মণ্ডলী করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া॥
সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া।
হরে কৃষ্ণ নাম প্রেম যায় বিলাইয়া॥"

(বলে) আবার বল হরিনাম আবার বল।

মধুর এই হরে কৃষ্ণ নাম, আবার বল হরিনাম।

(আমার) প্রেমদাতা নিতাই বলে, আবার বল হরি নাম (মাতন)

গৌর হরি হরি বোল।

প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥ (মাতন, পথে যাইতে যাইতে)

পাষণ্ড-দলন-বানা শ্রীনিত্যানন্দ রায় রে

(নিতাই আমার) আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় রে ॥

আমার একলা নিতাই রে

আপনি মেতে জগৎ মাতায়, ঐ

আপনি মেতে জগৎ মাতায়।

একলা নিত্যানন্দ রায় ॥ (মাতন)

(নিতাই আমার) আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় রে।

লম্ফে ঝম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে রে ॥

চলে যেতে ঢলে পড়ে

গৌর প্রেমে পাগলা নিতাই ঐ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমার ভরে ঐ

(বলে) সামালিও ভাই রে

নিতাই আপনি পড়িয়া বলে ঐ

আপনি পড়ে মানে প্রাণ গৌর পড়লো

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু নিতাই ঐ

বলে, নরহরি সাবধানে ধরো

ঐ ঢলে পড়ল বিশ্বম্ভর ঐ (মাতন)

লম্ফে ঝম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে রে।

পাপীয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে রে ॥

পতিত নাম আর রইল না দেশে

আমার নিতাই চাঁদের কৃপাবশে ঐ (মাতন)

ছিল আবদ্ধ করুণা

চিরকাল হইতে ছিল আবদ্ধ করুণা।

করুণাসিন্ধুর মুখ বাঁধা ছিল

আমার নিতাই খুলিয়া দিল ঐ

ছিল আবদ্ধ করুণা নিতাই কাটিয়া মোহান্ রে।

(আজ) ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান রে ॥

(আজ) জগৎ প্রেমের বন্যায় ভাসে

নিতাইচাঁদের কৃপা লেশে। জগৎ প্রেমের বন্যায় ভাসে ॥ (মাতন)

যায় নিতাই হেলে দুলে।

গৌর হরি বোল বলে ॥ (মাতন, পথে যাইতে যাইতে)

প্রেমদাতা নিতাই বলে। গৌরহরি হরিবোল ॥ (মাতন)

পতিত দেখিয়া বলে, গৌরহরি হরিবোল

পাষণ্ডী দেখিয়া বলে ঐ

আচণ্ডালে যেচে বলে ঐ

দন্তে তৃণ ধরি বলে ঐ

গলবাসে কেঁদে বলে ঐ

প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরিবোল।

আমার গৌরসুন্দর নেচে যায় ॥

আজ নদীয়ার পথ আলো ক'রে ঐ

তোরা দেখ্‌বি যদি আয় নাগরী

(ওমা) নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি ঐ

ধবল পাটের জোড় পরেছে,

রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,

বসন ভেদি কিরণ উঠছে

গৌরের কাঁচা সোনা অঙ্গের বরণ, ঐ

ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে,

চরণ উপর দুলে যেছে কোঁচা গো।

বাঁক মল সোনার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর,

নূপুর বাজে মধুর মধুর।

গৌরের রাঙাপায়ে সোনার নূপুর,

বেজে যেছে মধুর মধুর

নূপুর বাজে মধুর মধুর।

মন মজাতে নদীয়া-বধূর ঐ

বাঁক মল সোনার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর,

রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা গো।

ভুবন মূরছা পায়

হেরি ঐ নবরসের গোরারায় ঐ

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল,

যেন চামর দুল্‌ছে।

ওতো চাঁচর চুল নয় ঐ

স্বর্ণ সুমেরু শিখরে ঐ

মজালে মজালে কুল।

ঐ চাঁচর চুলে চাঁপার ফুল ঐ

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তয়ে গুজেছে চাঁপার ফুল,

কুঁদ মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা গো।

চন্দন-মাখা গোরা-গায়, বাহু দোলায়ে চ'লে যায়,

একে তো সহজ রূপে ভুবন ভোলে,

(তাতে আবার) চন্দন-মাখা গোরা-গায়,

বাহু দোলায়ে চ'লে যায়,

চ'লে যায় আর লয়ে যায়।

বাহু দোলায়ে হেলে দুলে, ঐ

জাতি কুল লজ্জা ধৈর্য্য, বাহু দোলায়ে লয়ে যায়।

কে না-বিকায় গোরার পায় ?

জন্মের মত কেনা হ'য়ে ঐ

আছে এমন নারী কে নদীয়ায় ঐ

যদি একবার হরি বলে ফিরে চায় ঐ

যদি হরি বলে ফিরে চায়, ঐ নব রসের গোরা রায়। (মাতন)

কে না বিকায় গোরার পায়।

কপাল মাঝে ভুবনমোহন ফোঁটা গো।

ও তো নয় চন্দনের ফোঁটা

আমার গৌরাঙ্গ-ললাটে ঐ

ও যে কুলবতীর কুলের খোঁটা ঐ

ও যে মদনবিজয়ী ধ্বজা

চন্দনের বিন্দু নয় ঐ

হার মেনেছে মদন রাজা

মদনের বড় গরব ছিল

আমি জগমাঝে সুপুরুষ ব'লে ঐ

সে গরব ভেঙ্গে গেল

(ভুবন মোহন) গৌরাঙ্গ মূরতি হেরে ঐ

হার মেনেছে মদন রাজা।

তার পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে

মদনের সর্ব্বস্ব ধন ঐ

গৌরের কটাক্ষ-শরাঘাতে ঐ

একবার চেয়েছিল আঁখি কোণে ঐ

গৌরহরি বলে নেচে যেতে, চেয়েছিল আঁখি কোণে,

পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে।

ভালই হয়েছে সাজা

পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে ঐ

জগজনে জ্বালায়ে মারে

পঞ্চশর বর্ষণ ক'রে ঐ

ভেঙ্গে গেছে ভাল হয়েছে

জগজীবের জ্বালা ঘুচেছে ঐ

মদনের দুর্দ্দশা দেখে

সরবশ ধনহীন ঐ

বিকাইছে গোরার পায়

কামের রতি ছাড়ি পতি ঐ

(রতি) বিকায় গোরার পদতলে

আমার প্রাণপতি গৌরাঙ্গ বলে, ঐ (মাতন)

নারী কুলের কিবা কথা।

নারী ভুল্‌বে কিবা কথা।

দেখ নাগরী চেয়ে দেখ।

কত পুরুষ কেঁদে আকুল।

ঐ দেখ দলে দলে ছুটেছে

কত পুরুষ দেহধারী ঐ

পুরুষ অভিমান ভুলে ঐ

পুরুষ আভিমান ভুলে,

হেরি ঐ শচীদুলালে

দলে দলে ছুটেছে।

পাগল হয়ে ছুটেছে।

প্রাণবল্লভ গৌর ব'লে ঐ (মাতন)

কপাল মাঝে ভুবনমোহন ফোঁটা গো।

বাহুর হেলন দোলন দেখি হাতীর শুণ্ড কিসে লেখি,
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা গো।
গৌর গড়েছে কোন বিধি
নিঙাড়ি অখিল রসের নিধি ঐ
জগত ছানিয়া রস নিঙাড়িয়া ঐ
মাধুর্য্য রসের রসান দিয়া, জগত ছানিয়া রস নিঙাড়িয়া,
গৌর গড়েছে কোন বিধি।
সকল জনার মন করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ গো।
একবার যেই হেরে সে মন ফিরাতে নারে,
মন উন্মাদন গোরা চাঁদ গো॥
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র গতি,
গজ সে সামান্য মদে মাতা গো।
গৌর প্রেম মদে মত্ত সদা
গজ সামান্য মদে মাতা, ঐ
গজ সে সামান্য মদে মাতা গো।
(আমার) গৌরাঙ্গ বদন হেরে, সকলঙ্ক চন্দ্রোপরে,
ঘৃণা করে সকল জনতা গো॥
(বলে) তুলনা তুল না
আমার গৌরাঙ্গ সনে ঐ
কলঙ্কী গগন চাঁদের ঐ
গগন চাঁদে কলঙ্ক আছে।
গগন চাঁদে প্রতিপদ আছে
এ যে অকলঙ্ক ষোলকলা ঐ
গৌরাঙ্গ বদন চাঁদ অকলঙ্ক ষোলকলা

গগন চাঁদের প্রতিপদ আছে

(এ যে নিশি দিশি সমান উদয়

ঐ

গৌরাঙ্গ বদন-চাঁদ

অভিমানে দশ খণ্ড হ'ল

ঐ

ঐ বদন হেরে গগন চাঁদ

ঐ

আসি পদনখে শরণ নিল

(তাই বলি) তুলনা তুল না

ঘৃণা করে সকল জনতা গো।

গৌরকান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,

অচল সে তারে কি গণিব গো।

স্বর্ণ নয় সে কান্তির উপমা

সুবরণ বরণ, হেরি নিজ কুবরণ,

মানি আপন মনস্তাপে।

নিজ তনু জারি, ভস্ম সম করইতে।

পৈঠল অনল সন্তাপে ॥

(তাই বলি) স্বর্ণ নয় সে কান্তির উপমা।

কিসে বা তুলনা দিব।

আমার গৌরাঙ্গ-রূপের ঐ

শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ,

শোন-কুসুম গোরচনা গো।

হরিতাল সে কোন ছার, বিকার সে মৃত্তিকার,

সে কি গোরা রূপের তুলনা গো ॥

ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি, তার বর্ণ কিসে গণি,

ফণিমণি সৌদামিনী আয় গো।

এসব প্রপঞ্চরূপ, (গোরা) অপ্রপঞ্চ রসভূপ,

তুলনা কি দিব আমি তার গো।

কেন অমিয়া মিশাব বিষে।

জগতে তুলনা নাই

ঐ (মাতন)

যার তুলনা তার ঠাই,

গৌরকান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,

অচল সে তারে কি গণিব গো।

গৌরাঙ্গ মধুর বাণী, অমৃত তরঙ্গ জিনি,

পিলে মন করে পিব পিব গো ॥

কোটী শ্রুতি বাসনা করে

(গৌরকথা) একবার পশে যার শ্রবণ-বিবরে, ঐ

গৌর গ'ড়েছে কোন বিধি।

গ'ড়ে বুঝি দেখে নাই মা

দেখ্‌লে ছেড়ে দিত না, ঐ

না না গ'ড়েছে দেখেছে।

দেখেছে মজেছে।

বড়ই ভাল লেগেছে।

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে।

গৌর রাজ্যের ঐ তো রীতি

একা ভোগ করতে নারে, ঐ

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

জগজনে দেখ্‌বে বলে ঐ

জগত-জীবন গোরা, জগজনে দেখ্‌বে বলে। (মাতন)

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে।

নয়ন বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা গো।

মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা গো ॥
মনে হয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল।
যেন চাঁদ ফেটে অমিয় ঝর্‌ল
অকলঙ্ক ষোলকলা ঐ
(আমার) গৌরহরি হরি ব'ললো ঐ
অমিয়ার প্রস্রবণ
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখের বচন, ঐ
হৃদ্‌কর্ণ-রসায়ন ঐ
মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা গো।
এমন ব্যথার ব্যথী থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ন ভরে দেখি রূপখানি গো।
(আমরা) মনে করি গৌরাঙ্গ হেরি,
(কিন্তু) দাঁড়াও ব'লে বল্‌তে নারি।
(আমরা) কুলের নারী ডরে মরি,
দাঁড়াও বলে বলতে নারি,
কুলের নারী ডরে মরি, শ্বাশুড়ী ননদী বৈরী,
কুলের নারী ডরে মরি, দাঁড়াও বলে বলতে নারি,
(যদি) এমন ব্যথার ব্যথী থাকে।
(যদি) এমন ব্যথার ব্যথী থাকে,
কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ন ভরে দেখি রূপখানি গো।
আয় নাগরী ত্বরা করি
যদি দেখ্‌বি গৌর-নটন-মাধুরী ঐ

আয় নাগরী ত্বরা করি

গৃহকাজ সব পরিহরি

গৃহকাজ তো সদাই আছে

ঐ

গৌর নটন দেখবি আয়

তখন আবার কত বল্‌বি।

(ও মা) আমায় কেন দেখালি না

ঐ

গৌরসুন্দর নেচে গেল

(তোদের) গৃহকাজে পড়ুক বাজ

ঐ (মাতন)

আয় দেখবি গোরা নটরাজ

(ও) গমন নটন লীলা।

গমন নটন লীলা

ঐ

আয় নাগরী দেখবি আয় গো

(আমাদের) নদীয়া-বিনোদ গৌরাঙ্গের ঐ

আমাদের শচীদুলাল প্রাণ-গৌরাঙ্গের ঐ

রসের নেটো নেচে যায়

ঐ

নদীয়ার পথ আলো করে

চলে যেতে নেচে যেছে

নাটুয়া মূরতি গৌর আমার ঐ

(প্রাণ গৌরাঙ্গের) নাটুয়া মূরতি নটন গতি ঐ

(ভাবনিধি গোরা) ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে ঐ

(ওগো আমার) রসের গোরা চিতচোরা ঐ

গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

চলে যেতে নেচে যেছে ঐ

গমনে নটন বচনে গান।

গমনই নটন বচনই গান

শচীত্বলাল প্রাণ-গৌরাঙ্গের গমনই নটন বচনই গান

চল্‌তে নাচে বল্‌তে গায়

ঐ (মাতন)

রসময় গৌরাঙ্গ রায়

সঙ্গীতেতে কথা কইছে।

যেন কত শত কোকিল কুহরিছে

ঐ

পঞ্চম রাগ জিনি

না না তাতেও তুলনা হয় না।

যেন অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

ঐ

জগত অমৃতময় কর্‌বে বলে

(আমার) গৌরহরি হরি বল্‌ছে, ঐ (মাতন)

মধুর চাহনি আকর্ষণ।

তারই আঁখি মন হরিছে

ঐ

একবার হরি বলে যার পানে চাইছে

রসের গোরা নেচে নেচে, হরি বলে যার পানে চাইছে।

(মাতন)

তারই আঁখি মন হরিছে।

সে অমনি ঢলে পড়্‌ছে

ঐ

ভাবেতে অবশ হয়ে

ভাবনিধি যার পানে চাইছে,

সে ভাবাবেশে ঢলে পড়্‌ছে।

অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ

ঐ

দেখ্‌ নাগরী চেয়ে দেখ্‌

রসের গৌরাঙ্গ নাচে।

(আমার) রসিয়া গৌরাঙ্গ নাচে।

(আমার) বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

সংকীর্ত্তন-রাস-রসোন্মাদী (আমার) বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে।
যে ঢলে পড়ে তারে বুকে ধরে ঐ (মাতন)
করিছে মা রসের বাদর
আজ নদীয়ার গৌর কিশোর ঐ
মধুর চাহনি আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,
প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া
রঙ্গিয়া প্রাণ-গৌরাঙ্গের ঐ
আমার নদীয়াবিনোদ গৌরাঙ্গের ঐ
আমার অনঙ্গমোহন গৌরাঙ্গের ঐ
রঙ্গের মন্দির গোরার ঐ
রঙ্গের মন্দির গোরা, নবীন কামের কোঁড়া। (মাতন)
প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ শর
শর বরষিছে নিরন্তর ঐ
নিজ পারিষদ উপর, শর বরষিছে নিরন্তর।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ শর
শর বরিষণের নাহি অবসর।
পারিষদ হইল জর জর
নিরন্তর শর বরিষণে ঐ
রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ ভাব বিনে নাহি সঙ্গ।
অভাবের সঙ্গ করে না
(আমার) ভাবনিধি প্রাণ গৌরাঙ্গ ঐ
ভাবের অভাব দেখ্‌তে পারে না
ভাবনিধির এই ত স্বভাব ঐ

স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ
স্বরূপ-জাগান স্বরূপ গোরার ঐ
স্থাবর জঙ্গম গুল্ম লতার ঐ
হরি বোলে চেয়ে অভাব ঘুচায়ে ঐ
ও মা ওর কি গরজ বালাই, স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ।
ভাবভূষণে ভূষিত অঙ্গ
কম্প অশ্রু পুলকাদি ঐ
নিশিদিন ভাব-প্রসঙ্গ
অন্তরঙ্গ ভাবুক সঙ্গে ঐ
(ও মা) রসময় দেহেরই গঠন।
গৌর কিশোর বর
আরে আরে আরে আমার ঐ
আরে আমার ঐ
আরে আমার চিতচোর ঐ
রসে তনু ঢর ঢর ঐ
অখিল মরম চোর ঐ
শ্রীনবদ্বীপ পুরন্দর, অখিল মরম চোর। (মাতন)
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে
আয় নাগরী দেখ্‌বি আয় ঐ
দয়াল নিতাই প্রেম যাচে সোনার গৌরাঙ্গ নাচে
(মাতন)
প্রেমদাতা নিতাই বলে।
গৌর হরি'হরি বোল॥ (মাতন পথে যাইতে যাইতে)
একবার বল হরেকৃষ্ণ রাম
(আমার নিতাই) যারে দেখে তারে বলে, ঐ

বল হরেকৃষ্ণ রাম
ঐ
ত্রিতাপ-জ্বালার হবে বিরাম
পেয়েছ সাধের মানব জনম
ঐ
চৌরাশী লক্ষ যোনি করে ভ্রমণ
এ তো ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে।
এ তো রিপু সেবার জন্ম নয় রে
ঐ
শৃগাল কুক্কুরের মত
এ যে শ্রীহরি ভজনের জনম
ঐ
সুদুর্লভ এই মানব জনম
সকল কথাই ভুলে গেছ ভাই
ঐ
কি কর্‌বে ব'লে এই জনম পেলে
একবার মনে করে দেখ।

সপ্তম মাসেতে যবে জননী জঠরে রে।
গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিলে কাতরে রে।

তুমি কোথায় আছ ও দীননাথ।
তুমি কোথায় আছ প্রাণর হরি
ঐ
আমি আর যাতনা সইতে নারি
জননী জঠরে কঠোর
যাতনা আর সইতে নারি,
তুমি কোথায় আছ প্রাণের হরি।
এবার আমায় জনম দাও
ঐ
আমি আর তোমায় ভুল্‌ব না প্রভু
ভাল বুঝতে পেরেছি এবার
ঐ
তোমায় ভুলে আমার এ দুর্গতি
আর তোমায় ভুল্‌ব না প্রভু
এবার আমায় জনম দাও।

ভজ্‌ব তোমার পদ-যুগলে

জনমিয়ে ভবে গিয়ে ঐ

জীব মাত্রে এই প্রতিজ্ঞা

সপ্তম মাসে মাতৃগর্ভে ঐ

জনমিয়ে হরি ভজ্‌ব ঐ

ভূমিষ্ট হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল রে।

প্রবল জঠর-স্মৃতি অন্তর হইল রে।

সকল কথাই ভুলে গেলে।

গর্ভবাসে যা বলে এলে, জনম পেয়েই ভুলে গেলে।

রইলে ধুলা খেলার ছলে

শৈশবেতে দিবা রেতে ঐ

বাল্যেতে খেলিলে সদা সঙ্গিগণ সনে রে।

কাটালে কৈশোর কাল পুস্তক পঠনে রে।

একদিনও তো স্মরণ কর নাই

যে পড়া পড়তে জনম পেলে কই ঐ

প্রাণারাম হরি নামের পড়া ঐ

সর্ব্ব বিদ্যার জীবনী শক্তি, প্রাণারাম হরি নামের পড়া,

একদিনও তো স্মরণ কর নাই।

অবিদ্যা অর্জ্জনে মত্ত হলে

(জগতে) লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আশে ঐ

পড়িলে রিপুর কৌশলে

তুমি যুবাকালে মোহজালে ঐ

হিতাহিত বিবেচনা গেল

যৌবন-মদিরা পানে মেতে ঐ

মনুষ্যত্ব হারাইলে।

মায়াসনে সম্বন্ধ কৈলে
ঐ
পুরুষ অভিমানে মেতে
পাশবাচারে প্রবৃত্ত হলে
ঐ
ষড়রিপুর কিঙ্কর হয়ে,
নরাকৃতি পশু হলে
ঐ
দেখতে মানুষ, আচার পশুর
সাধ করে গলায় পরলে
ঐ
বড়ই জুড়াবে বলে
ঐ
কামিনী-সাপিনীর মালা
পড়িলে তার পদতলে
ঐ
জায়ার ভয়ে নত হয়ে
তিনি হলেন তোমার ইষ্ট দেবতা
ঐ
মায়ার মূরতি নারী
দিনে মোহিনী রাতে বাঘিনী মায়ার মুরতি নারী।
হলেন তোমার ইষ্টদেবতা।
হ'ল তোমার উপাসনা
ঐ
অবিচারে তার আজ্ঞা পালন
হলেন অধিক পূজনীয়া
ঐ
তোমার পিতা মাতা হতেও তিনি
কিছুই করতে ভয় বাস না
ঐ
তার মনস্তুষ্টির লাগি,
ঐ
পাতক অতিপাতক মহাপাতক
অনায়াসে ত্যাগ করতে পার
ঐ
তার আজ্ঞা হলে পিতা মাতায়
ভাই তোমার একি ভ্রম

দয়াল নিতাই কেঁদে বলে ছি ছি ভাই তোমার একি ভ্রম

(তুমি) কেন হলে মায়ার নফর

তুমি কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর ঐ

কৃষ্ণ প্রভু পাসরিয়ে ঐ

সংসার চিন্তাতে পড়ে প্রৌঢ় কাল গেল রে

ক্রমে বক্ষে বদ্ধমূল হ'ল পাপ শেল রে ॥

ছিলে দ্বিপদ হ'লে ষট্‌পদ

মায়াজালে বিজড়িত ঐ

হাতে পায়ে গলে বাঁধা

দারাসুত আদি মায়ার শৃঙ্খল ঐ

এখন এলো রে বার্দ্ধক্য ঐ অতীব ভীষণ রে।

শুভ্র কেশ লোল চর্ম্ম কোটরে নয়ন রে ॥

বল এখন আর কি করিবে।

এখন ভজ্‌তে চাইলেও ভজ্‌তে নারবে

হ'ল সর্ব্বেন্দ্রিয় শকতিহীন ঐ

হরিকথা শুনতে নারবে

শ্রবণশকতি গেল ঐ

হরিক্ষেত্রে যেতে নার্‌বে

সর্ব্বাঙ্গ ক্রমে অবশ হ'ল ঐ

যাবে কাল অস্তাচলে

ত্যজি মায়া ছবি তোমার আয়ু রবি ঐ

বল এখন আর কি করিবে

হ'ল আজ কাল ব'লে কাল আগত ঐ

সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মেলে

যে ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে ঐ

আমার দয়াল নিতাই কেঁদে বলে
এই বেলা ফিরে ব'স ভাই
যা হবার তা হয়ে গেছে ঐ
ভজ প্রাণের গৌরহরি
ঐ
পাগলা নিতাই কেঁদে বলে
মায়া মোহ পরিহরি, ভজ প্রাণের গৌরহরি, (মাতন)
গৌরহরি হরি বোল।
প্রেমদাতা নিতাই বলে॥ (মাতন পথে যাইতে যাইতে)
নিতাই যারে দেখে তারে বলে।
রমণীমনমোহন,
(ভজ) শ্রীরাধারমণ,
ভজ প্রাণের রাধারমণ
ঐ
শ্রীবৃন্দা-বিপিন-বিহারী
(ও সে) রসময় বংশীধারী ঐ
শ্রীবৃন্দাবন বনদেবা।
রসিকবর নাগর,
অভিনব রাস,
নিতুই নিতুই নব নব
আমার প্রাণ রাধারমণ ঐ
নব নব বিভ্রমশালী
বৃন্দা-বিপিন-বিহারী বনমালী ঐ
বরজ যুবতী কুলে দিতে কালি ঐ
নাগরীগণ কৃত সেবা।
নিশিদিশি সেব্যমান
ব্রজনাগরীগণ কৃত সেবা ঐ
গোপাল চূড়ামণি
গোপস্ত্রী পরিসেবিত ঐ

নাগরীগণ কৃত সেবা

ব্রজপতি দম্পতি, হৃদয়ে আনন্দন

মা যশোদার নীলমণি

আমার প্রাণের রাধারমণ ঐ

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমার বশে ঐ

নন্দন নব ঘন শ্যাম।

নন্দ হৃদি আনন্দদ

শ্যাম নবজলদ ঐ

নয়নাভিরাম

নবঘন শ্যাম ঐ

বরজবাসীগণ ঐ

নন্দন নবঘন শ্যাম

নন্দীশ্বর পুর পুরট পটাম্বর

নন্দীশ্বর পুরবাসী

আমার বরজ-শশী ঐ

পীতাম্বর ধর

শ্যামসুন্দর ঐ

(যেন) থির বিজুরী জড়িত নবঘনে

শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর ঐ

রামানুজ গুণধাম।

বলরামের ছোট ভাই

আবেশে নিতাই বলে ঐ

আপন ভুলেছে।

আপনি বলাই তা ভুলে যে গেছে গো।

(বলে) বলরামের ছোট ভাই
আদর করে সদাই ডাকে
ঐ
কা-কা-কানাইয়া
কা-কা-কানাইয়া (মাতন
আরে আরে মেরো ভেইয়া,
রামানুজ গুণধাম।
সুবল সখা সুন্দর,
শ্রীদাম সুদাম,
শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী
ঐ
বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বশে
আধ খেয়ে আধ খাওয়ায়
খেতে খেতে বেঁধে রাখে
ঐ
বন ফল মিঠ লাগ্‌লে
(বলে) আর খাওয়া হ'ল না
এ যে বড়ই মিঠ লাগ্‌লে ঐ
(থাক এই) আধ থাক্ ভাই কানাইকে দিব ঐ
ধড়ার অঞ্চলে বেঁধে রাখে
কত যতন করে ঐ
ছুটে এসে তুলে দেয়।
বাম করে গলা জড়ায়ে ধরে চাঁদমুখে তুলে দেয়।
(বলে) খা রে আমার প্রাণ কানাই
অনিমিখে বদন চেয়ে ঐ
বড় মিঠে ফল ভাই ঐ
মিঠ লেগেছে তাই খেতে পারি নাই ঐ
শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী।
সুবলের মরম সখা
শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঐ

যাই বিরহে প্রাণ রাখা সুবলের মরম সখা। (মাতন)
ব্রজ রাখালের পরাণ
ঐ
কালীয়দমন শ্যাম
(শিখি) চন্দ্রক চারু অবতংশ।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
ঐ
সে বিনোদিয়ার বিনোদ চূড়া
ঐ
বিনোদ বায়ে বিনোদ বরিহা
মূরছি পড়ে ভূমিতলে
ঐ
চূড়ায় দোলন দেখে মদন
মকর কুণ্ডল দোলে
ঐ
তার যুগল কর্ণে
কুণ্ডল দোলে গো
ঐ
মকরাকৃতি
মুখব্যাদান করে দোলে
মকরাকৃতি কুণ্ডল ঐ
মন মীন গিলিবে বলে ঐ
মন মীন গিলিবে বলে, বরজ ললনার। (মাতন)
(শিখি) চন্দ্রক চারু অবতংশ।
গোবৰ্দ্ধনধর
ধরণী সুধাকর,
বাম করে গিরি ধরা
ব্রজবাসী রক্ষা করা
ঐ
বরজ সুধাকর
লীলামৃত রসপুর
ঐ
সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
নিজ লীলামৃত বরিষণে
ঐ

তাপ বিমোচন

ঐ

শ্রীনন্দকুলচন্দ্রমা

ব্রজ-তরুণী-লোচন তাপ-বিমোচন। (মাতন)

মুখরিত মোহন বংশ।

বেণু বাদনপর।

ঐ

নব কৈশোর নটবর

বেণু বাদনপর।

ঐ

নব কৈশোর নটবর

বেণু বাদনপর।

নব কৈশোর নটবর, গোপবেশ বেণুকর। (মাতন)

সে বেণু বাজায় গো

ঐ

ধীর সমীরে যমুনা তীরে

ঐ

বংশীবট তটে

ধীর সমীরে যমুনা নিকটে, বংশী বটতটে।

বেণু বাজায় গো

ঐ

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে

বংশীবট হেলনে, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে।

বেণু বাজায় গো

ঐ

মধুর পঞ্চম তানে

চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত

ঐ

সেই মধুর বেণু রবে

প্রাণপণে প্রাণ টানে।

ধ্বনি পশিয়া মরম স্থানে, জগবাসীর প্রাণ টানে।

যমুনা পুলিন বনে, জগবাসীর প্রাণ টানে। (মাতন)

যোগী যোগ ভুলে গো

মুনি জনার ধ্যান টলে যোগী যোগ ভুলে গো।

(হয়) সচল অচল অচল সচল

তরল কঠিন কঠিন তরল ঐ

বিপরীত ধর্ম্ম ধরে।

যমুনার জল ঘন হয়

পাষাণ গলিয়া যায় ঐ

মোহন মুরলী স্বরে, বিপরীত ধর্ম্ম ধরে। (মাতন)

গিরিরাজ চলে গো

পবন স্থির হয় ঐ

যমুনা উজান চলে

মোহন মুরলী স্বরে ঐ

উত্তাল তরঙ্গ ছলে, নেচে নেচে উজান চলে।

মকর মীন নাচে গো

যমুনার জলে হেলে দুলে ঐ

মোহন মুরলী রোলে, যমুনার জলে হেলে দুলে।

মকর মীন নাচে গো।

তরু লতা পুলকিত

শ্যামের মুরলীর গানে হয় ঐ

মৃত তরু মুঞ্জরে

মোহন মুরলী স্বরে ঐ

তরুলতা পুলকিত।

পুষ্পিত ফলিত

হয় নব নব ফুল ফলে ঐ

ত্যজি নিজ কুলে গো

ধায় কাননে ব্রজ-কামিনী ঐ

প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ বলে, কাননে ব্রজ কামিনী। (মাতন)

মুখরিত মোহন বংশ ॥

কালিয় দমন গমন জিতি কুঞ্জর,

কুঞ্জ রচিত রতি রঙ্গ।

অপ্রাকৃত নবীন মদন

আমার প্রাণের রাধারমণ ঐ

সাক্ষাৎ মনমথ মনমথ ঐ

মনমথের মনমথে

চড়ি গোপীর মনোরথে ঐ

নাম ধরে মদনমোহন।

কন্দর্প-দর্পহারী

রাসরস বিহারী ঐ

কেলিরস বিনোদিয়া

নাগর রসিয়া ঐ

কেলিরস তৎপর

রাস-রসিকবর ঐ

মদন-দরপ-হর ঐ

কেলিরস ভূপতি।

শৃঙ্গার রসময় মূরতি কেলিরস ভূপতি। (মাতন)

সেই নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ,

শ্রীরাধা নায়ক নাগর শ্যাম।

সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর

শচীসুত হৈল সেই।

নন্দের নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই রে।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই রে ॥

সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর

সুরমুনিগণমন-মোহন ধাম।

মাতল নিতাই রে

গৌরকথা কইতে কইতে ঐ

পুলকেতে অঙ্গ ভরা

দুনয়নে শতধারা ঐ

ভাবাবেশে বলে রে

গৌরাঙ্গ রহস্য ঐ

জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর,

জয় নিজ প্রেয়সীভাব বিনোদ।

ব্রজ তরুণীগণ, লোচন মঙ্গল

নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ।

এসেছে রে তোদের তরে

কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে ঐ

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে ঐ

রাধাভাব কান্তি লয়ে, গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে। (মাতন)

এসেছে রে তোদের তরে।

হাতে ধরে বলে দিয়েছে

নিরজনে বসে কেঁদে কেঁদে ঐ

অবিচারে নাম প্রেম বিলাতে ঐ

পতিত খুঁজে নাম প্রেম দিতে ঐ

আয় কলিহত জীব

আমার নিতাই ডাকে ঐ

আর তোদের ভয় নাই রে।

পাপ তাপ সব আমি নিব

তোদের জন্ম-জন্মার্জিত ঐ

বিনামূলে বিকাইব।

পাপ তাপের বোঝা নিব ঐ

বিকাইব প্রেম দিব।

একবার গৌর হরিবোল, বিকাইব প্রেম দিব। (মাতন)

প্রেমদাতা নিতাই বলে।

গৌরহরি'হরি বোল ॥ (মাতন পথে যাইতে যাইতে)

হেলে দুলে যায় রে

(আমার) গৌর-প্রেমের পাগলা নিতাই ঐ

গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়,

যায় রে নিতাই মাতা করী

গৌর প্রেম মদিরা পান করি ঐ

যায় বাহুশুণ্ড দোলাইয়া

(নিতাই করী) পাষণ্ড কদলী দ'ল্‌বে বলে ঐ

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়,

যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়

প্রেমিক নিতাই প্রেমদিঠে ঐ

যার পানে চায় প্রেমে মাতায়

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা ঐ (মাতন)

পদভরে মহী টলমল রে।

ধরণী আর ধ'রতে নারে

আমার নিতাই চাঁদের পদভার ঐ

ধরণীর আনন্দ আর ধরে না রে

বড় ভাগ্যবতী ধরণীর ঐ

আজ ধরণীধরে হৃদে ধরে ধরণীর আনন্দ আর ধরে না রে

ধরণী প্রেমে ঠলমল করে

গৌরপ্রেমের মুরতি নিতাই হৃদে ধরে ঐ (মাতন)

গৌরপ্রেমের মুরতি নিতাই।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মুরতি রাধা।

সেই রাই কানু মিলিত গৌর

সেই গৌরপ্রেমের মুরতি নিতাই ঐ

ধরণী প্রেমে টলমল করে।

প্রেমের মুরতি নিতাই হৃদে ধরে ॥ (মাতন)

পদভরে মহী টলমল রে

গতি মত্ত সিংহ জিনি কম্পবান মেদিনী।

পাষণ্ডীগণ হেরিয়া বিকল রে।

(তাদের) পাষণ্ড স্বভাব দূরে গেল রে

আমার পাষণ্ডদলন নিতাই হেরে ঐ

(আমার) নিতাই চাঁদকে দেখে বলে

আজ পাষণ্ডী পাষণ্ড স্বভাব ভুলে ঐ

(ঐ যে) আওত অবধূত করুণার সিন্ধু রে।

ঐ যে হেলে দুলে নেচে আসছে

ঐ পতিতের বন্ধু নিতাই ঐ

(ভাই রে) আর আমাদের ভাবনা কিসের

আমরা হই না কেন মহাপতিত ঐ

আর পতিতের ভয় কি বল

ঐ যে পতিতের বন্ধু নিতাই এল ঐ (মাতন)

আ মরি ! কি মধুর মুরতি

নিতাইচাঁদকে দেখে বলে ঐ

(পাষণ্ডীগণ) প্রেমদৃষ্টি পেয়ে বলে আ মরি ! কি মধুর মূরতি
একবার চেয়ে দেখ ভাই ঐ

দেখ রে নয়ন ভরি ঐ নিতাইসুন্দর রে।
(ও যে) গৌরাঙ্গ প্রণয় রসময় পুরন্দর রে ॥
গোরারসে গঠিত ঐ নিতাই কলেবর রে।
গোরারস কমলের মত্তমধুকর রে ॥
গোরারস চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ রে।
জীব হৃদিতম বিনাশের পূর্ণতম চন্দ্র রে ॥

(হৃদি) তম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র
কলিহত জীবহৃদি ঐ
মূরতি ধরে এসেছে ঐ
ঐ জগতগুরু নিত্যানন্দ।
হৃদিতম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র ॥ (মাতন)
প্রেমে গর গর মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই
ওতে প্রেম বিনে আর কিছু নাই ঐ

কেউ কি দেখেছ ভাই প্রেম মূর্ত্তিমন্ত রে।
প্রেমের মূরতি আমার প্রভু নিত্যানন্দ রে ॥

মুখে প্রেম প্রেম সবাই বল।
প্রাকৃত জগতে সবাই কামকে দেখেই প্রেম বল।
প্রেমের অনুভব নাই তাই প্রেম বলিতে কামকে বোঝ

আত্মসুখ ইচ্ছা যাতে তারে বলি কাম রে।
কৃষ্ণসুখ হেতু কার্য্য ধরে প্রেম নাম রে ॥

(সেই) প্রেমের মূরতি নিতাই
শ্রীকৃষ্ণ সুখের একমাত্র উপাদান ঐ

প্রেমে চলে প্রেমে বলে।

গৌর প্রেমের মুরতি নিতাই ঐ

প্রেম-হিল্লোলে হেলে দুলে, প্রেমে চলে প্রেমে বলে

প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে

প্রেম বাহু পশারিয়ে ঐ

প্রেম স্বরে আয় আয় বলে ঐ

প্রেমে নাচে প্রেম যাচে

প্রেমিক নিতাই ঐ

ধেয়ে যায় পতিতের কাছে

পতিতের বন্ধু নিতাই ঐ

কেঁদে কেঁদে তারে পুছে।

(বলে) আর কে কোথা পতিত আছে

পতিতের কাছে নিতাই পুছে ঐ

ত্বরা করে বল বল ঐ

বাহু তুলে নিতাই ডাকে

সুরধুনীর কূলে দাঁড়ায়ে ঐ

আয় কলিহত জীব

আমার নিতাই ডাকে ঐ

আর তোদের ভয় নাই রে

পাপতাপ সব আমি নিব

তোদের জন্ম জন্মার্জিত ঐ

বিনামূলে বিকাইব

পাপ তাপের বোঝা নিব ঐ

বিকাইব প্রেম দিব

একবার গৌর হরি বোল, ঐ (মাতন)

প্রেমদাতা নিতাই বলে।

গৌরহরি হরি বোল ॥ (মাতন পথে যাইতে যাইতে)

নিতাই যারে দেখে তারে বলে।

(একবার) বল হরে কৃষ্ণ রাম

মা যোগমায়ার প্রাণারাম, ঐ

এ যে ভোলা-ভুলান নাম, ঐ

এ যে ভোলা পাগল করা নাম, ঐ

ভোলানাথ পঞ্চমুখে নাম গায় অবিরাম, ঐ

এই কলিযুগের একমাত্র বল, ঐ

কি ছার অভিমানে নাম ভুলে আছ ভাই

ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত বলে ঐ

কি করে বরণ কুল

কেন কুল কুল ক'রে কূল হারাও রে

এমন সাধের মানব জনম পেয়ে ঐ

কুলে কি গোবিন্দ মিলে

ব্যাকুল হয়ে না ডাকিলে ঐ

ব্যাকুল প্রাণে না কাঁদিলে ঐ

গোবিন্দ তোমার হ'লাম বলে,

ব্যাকুল প্রাণে না কাঁদিলে। (মাতন)

কুলে কি গোবিন্দ মিলে।

কি করে বরণ কুল।

কোন কুলে কেন, জনম হইক না,

কেবল ভকতি মূল ॥

(দেখ) কপি কুলে ধন্য, বীর হনুমন্ত,

শ্রীরাম-ভকতরাজ।

যে হৃদয় চিরে দেখায়েছিল

ঐ

শ্রীসীতারামের যুগল রূপ

ঐ

বনের বানর হয়ে কেবল ভকতির বলে

মানুষ হয়ে তোমার গরব কিসের।

সে তো পশু হ'তেও অধম বটে

ঐ

যে মানুষ হয়ে হরি না ভজে

দেখ কপি কুলে ধন্য বীর হনুমন্ত,

শ্রীরাম-ভকতরাজ।

রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে

ঈশ্বর সভার মাঝ॥

দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমে,

ভুবনে যাহার যশ।

স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নরহরি

হইয়া যাহার বশ॥

নরসিংহ রূপে প্রকট হলেন।

ঐ

প্রহ্লাদের বিশুদ্ধ ভকতির বলে

সে কি তার কুলের গরব।

সে তো দৈত্য বালক প্রহ্লাদ বটে,

সে তো নয় তার কুলের গরব।

দেখ না কি কুল, বিদুরের ছিল,

খাইল যাহার ঘরে।

খুদ কণা যেচে খেলেন

রাজা দুর্য্যোধনের নানা উপচার ফেলে ঐ

বড় ক্ষুধা পেয়েছে দাও দাও বলে ঐ

আ মরি সুধা সুধা সুধা বলে, খুদকণা যেচে খেলেন।

সে কি তার কুলের গরব

সে তো দাসীপুত্র বিদুর বটে, ঐ

খাইল যাহার ঘরে।

চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিল,

গুহক চণ্ডাল বরে।

রামামিতে বলে ডাক্‌ত

চণ্ডাল হ'য়ে পূর্ণ ব্রহ্মে, ঐ

উচ্ছিষ্ট ফল খেতে দিল

চণ্ডালকন্যা শবরী, ঐ

সে কি তার কুলের গরব।

সে যে কেবল ভকতির বল,

সে তো নয় তার কুলের গরব।

দেখ না কিবা, সাধন করিল,

গোকুলে গোপের নারী।

তারা তো গোয়ালার মেয়ে।

যেমন নাচায় তেমনি নাচে

শ্রীরাস মণ্ডলের মাঝে, ঐ

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে, ঐ

(ভকতির বলে) ক্রীড়া পুত্তলিকার মত, ঐ

গোকুলে গোপের নারী।

(তাই বলি) জাতি কুলাচার, কি করিবে তার

সে হেরি যে ভজে তারি।

ভকতির ধন নীলরতন।

জাতি কুল পাণ্ডিত্যের নয়,

কেবল ভকতির ধন নীলরতন।

জাতি কুল নিরর্থক বুঝাবার তরে রে।
ঠাকুর হরিদাস জন্মিলেন যবনের ঘরে রে ॥
নিতাই কেঁদে বলে কর জুড়ি।
ভজ প্রাণের গৌরহরি।
ঐ (মাতন)

জাতিকুল অভিমান পরিহরি,
গৌরহরি হরি বোল।
প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥
(মাতন, পথে যাইতে যাইতে)
বলে হরে কৃষ্ণ রাম
ঐ
নিতাই যারে দেখে তারে বলে,
ঐ
ত্রিতাপ জ্বালার হবে বিরাম,
পেয়েছ সাধের মানব জনম
ঐ
চৌরাশী লক্ষ যোনি করে ভ্রমণ
এ তো ভোগ বিলাসের জনম নয় রে
ঐ
শৃগাল কুক্কুরের মত,
এ যে শ্রীহরি ভজনের জনম
ঐ
সুদুর্লভ মানব জনম
দেবতারাও বাঞ্ছা করে
ঐ
শ্রীহরিভজনযোগ্য এই মানব দেহ,
কেন এমন জনম হেলায় হারাও।
বলে ও দোকানী ! ও পশারী !
ক'দিন ক'রবে দোকানদারী
যম ভেঙ্গে দেবে সব ভারিভুরি
ঐ
নিতাই কেঁদে বলে কর জুড়ি
বল হরি হরি, ছন্দ না করিহ,
বিপত্তে ভরল দেশ।

দেখে শুনেও কি ভ্রম গেল না

এ সংসারের অনিত্যতা ঐ

বিপত্তে ভরল দেশ।

এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল,

শ্রবণ দশন কেশ।

তার পিছু পিছু, লোচন বচন,

তারা দু'য়ে দিল ভঙ্গ।

একে একে সব পলায়ে গেল।

তোমায় সংসার রণে মাতায়ে দিয়ে

তোমার সৈন্যগণ সব পলায়ে গেল।

আর কারে আমার আমার বল্‌ছ

যারা দেহে ছিল তারা পর হ'ল ঐ

তবু আমার আমার করি, রাত্রি দিবা মর,

যমদূত দেখে রঙ্গ।

তারা করতালি দিয়ে নাচ্‌ছে

(তোমার) আমার আমার করা দেখে ঐ

এই সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে

(এ যে) মহামায়ার নাট্যশালা

এই যে দেখ্‌ছ সুন্দর নগর এ তো ঐ

অভিনয় হয় অনিত্য খেলা

নিতুই নিতুই নব নব কত ঐ

ফুরাইলে জীবন লীলা।

কার ভাগ্যে কখন হবে বা পতন

মৃত্যুরূপী যবনিকা ঐ

বিষম যমের থানা।

দণ্ডেক দিবস, পলক গণিছে,

কখন জানি দিবে হানা ॥

তোমার ঘুমের ঘোরে চুরি হবে

মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত আছ, ঐ

সেই ধন তোমার চুরি হবে

তুমি যার বলে চলছ বলছ, ঐ

এই বেলা জাগায়ে রাখ।

হরি নামকে প্রহরী করে, জিহ্বাগ্রে জাগায়ে রাখ

নিশি দিশি রসনায় রট

হরে কৃষ্ণ রাম নাম, ঐ

যমদ্বারে পড়্‌বে কবাট, হরে কৃষ্ণ নাম রসনায় রট।

দারাসুত যাদের আপনা বলিছে,

সকলি নিমের তিতা।

কেউ তো তোমায় ভালবাসে না

স্বার্থসিদ্ধি সম্বন্ধ মাত্র ঐ

ততক্ষণই করে প্রীতি

যতক্ষণ হয় স্বার্থ সিদ্ধি ঐ

যখনই স্বার্থে পড়ে বাধা

অমনি মনে মনে জপ করে

এ আপদ মলেই বাঁচি, ঐ

এই ত সংসারের সম্বন্ধ

(মোহবশে) তুমি বুঝেও তা বুঝ না ভাই, ঐ

সকলি নিমের তিতা।

মরণ সময়, হাতে গলে বাঁধি,

মুখে জ্বালি দিবে চিতা ॥

তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।
(তোমার) মুখে আগুন জ্বেলে দিবে
কেবল আমার আমার বল্‌ছ বলে, ঐ
(তোমার) মুখে দিবে আগুন জ্বেলে
ভুলেও হরেকৃষ্ণ বল নাই বলে, ঐ (মাতন)
নিতাই কেঁদে বলে কর জুড়ি।
ভজ প্রাণের গৌর হরি।
মায়া মোহ পরিহরি, ভজ প্রাণের গৌর হরি। (মাতন)
গৌর হরি হরি বোল।
প্রেমদাতা নিতাই বলে॥ (মাতন পথে যাইতে যাইতে)
বাহু তুলে নিতাই ডাকে
সুরধূনীর কূলে দাঁড়ায়ে, ঐ
ওরে কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পারে রে॥
কে পারে যাবি আয় রে
(দুই বাহু তুলে) আমার নিতাই কাণ্ডারী ডাকে, ঐ
কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পারে রে।
ধন্য কলিযুগেতে চৈতন্য অবতার রে॥
এমন হয় নাই আর হবার নয় রে।
বলে আমার চৈতন্যের ঘাটে,
কত গরব করে নিতাই বলে আমার চৈতন্যের ঘাটে।
আ মরি পুলকেতে অঙ্গ ভরা।
মুখে আমার গৌরাঙ্গ বল্‌তে, ঐ
আ মরি পুলকেতে অঙ্গ ভরা
দুনয়নে শত ধারা, ঐ
(বলে) আমার চৈতন্যের ঘাটে অদান খেয়া বয় রে॥

জরা অন্ধ আতুর অবধি পার হয় রে ॥

কারো যেতে বাধা নাই রে।

আমি যারে তারে পার করি

বাহু তুলে বলে নিতাই কাণ্ডারী, ঐ

জাতি কুলাধিকার বিচার না করি, ঐ

এনেছি হরি নামের তরী

গোলোকের গুপ্তভাণ্ডার লুট করি, ঐ

জীব তোদের তরাইতে ভববারি, ঐ

লয়ে ফিরি নামের তরী

ভবপারের ঘাটে ঘাটে, ঐ

শ্রীগুরু রূপধারী, ঐ

পার করে দিই ভববারি

মুখে বল্‌লে গৌরহরি, ঐ

গৌরহরি হরি বোল।

প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥ (মাতন, পথে যাইতে যাইতে)

শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তনান্তে স্বমন্দিরে প্রত্যাগমন কীর্ত্তন।

নগর ভ্রমিয়ে আমার গৌর এল ঘরে।
প্রাণগৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে॥
ঘরে ঘরে নাম বিলায়ে, গৌর এল।
প্রাণগৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে।
নাম প্রেম বিলায়ে, নিতাই গৌর ঘরে এল। (মাতন)।
প্রাণগৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে॥
(অমনি) ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।
বলে আমার কে এল রে
রাম করে চিবুক ধরে, ঐ
অনিমিখে চাঁদবদন চেয়ে, বাম করে চিবুক ধ'রে বলে,
আমার কে এল রে।
আমার বাপ ঘরে এল রে
ও কে রে, ও কে রে, ঐ
আমার বাপের ঠাকুর এল রে
আয় প্রতিবাসিনী তোরা দেখে যা, ঐ
আমার আঁধার ঘরের মাণিক এল
(তোরা দেখে যা লো) আমার আঁধার ঘর হইল আলো ঐ
এল এল শচীর নয়নতারা
আয় নদীয়া-নাগরী দেখে যা তোরা, ঐ
বলে একি খেলা রে
(শচীমাতা) গৌর-অঙ্গপানে চেয়ে ঐ
(বল নিমাই) দুখিনী মায়ে দুখ দিতে তোর, একি খেলা রে
কেন সোনার অঙ্গে ধূলা মাখা ঐ

মায়ে কি সয় রে

(অঞ্চলের নিধি) নয়নমণি ধূলামাখা ঐ

বাপ্ তোর সোনার অঙ্গে ধূলা ঐ

একবার চেয়েও কি দেখে নাই

সে ধূলা দিবার আগে ঐ

এই ভুবনভোলা বদন পানে ঐ

আমি যা দেখে সব ভুলেছি, ভুবনভোলা বদন পানে।

চেয়েও কি দেখে নাই।

চাইলে ধূলা দিতে নারতো।

অমনি ধেয়ে এসে হিয়ায় ধরতো

আমার বাপ বিশ্বম্ভর বোলে ঐ

হিয়ার মাণিক ওখানে কেন, বাপ বিশ্বম্ভর বোলে।

(মাতন)

ধেয়ে এসে হিয়ার ধরতো।

নরহরি তুই কোথায় ছিলি

শচীমাতা কেঁদে বলে বাপ ঐ

আমার পরাণ পুতলি ফেলি ঐ

(আমি তোর) হাতে হাতে সোঁপে দিলাম

সংকীর্ত্তনে যাবার বেলায় ঐ

দেখো রে বাপ নরহরি,

আমার প্রাণ তোমার হাতে দিলাম

আমার এই শূন্য দেহ ঘরে রইলো ঐ

দেখো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের কাছে রে।

পরাণ পুতলি গোরা,

আর দ্বিতীয় নাই রে

ঐ মুখ দেখে প্রাণ ধ'রে থাকি আর দ্বিতীয় নাই রে
'পরাণপুতলি গোরা ধূলায় পড়ে পাছে রে।

তার এই কি প্রতিফল

বাপ নরহরি বল্ বল্ ঐ

আর যেতে দিব না

অভিমানে শচীমাতা বলে ঐ
সংকীর্ত্তনে বিশ্বম্ভরে ঐ

ঘরে বসে খেলা করবে

দুখিনীর বাছনি আমার ঐ

মনে হলেই চেয়ে দেখ্‌ব

ঐ দুখ পাশরা বদনখানি ঐ (মাতন)
(এত বলি) ধূলা ঝেড়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।

ভেসে যায় ভেসে যায়।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী মা আমার, ভেসে যায়।
স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে ভেসে যায় ভেসে যায়

বাম উরুতে বসাইয়ে
দক্ষিণ করে চিবুক ধরে
অনিমিখে চাঁদবদন চেয়ে

বলে আরে মোর আরে মোর,

দুনয়নে বহে শত লোর

চিবুক ধ'রে বলে আরে মোর ঐ

বলে আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা রে।
বাপ্ তোমারে পেয়েছি কত করিয়া কামনা রে ॥

ও দুখিনীর বাছনি

আর দুখিনী মায়ে দুঃখ দিও না ঐ

ঘরে বসে খেলা করো

তোমার আপন খেলার সাথী লয়ে ঐ

চোখের আড়াল হয়ো না

ওরে আমার নয়নমণি ঐ

দিবসে আঁধার দেখি

তোমার ঐ চাঁদ মুখ না পেখি ঐ

চোখের আড়াল হয়ো না

ঘরে বসে খেলা করো

যখন যা চাইবে তাই দিব, ঐ (মাতন)

(এত বলি) ধূলা ঝেড়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।

(তখন) নরহরি বসাওল রত্নাসনোপরে ॥

নানাবিধ সেবা করে শ্রান্তি দূর করে।

চামর ঢুলায় নরহরি

গোরা রসের বদন হেরি ঐ

দুনয়নে বহে বারি

চামর ঢুলায় নরহরি তার ঐ

প্রেম ধারায় ধিক্ মানিছে

অনুরাগে নরহরি ঐ

বলে দূরে যা রে প্রেমবারি

আমি এখন তোরে চাই না ঐ

তুই যে হ'লি গৌর সেবার ঐরি ঐ

(গোরারসের) বদন হেরি চামর করি,

দূরে যা রে প্রেমবারি। (মাতন)

নানাবিধ সেবা করে শ্রান্তি দূর করে।

মুখ পদ পাখালিল সুশীতল নীরে ॥

ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চিরে।

রাতুল চরণ হৃদে ধরে

পরাণ গৌরাঙ্গের ঐ

রসের বদন পানে চেয়ে ঐ

মনে মনে গণে রে

রাতুল চরণ হৃদে ধরে ঐ

নাগরী নরহরি ঐ

কত না লেগেছে

এই কমল হতেও কোমল পদে ঐ

এই নদীয়ার কঠিন মাটি ঐ

আমি মনে করি এই নদীয়া জুড়ি, হউক মোর হিয়া রে
তাহাতে গৌরাঙ্গ নাচুক পদ পশারিয়া রে।
মনে করি এই নদীয়া জুড়ি এ দেহ বিছাই রে।
পরাণ গৌরাঙ্গচাঁদে তাহাতে নাচাই রে।
মনে করি আমার হিয়া হোক শিরীষ কুসুম জিনি রে।
তাহাতে নাচুক আমার গোরা গুণমণি রে।
মনে করি আমার হিয়া হোক ননীর সোসর রে।
তাহাতে নাচুক আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর রে॥

হরি বলে নেচে যাবে

আমার বুকের উপর দিয়ে গৌর, ঐ (মাতন)

নানাবিধ সেবা ক'রে শ্রান্তি দূর করে।
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে।
(তখন) শচীমাতা আনি দিলা ক্ষীর ননী সরে॥

বলে নরহরি খাওয়াও রে।

মু'খানি শুকায়ে গেছে, ঐ

কত বেলা হ'য়েছে কিছু খাও নাই,

মু'খানি শুকায়ে গেছে।

দণ্ডে দশবার খায়, বেলা হয়েছে কিছু খায় নাই,

দারুণ রবির তাপে মু'খানি শুকায়ে গেছে,

নরহরি খাওয়াও রে

গৌর তোমার হাতে খেতে ভালবাসে, ঐ

নরহরি যতন করি খাওয়ায় গোরা রে।

প্রাণ গৌর খাও হে।

ক্ষীর সর নবনী খাও।

বাৎসল্য প্রেম মাখা ঐ (মাতন)

নরহরি যতন করি খাওয়ায় গোরা রে।

মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে॥

বলে নরহরি আবার দাও

আমায় বড় মিঠ লাগছে, ঐ

না জানি কি সুধা আছে, বড় মিঠ লাগছে।

নরহরি আবার দাও।

মায়ের প্রীতিতে গোরা ভাজন করে।

উঠিল আনন্দ রোল

আজ শচীর আঙ্গিনায়, ঐ

ভোজন বিলাস দেখে, ঐ

বাৎসল্য প্রেমের ভোজন বিলাস দেখে

উঠিল আনন্দ রোল

সবাই বলে হরি বোল, ঐ (মাতন)

মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে।

মুখ পাখালিয়া দিল সুশীতল নীরে॥

ধীরে ধীরে মূছাওল পাতল চীরে।
অবশেষে বাঁটি দিল সব পরিকরে ॥

নাম ধরে ডেকে ডেকে

প্রেম দিঠে চেয়ে অমিয়াভাবে, ঐ

অবশেষে বাঁটি দিল সব পরিকরে।
অবশেষে পেয়ে সবে নাচে প্রেমভরে ॥

বলে জয় শচীতুলালিয়া

আমাদের নদীয়া বিনোদিয়া, ঐ

জয় নিতাই রঙ্গিয়া জয় শচী তুলালিয়া (মাতন)

(বলে) এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি হে।

আমরা আর কিছু চাই না

ও প্রাণের গৌরহরি ঐ

আমাদের আর যেন ভুলাও না

(এ সংসারে) মায়ার খেলনা দিয়ে, ঐ

আমরা অনেক দিন খেলেছি

(হা গৌরাঙ্গ) তোমায় ভুলে এই পুতুল খেলা, ঐ

আমাদের আর যেন ভুলাও না।

এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি হে।
প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন—

আমাদের প্রভু

পতিতের বন্ধু নিতাই ঐ

প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাশরি হে।
প্রভু তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই ক'রো জন্মে জন্মে যেন ভৃত্য হই তথা ॥

তোমার বিহার ভূমিতে জনম পাব

এই শ্রীগৌড়মণ্ডল তোমার বিহার ভূমিতে জনম পাব

তোমার দাসানুদাসের সঙ্গ পাব

(আমরা) নিশি দিবস গাইব

তোমা দেঁাহার গুণ আমরা ঐ

পাগল হ'য়ে বেড়াব

শ্রীগুরুচরণ হৃদয়ে ধরে ঐ

ভাই ভাই একপ্রাণে ঐ

হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলে ঐ (মাতন)

দেখ নিতাই চাঁদের করুণা।

এমন হয় নাই আর হবার নয়

এমন পরম করুণ প্রেমদাতা ঐ

নিতাইচাঁদের মত, পরম করুণ প্রেমদাতা,

হয় নাই আর হবার নয়।

দেখ নিতাই চাঁদের করুণা।

কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,

অন্য সাধন নাই জেনে

এই ঘোর কলিযুগে আর ঐ

(একমাত্র) হরিনাম যজ্ঞ বিনে, ঐ

কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,

পুরাইতে অদ্বৈত-বাসনা।

চাঁদ নিতাই আমার

হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভিলা

চাঁদ নিতাই আমার ঐ

অদ্বৈত বাঞ্ছা পুরাইতে ঐ

শ্রীঅদ্বৈত যজ্মান, শ্রীবাস-আলয় যজ্ঞস্থান,

যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

(তাতে) হোতা হইলা নিত্যানন্দ, হরিনাম মহামন্ত্র,

বদ্ধজীবের মুক্তকল্প করি ।

হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভিলা

চাঁদ নিতাই আমার ঐ

জীবের মায়া বন্ধন ঘুচাইতে, হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভিলা ।

জীবের বাসনা আদি কাষ্ঠগণ, প্রেমঘৃত নিরমঞ্জন,

যাতে যাতায়াত হয় রে।

নানা যোনি ভ্রমণ করায়

শ্রীকৃষ্ণ বৈমুখী করে ঐ

বাসনা আদি কাষ্ঠগণ, প্রেমঘৃত নিরমঞ্জন,

যজ্ঞ অগ্নি হইল প্রবল ।

প্রেমঘৃত ঢেলে ঢেলে

জীবের দুর্ব্বাসনা কাষ্ঠোপরি ঐ

হরিনাম অগ্নি সংযোগে ঐ

যজ্ঞ অগ্নি হইল প্রবল।

(তাতে) দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম, অন্য দেবাশ্রয় মর্ম্ম,

ভস্ম কৈল ইত্যাদি সকল।

সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যজ্ঞকেলি,

চাঁদ নিতাই আমার।

গুণনিধি নিতাই আমার

(আজ) পূর্ণ কর হে

তোমার স্থাপিত নামযজ্ঞ তুমি ঐ

হাট যেন ভেঙ্গ না।

পূর্ণ কর হাট যেন ভেঙ্গ না।

সংকীর্ত্তন সুখের হাট যেন ভেঙ্গ না।

পূর্ণ কর হে।

জগভরি উঠুক রোল

ঐ (মাতন)

গৌরহরি হরিবোল

সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যজ্ঞকেলি

সভক্তাদি মুনি মেলি, সমাপিলা যজ্ঞকেলি

নবদ্বীপে হইল হেন ঘটা।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ভাষে বিথারল দেশে দেশে

সেই হ'তে প্রচার হ'ল

এই হরিনাম যজ্ঞ ঐ

আগে নবদ্বীপে আরম্ভিল ঐ

শ্রীবাস অঙ্গনে নবদ্বীপে আরম্ভিল

সেই হ'তে প্রচার হ'ল।

শ্রীহরিবাসর ছলে, শ্রীনবদ্বীপে আরম্ভিল,

সেই হ'তে প্রচার হ'ল।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ভাষে, বিথারল দেশে দেশে,

বৈষ্ণব চিহ্ন শেষ যজ্ঞ ফোঁটা।

ফোঁটা পর রে তর রে

এ যে পরতর ঐ

পর পরতর ফোঁটা

এড়াবি কালের খোঁটা ঐ

ফোঁটা পর রে

বৈষ্ণব চিহ্ন যজ্ঞ ঐ

মুখে গৌর হরি নাম কর, বৈষ্ণব চিহ্ন ধর। (মাতন)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
ভজ হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্য লীলায় পরম আনন্দ ॥
এই সব গোঁসাইএর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
এই সব গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
শ্রীগৌর গোবিন্দলীলা করিলা প্রকাশ।
এই সব গোঁসাই যার তার মুই দাস।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
গো কোটী দানে গ্রহণে চ কাশী।
মাঘে প্রয়াগে কোটী কল্পবাসী ॥
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে ॥
গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ।
তপ জপ পরিহরি লও রাধা নাম ॥

জয় জয় রাধা নাম প্রেম তরঙ্গিণী।
প্রেম তরঙ্গিণী নাম সুধা তরঙ্গিণী।
রাধা নাম জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।
রাধা নামের স্বাদ ভাল জানে শ্যামগুণমণি।
তাই বাঁশী যন্ত্রে গান করে দিবস রজনী।

বংশীবটে সদা রটে

ধীর সমীরে যমুনাতটে ঐ
অকপটে শ্যামনটে ঐ

রাধানাম গেয়ে গৌর হ'ল ব্রজের নীলমণি ॥

রাধানাম গেয়ে গৌর হ'ল

নামে বরণ ধরাইল ঐ

শ্রীরাধাগোবিন্দ দোঁহার যুগল মাধুরী।
সেই দুই একতনু প্রাণের গৌরহরি ॥
এহেন গৌরাঙ্গহরি পেতে যার আশ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস ॥
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে ॥
মুখেও যে জন বলে মুই নিত্যানন্দ দাস।
নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ প্রকাশ ॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে ॥
নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম ধন।
রাসবিলাসে পাবে শ্রীরাধারমণ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম তরী আরোহণে।
সংসার সাগর পার চল বৃন্দাবনে ॥

অতি ঘোর বিষসম দেখিবে সম্মান।

প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর

শূকরী-বিষ্ঠাসম প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর।

সুরাসম অভিমান ত্যাগ কর ॥

রৌরব সম গৌরব ত্যাগ কর।

(যদি) প্রেমধনে ধনী হতে চাও এই তিন ত্যাগ কর ॥

অতি ঘোর বিষসম দেখিবে সম্মান।

অপমান দেখ ভাই অমৃত সমান ॥

অপমান অমৃত দেখ

প্রভু নিত্যানন্দ সমরিয়ে ঐ

অভিমান শূন্য প্রভু নিত্যানন্দ সমরিয়ে। (মাতন)

অপমান দেখ ভাই অমৃত সমান ॥

সুমধুর বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।

ভেদ যেন ক'রো না

শ্রীনবদ্বীপ আর বৃন্দাবন ঐ

ভজলেও পাবে না

ভেদ জ্ঞানে কোটী কল্প ঐ

তারই তো হয় রে

ব্রজভূমেতে বাস ঐ

ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন ঐ

যেবা জানে চিন্তামণি ঐ

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি। (মাতন)

তাই বলি ভেদ যেন ক'রো না

কিছু ভিন্ন ভেদ নাই

তারাই এরা এরাই তারা ঐ

নবদ্বীপ বৃন্দাবন

শচীনন্দন নন্দনন্দন

পারিষদ সব গোপীগণ

নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন

শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা ঐ

নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি

বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি ঐ (মাতন)

দুই ঠাঁই যুগলের খেলা

ব্রজ আর নদীয়া ঐ

(বরং) অধিক বিকাশ রে

ব্রজ হ'তে নদীয়ায় ঐ

কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ

বৃন্দাবনে যুগলের ঐ

নবদ্বীপে নাইকো ভঙ্গ

রাইকানু মিলিত গৌরাঙ্গ ঐ (মাতন)

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

গৌরাঙ্গস্বরূপে ঐ

তখনই তো মদনমোহন

রাধা সঙ্গে যখন মিলিত ঐ

ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

কভু মিলে কভু না মিলে ঐ

এ যে রাধা সঙ্গে সদা মিলিত।

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব ॥ (মাতন)

নাগরালীর পূর্ণত্ব

গৌরাঙ্গ স্বরূপে ঐ

কৃষ্ণে বল্‌তো প্রাণবল্লভ

ব্রজে কতক ব্রজনারী ঐ

সবাই বলে প্রাণবল্লভ

গৌরাঙ্গ মূরতি হেরে ঐ (মাতন)

সুমধুর বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।
শ্রীরাধা মুরলীধর ভজ প্রাণ দিয়া ॥

গৌরাঙ্গ ভজ ভাই

রাধাকৃষ্ণ একঅঙ্গ ঐ (মাতন)

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥
আয় রে তোরা, লুটবি কে আয়,
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায় রে।

আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধারে।
আমার নিতাই চাঁদ তার অঙ্গ আধা রে ॥

চাঁদে চাঁদে মিশে দুটি চাঁদ

বৃষভানুকুল চাঁদ নন্দকুল চাঁদ ঐ
আমাদের রাইচাঁদ আর শ্যামচাঁদ ঐ
কলি ঘোর অমানিশা বিনাশিতে ঐ

শকতি হ'ল না তম নাশিতে
কলিঘোর পাপতম নাশিতে

একা নন্দকুলচাঁদের, শকতি হ'ল না তম নাশিতে

শকতি হ'লনা ঋণ শোধিতে
শ্রীরাধিকার প্রেম-ঋণ শোধিতে

একা নন্দকুলচাঁদের শ্রীরাধিকার প্রেম-ঋণ শোধিতে
তাই হ'ল মিশিতে
আমাদের ভানুকুল চাঁদের সনে ঐ
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটী চাঁদ।
এসে উদয় হ'ল নদীয়ায় আয় রে।
আয় রে তোরা লুটবি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায় রে ॥
এনেছে নিতাই প্রেম অমিয়া
ঐ
কিশোরী ভাণ্ডার লুটিয়া
দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া
ঐ
আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া
পতিত পাষণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঐ
বলিছে নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আমি বিনামূলে যাব বিকাইয়া
ঐ
তোদের পাপতাপের বোঝা নিয়া
গৌরহরি বোলে আমায় লও কিনিয়া ঐ
যেচে বেড়াইছে নিতাই মালি
ঐ
মাথায় লয়ে প্রেমের ডালি
ডাকিছে নিতাই দুবাহু তুলি
ঐ
সুরধুনী কূলে বুলি বুলি
আয় কলিহত জীব বলি ঐ
আয় প্রেম কে নিবি আমায় কিনিবি বলি ঐ
কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি
ঐ
আয় বলি পতিতেরে বুকে তুলি
কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুলি

আয় বলি অচণ্ডালে কোলে তুলি কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুল
বলিছে, প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি

একবার আয় রে গৌরহরি বলি।
প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি ॥ (মাতন)
গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল। (মাতন)

বোল হরিবোল, গৌরহরিবোল।
প্রেমসে কহ শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত
শ্রীরাধারাণীকি জয়।
প্রেমদাতা পরম দয়াল পতিতপাবন
নিতাইচাঁদকি জয়।
করুণা সিন্ধু গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়।
প্রেমদাতা পরম দয়াল পতিতপাবন
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন
শ্রীরাধারমণকি জয়।
শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বোল।

॥ শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীশ্রীরাধা দামোদর কীর্ত্তন।

কার্ত্তিকের অধিদেব — দামোদর দয়া কর হে !
ওহে দামোদর দয়া কর হে !
কার্ত্তিকের অধিদেব — ঐ (মাতন)
এই দয়া কর হে
যেন রাধা দামোদর ভজি — ঐ
মা যশোদার নীলমণি — ওহে দামোদর জয় জয় হে
নন্দ হৃদি আনন্দদ — ঐ
ব্রজবাসীগণের পরাণ — ঐ
পূতনা নাশন — ঐ
শকট ভঞ্জন — ঐ
উদূখলে বন্ধন — ঐ
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন — ঐ
(মণিগ্রীব) নলকুবর মোচন — ঐ
কালীয়দমন — ঐ
গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ — ঐ

উপরোক্ত কার্ত্তিকের অধিদেব দামোদর—অংশ,
শ্রীশ্রীরাধাদামোদর পূর্ণ অংশী ব্রজেন্দ্রনন্দন। (চৈঃ চঃ)

শ্রীজীব জীবন ধন — রাধা দামোদর জয় জয় হে

রাধা দামোদর জয় জয় হে

জীব গোস্বামীর প্রাণধন — ঐ (মাতন)

রাধা দামোদর জয় জয় হে··· — (বহুবার মাতন)।

নিয়ম সেবায় রাধে রাধে কীর্ত্তন

(দাস) গোসাঁই নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে।

বৃন্দাবন বিলাসিনী — রাধে রাধে

বৃষভানু রাজনন্দিনী — ঐ

কৃত্তিদা তুলালী ধনী — ঐ

অষ্টসখী শিরোমণি — ঐ

যাবট পুরবাসিনী — ঐ

মহাভাব স্বরূপিণী — ঐ

প্রেমময়ী গরবিনী — ঐ

ললিতা জীবনী ধনী — ঐ

বিশাখা সখ্য সুখিনী — ঐ

কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি — ঐ

শ্যামবক্ষ বিলাসিনী — ঐ

শ্যাম সরোবরে রাজহংসিনী — ঐ

শ্যাম তমালে কনকলতা — ঐ

শ্যাম নবমেঘে সৌদামিনী — ঐ

শ্যাম নবজলধরের চাতকিনী — ঐ

রমণী মুকুটমণি — ঐ

পুরট পদ্মিনী ধনী ঐ
অপার করুণাময়ী ঐ
(রঘুনাথ) দাস গোস্বামীর স্বামিনী ঐ
(গোঁসাই) নিয়ম করে সদাই ডাকে ঐ
(রাধা) কুণ্ডতীরে পড়ে ডাকে ঐ
কোথায় বা কোন কুঞ্জে আছ ঐ
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি ঐ
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ প্রাণেশ্বরি ঐ
তোমা বই আর কারও নই গো ঐ
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে ঐ
জয় রাধে রাধে জয় রাধে রাধে··· (মাতন)

—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আজ এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে যে সমালোচনা বিষয় লেখা হইয়াছে ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। কারণ ১৩২৯ সালে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন ধামে মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নয় এই মর্ম্মে আন্দোলন হইয়াছিল। তাহাতে বহু মাননীয় পণ্ডিত ও গোস্বামী সন্তানগণ, নিত্যানন্দ বংশ ও অদ্বৈতবংশধরগণ, শান্তিপুর বৃন্দাবনে রাধারমণ গোস্বামীগণ সমালোচনায় প্রতিবাদ রূপক মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নয়, একমাত্র জপ্য—এ বিষয়ে নানা প্রকার রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইসব বিষয়কে একত্র করিয়া নবদ্বীপ বড়ালঘাটস্থিত শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার "নাম-চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র নারু সরকারের নিকট হইতে ঐ গ্রন্থ আনিয়া তাহার সহিত কিছু অন্য অন্য প্রসঙ্গ যোগ দিয়া এই "শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের রহস্য" নামক গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্মপূর্ত্তি বৎসর উপলক্ষে বাহির হইল। তবে বর্ত্তমানে মহামন্ত্র কীর্ত্তন যেমন বহুল প্রচার হইয়াছেন বন্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেহই লইতে পারিবে না তথাপি যদি একজনও এই গ্রন্থ পড়িয়া সারমর্ম্ম সুসিদ্ধান্ত মনে করিয়া মহামন্ত্র জপ ও নিতাই গৌর নাম কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে আমাদর লেখার সার্থকতা হইবে।

ইতি

নিবেদক লেখক